॥ শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্

Acc. No. 1422
Coll No. 294.5926-10th V MS(D)
Date 13-02-2002
B. G. M.

দশমঃ স্কন্ধঃ

এক চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

—::(*)::—

শ্রীশুক উবাচ।

স্তুবতস্তস্য ভগবান্ দর্শয়িত্বা জলে বপুঃ।
ভূয়ঃ সমাহরৎ কৃষ্ণো নটো নাট্যমিবাত্মনঃ ॥ ১ ॥

১। **অন্বয় :** শ্রীশুক উবাচ – ভগবান্ কৃষ্ণঃ স্তুবতঃ তস্য (অক্রূরস্য বিষয়ে জলে বপু দর্শয়িত্বা ভূয়ঃ (পুনঃ) নটঃ নাট্যমিব (নট যথা নাট্যং নাট্যার্হং রূপং দর্শয়িত্বা অন্তর্ধাপয়তি তদ্বৎ) আত্মনঃ বপুঃ সমাহরৎ (অন্তর্ধাপয়ামাস)।

১। **মূলানুবাদ :** শ্রীশুকদেব বললেন নাটক সমাপ্তিতে যেমন নটগণ নটবেশ ছেড়ে ফেলেন, সেইরূপ সর্বশক্তিমান কৃষ্ণ যমুনা জলের মধ্যে স্তবকারী অক্রূরকে স্বীয়বপু দেখিয়ে পুনরায় অন্তর্ধান করিয়ে দিলেন, অক্রূরকে জিজ্ঞাসা না করেই।

১। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা :** তস্যেত্যনাদরে ষষ্ঠী। তমপৃষ্ট্বেবেত্যর্থঃ সমহরৎ অন্তর্দ্ধাপয়ামাস; নটো নাট্যমিবেতি আকস্মিকত্বাংশে দৃষ্টান্তঃ আত্মনো বপুরিতি তদ্বপুষঃ স্বভাবসিদ্ধত্বং দর্শিতম্ ॥

১। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ :** [তম্] অক্রূরকে জিজ্ঞাসা না করেই সেই 'অনন্তদেব' রূপটি 'সমাহরৎ' অন্তর্ধান করিয়ে দিলেন – কিন্তু শ্লোকে 'তম্' দ্বিতীয়া প্রয়োগ না করে 'তস্য' ষষ্ঠী প্রয়োগ 'অনাদরে ষষ্ঠী' নিয়মে করা হল। নটো নাট্যমিব—নাটকে যেমন নাট্যকার একটু পরেই সাজারূপ ফেলে দিয়ে নিজরূপ ধারণ করে সেইরূপ—এখানে উপমা সর্বাংশে নয় শুধু মাত্র আকস্মিকতা অংশে। আত্মনো বপু—স্বীয় বপু, এই বাক্যে দেখান হল জল-মধ্যে অক্রূরকে যে 'অনন্তদেব' মূর্তি দেখান হল, তা স্বভাবসিদ্ধ রূপ। জী° ১।

সোঽপি চান্তর্হিতং বীক্ষ্য জলাদুন্মজ্য সত্বরঃ।
কৃত্বা চাবশ্যকং সর্বং বিস্মিতো রথমাগমৎ ॥ ২ ॥

২। **অন্বয়ঃ** সঃ (অক্রূরঃ) অপিচ (পূর্বোক্ত সমুচ্চয়ে) অন্তর্হিতং বীক্ষ্য জলাৎ উন্মজ্য (উত্তীর্য্য) সত্বরং আবশ্যকং (অবশ্য কর্তব্যং) সর্বং কৃত্বা চ বিস্মিতঃ [সন্] রথং আগমৎ ॥ ২ ॥

২। **মূলানুবাদ ঃ** পূর্বদর্শিত সবকিছু অন্তর্হিত হয়ে গেলে বিস্ময়ান্বিত অক্রূর মহাশয় জল থেকে উঠে এসে অবশ্য কর্তব্য মাধ্যাহ্নিক পূজাদি সমাপন পূর্বক রথে উঠে এলেন।

১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** একচত্বারিংশকেঽগাৎ পুরীং স্ত্রীর্মোহয়ন্নৃহন্।
রজকং বায়কায়াদাৎ সুদাম্নে চ বরান্ হরিঃ ।০॥

তস্যেত্যনাদরে ষষ্ঠী। সমহরদন্তর্ধাপয়ামাস নাট্যমিবেত্যুপসংহার এব দৃষ্টান্তঃ। নটো নাট্যং যথোপসংহরতি তথৈব কৃষ্ণো বৈকুণ্ঠং বৈকুণ্ঠীয়ঞ্চ সনাতনং বস্তু তৎসর্বমুপসংজহারেত্যর্থঃ। তথা ত্বাং লক্ষয়ামহে ইতি তব নেত্রে সাস্রে প্রোৎফুল্লে এবাত্র প্রমাণমিতি ভাব ॥ ১ ॥

১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** ৪১ অধ্যায়ে কৃষ্ণ মথুরা পুরী দর্শনে গেলেন. পুরনারীদের মোহিত করলেন। কংসের রজক নিধন হল। তন্তুবায় ও সুদাম নামক মালাকারকে বর দান করলেন।

'তম্' অক্রূরকে জিজ্ঞাসা না করেই অন্তর্ধান করিয়ে দিলেন সেই মূর্তি, তাই 'তম্' দ্বিতীয়া স্থানে 'তস্য' ষষ্ঠী অনাদরে। **নাট্যমিব** - নাটক সমাপ্তিতে যেমন নটগণ নটবেশ ছেড়ে ফেলে, সেইরূপ কৃষ্ণ বৈকুণ্ঠ ও বৈকুণ্ঠীয় সনাতন বস্তু সব কিছু জলের মধ্যে দেখিয়েই অন্তর্ধান করিয়ে দিলেন। তাই অক্রূরের চোখেমুখে বিস্ময় ভাব দেখে তিন শ্লোকে তাঁকে কৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করছেন, তুমি জলাদিতে কিছু যেন অদ্ভুত দেখেছ, তোমাকে তো সেইরূপই দেখা যাচ্ছে। – তোমার সজল, বিস্ফারিত নয়নই এ বিষয়ে প্রমান। বি°১ ॥

২। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** অপিচ শব্দঃ উক্ত সমুচ্চয়ে। অন্তর্হিতং তমিতি বীক্ষ্য আলোচ্য উন্মজ্য নিঃসৃত্য সর্ব্বমাবশ্যকং মাধ্যাহ্নিক জলাধিষ্ঠানক-ভগবৎপূজাদিকম্, তচ্চাভিব্যঞ্জিতম্ শ্রীপরাশরেণ – 'অর্চ্চয়ামাস সর্বেশং ধূপপুষ্পৈমনোময়ৈঃ ইতি। অত্র জলেনৈব তত্তৎকল্পনাৎ মনোময়ত্বম্ ॥ জী°২ ॥

২। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** অপিচ—পূর্বে ৩৯ অধ্যায়ের ৪৪ থেকে ৫৫ শ্লোক পর্যন্ত যা কিছু বৈকুণ্ঠ ও বৈকুণ্ঠীয় বস্তু অক্রূর দেখলেন, তা সব কিছুকে এই 'অপিচ' বাক্যে বুঝানো হল। **অন্তর্হিতং বীক্ষ**—সেই সব কিছু অন্তর্হিত হয়ে গেল দেখে **উন্মজ্য**—জল থেকে উঠে এসে **সর্বমাবশ্যকং**—সর্ব আবশ্যক কৃত্য বলতে জল-আধারে মন্ত্রে আহ্বান করত মাধ্যাহ্নিক শ্রীভগবৎ-পূজাদি। ইহা শ্রীপরাশর কর্তৃক অভিব্যক্ত হয়েছে, যথা—"মনোময় ধূপপুষ্পে সর্বেশ্বরকে অর্চন করলেন।"—এখানে জলের মধ্যেই কল্পনা করার দরুন মনোময়তা। জী° ৪১ ॥

তমপৃচ্ছদ্ধৃষীকেশঃ কিং তে দৃষ্টমিবাদ্ভুতম্।
ভূমৌ বিয়তি তোয়ে বা তথা ত্বাং লক্ষয়ামহে॥ ৩॥

শ্রীঅক্রূর উবাচ।
অদ্ভুতানীহ যাবন্তি ভূমৌ বিয়তি বা জলে।
ত্বয়ি বিশ্বাত্মকে তানি কিং মেঽদৃষ্টং বিপশ্যতঃ॥ ৪॥

৩। অন্বয়ঃ হৃষীকেশঃ তম্ (অক্রূরম্) অপৃচ্ছৎ ভূমৌ বিয়তি (আকাশে) তোয়ে (জলে) বা তে (ত্বয়া) অদ্ভুতং দৃষ্টং কিং? [যতঃ] তথা ত্বাং লক্ষয়ামহে।

৪। অন্বয়ঃ শ্রীঅক্রূর উবাচ—ইহ ভূমৌ বিয়তি (আকাশে) বা জলে যাবন্তি অদ্ভুতানি [সন্তি] তানি [সর্বাণি এব] বিশ্বাত্মকে (বিশ্বস্বরূপভূতে) ত্বয়ি [সন্তি, অতঃ] বিপশ্যতঃ (বিপশ্যতা) মে (মম) কিম্ অদৃষ্টম্।

৩। মূলানুবাদঃ সর্বজ্ঞ হয়েও কৃষ্ণ অক্রূরকে জিজ্ঞাসা করলেন—হে অক্রূর এই তীর্থে ভূমি, আকাশ, বা জলের মধ্যে তোমার কি কিছু অদ্ভুত দর্শন হয়েছে। তোমার নয়ন-বিস্ফারতা প্রভৃতি লক্ষণে সেরূপই তো মনে হচ্ছে!

৪। মূলানুবাদঃ পূর্বে যা কিছু দেখান হল সে সব কিছুই কৃষ্ণের বৈভব, তিনিই আমাকে দেখালেন। এই সিদ্ধান্ত নিশ্চয় হলে শ্রীঅক্রূর ইহা প্রকাশ করে বলছেন—

এই ভূমি-আকাশ, বা জল মধ্যে যত কিছু অদ্ভুত বস্তু আছে, সে সব কিছুই সর্বরূপ আপনার মধ্যে আছে। কাজেই এই সম্মুখেই যে আপনাকে দেখছে, সেই আমার আর কোন্ বস্তু দেখতে বাকী আছে, কিছুই নেই।

৩। শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকাঃ হৃষীকেশঃ সর্বেন্দ্রিয়প্রবর্তকঃ সর্বজ্ঞোঽপীত্যর্থঃ। কৌতুকার্থমিতি ভাবঃ। ইহ তীর্থে' নন্বু কুতস্ত্বয়া জ্ঞাতম্? তত্রাহ—যথা দৃষ্টদ্ভুতত্ব প্রকারেন ত্বাং লক্ষয়ামহে, দৃষ্টি-বৈলক্ষণ্যাদিলক্ষনৈরবগচ্ছামঃ; তথা চ শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—'নূনং তে দৃষ্টমাশ্চর্যমক্রূর যমুনা-জলে। বিস্ময়োৎফুল্ল নয়নো ভবান্ সংলক্ষতে যতঃ॥' ইতি। বহুত্বং ন কেবলমহমেব, মেঽগ্রজচরণাশ্চেতি, তদপেক্ষয়া॥

৩। শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদঃ হৃষীকেশঃ—সর্ব ইন্দ্রিয় প্রবর্তক, এই শব্দের ধ্বনি—সর্বজ্ঞ হয়েও (জিজ্ঞাসা করলেন।) —কৌতুকের জন্য, এরূপ ভাব। ইহ—এই তীর্থে হে অক্রূর তোমার কি কিছু অদ্ভুত দর্শন হয়েছে? এর উত্তরে অক্রূর যদি প্রশ্ন উঠান আচ্ছা, কি করে বুঝলেন? এই আশঙ্কায় কৃষ্ণ বলছেন—দৃষ্টাদ্ভুতম্ ত্বাং লক্ষয়ামহে—তোমার

বিস্ফারিত নয়নাদি বিলক্ষণতা লক্ষণে বুঝতে পারছি। শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও এরূপই আছে, যথা—"হে অক্রুর, নিশ্চয়ই তুমি যমুনা জলে আশ্চর্য কিছু দেখেছ। তোমাকে বিস্ময়-উৎফুল্ল নয়ন লক্ষ্য করা যাচ্ছে—'লক্ষয়ামহে' এই যে বহুবচন ব্যবহার, তাতে বুঝা যাচ্ছে কৃষ্ণ বলছেন, কেবল যে আমিই লক্ষ্য করছি, তাই নয়, আমার অগ্রজচরণও লক্ষ্য করছেন। জী° ৩॥

৪। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** পূর্বং তদ্রূপং তদভেদেন জ্ঞাতবান্, ইদানীন্তু সদয়-তৎপ্রশ্ন-প্রভাবেন লব্ধবিশেষজ্ঞানস্তমেব তৎসর্ব্বদর্শকং তস্যাপি রূপস্য তদ্বৈভবত্বমেব বিচার্য্যাহ-অদ্ভুতানীতি। ভূম্যাদিষু যাবন্ত্যদ্ভুতানি সন্তি, তানি তাবন্তি ত্বয্যেবেহ সন্তি, ন তু ভূম্যাদিষু পৃথক্ সন্তি। তত্র হেতুঃ—বিশ্বাত্মকে বিশ্বস্য মূলরূপত্বাদ্‌বিশ্বেন কার্য্যেণ আশ্রিত আত্মা যস্য তাদৃশে। মধ্যপদলোপী বহুব্রীহিঃ। 'যস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্ব্বং বিজ্ঞাতং ভবতি' (শ্রীশাণ্ডি ২।২) ইতি শ্রুতেঃ। তস্মাদ্বিপশ্যত ইতি বিপশ্যতা মে ময়া ভূম্যাদিষু কিমদ্ভুতং দৃষ্টম? ন কিমপি, কিন্তু যৎ কিমপি দৃষ্টং, তৎ ত্বয্যেব দৃষ্টমিত্যর্থঃ স্বদ্রূপে দৃষ্ট এব তদ্দর্শনাদিতি ভাবঃ॥

৪। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** পূর্বে অক্রূর সেই অনন্তদেবের রূপ তদভেদে জেনেছিলেন, এখন কৃষ্ণের সদয় প্রশ্ন-প্রভাবে বিশেষ জ্ঞান লাভ করত কৃষ্ণকেই সেই সব কিছু দেখানোর কর্তা মনে করে সেই অনন্তদেবের রূপও যে কৃষ্ণের বৈভব, তা বিচারে নিশ্চয় করে বলছেন—অদ্ভুতানি ইতি। **ভূমৌইতি**—ভূমি-জলাদিতে যে সমস্ত অদ্ভুত দৃশ্য বর্তমান সে সব কিছু আপনার ভিতরে এখানেই বর্তমান, ভূমি আদিতে পৃথক্ ভাবে নেই। এ বিষয়ে হেতু—**বিশ্বাত্মকে ত্বয়ি ইতি**—বিশ্বের মূলরূপ হওয়া হেতু বিশ্বকার্যের সহিত আশ্রিত আত্মা যাঁর তাদৃশ [বলদেব—সর্বরূপ] আপনার ভিতরে সব কিছু বর্তমান।—"যিনি অবগত হলে সব কিছুর অবগতি হয়।"—(শ্রীশাণ্ডি ২/২) এরূপ শ্রুতি থাকা হেতু। —সুতরাং **বিপশ্যতঃ**—আপনাকে দেখতে থাকা আমার দ্বারা ভূমি আদিতে অদ্ভুত কি আর দেখবার আছে, কিছুই নেই। কিন্তু যা-ও কিছু দেখেছি, তা সব কিছুই আপনাতেই দেখা যাচ্ছে।—আপনার রূপেই ব্যক্ত হয়ে আছে সেই সব কিছু, এরূপ ভাব। জী° ৪॥

৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** অনেন কৃষ্ণনৈব তত্তৎসর্বং স্ববৈভবমেবাহং দর্শিত ইতি। তাদৃশ তৎপ্রশ্নাদেব নিশ্চিত্য সহর্ষবিবেকমাহ,—অদ্ভুতানি ভূম্যাদৌ যাবন্তি সন্তি তানি ত্বয্যেব সন্তি অতস্তং ত্বাং বিপশ্যতো মে কিমদ্ভুতদৃষ্টমপি তু সর্বমেব দৃষ্টমিত্যর্থঃ॥ ৪॥

৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** ৩৯ অধ্যায়ে (৪৪-৫৫) শ্লোকে যা যা দেখান হয়েছে, সেই সেই নিজ বৈভব সব কিছু কৃষ্ণই আমাকে দেখালেন। —অক্রূরের এরূপ সিদ্ধান্ত কৃষ্ণের তাদৃশ প্রশ্নে নিশ্চিত হল। তখন তিনি সহর্ষে তত্ত্বজ্ঞান বলছেন—**অদ্ভুতানীহ**—ভূমি-আদিতে যত কিছু অদ্ভুত আছে, তা সব কিছুই বিশ্বরূপী আপনার ভিতরে আছে, কাজেই আপনাকে সাক্ষাৎ দেখতে থাকা আমার কোন্ অদ্ভুত বস্তু দেখা বাকী থাকল, বস্তুত সব কিছুই দেখা হল। বি° ৪॥

যত্রাদ্ভুতানি সর্বাণি ভূমৌ বিয়তি বা জলে।
তৎ ত্বামনুপশ্যতো ব্রহ্মন্ কিং মে দৃষ্টমিহাদ্ভুতম্ ॥ ৫ ॥

৫। **অন্বয়ঃ** ব্রহ্মন্, যত্র (ত্বয়ি), সর্বাণি অদ্ভুতানি [সন্তি] তৎ ত্বা (ত্বাম্) অনুপশ্যতঃ (নিরন্তর ঈক্ষমানস্য) মে (মম) ইহ ভূমৌ বিয়তি (আকাশে) জলে বা কিং অদ্ভুতং দৃষ্টং।

৫। **মূলানুবাদঃ** আপনার মধ্যে দেখা যাওয়াতে বুঝা যাচ্ছে, সেই সব অদ্ভুত রূপ রচিত কিছু নয় – এই সম্মুখের আপনিই সেই রূপ, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—

হে ব্রহ্মন্! ভূমিতে আকাশে বা জলে যা আছে, তা অদ্ভুত হলেও আপনাতেও বিদ্যমান। এই আপনাকে নিরন্তর দেখতে থাকা আমার অন্য অদ্ভুত কি আর এই তীর্থে দৃষ্ট হতে পারে, এই সম্মুখের আপনিই ভূম্যাদিতে দৃষ্ট সেই অদ্ভুত রূপ কিন্তু এখানে এই রথে পূর্ব থেকেও অদ্ভুত লাগছে।

৫। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ** তদ্রূপেঽস্মিন্ দৃশ্যমানে তু তানি সর্ব্বাণ্যপ্যদ্ভুতায় ন কল্পন্তে, কিন্তু তদ্রূপমেবেদমিত্যাহ - যত্রেতি। ভূম্যাদিষু যান্যদ্ভুতান্যপি সর্ব্বাণি যত্র ত্বয়ি সন্তি, তৎ ত্বা ত্বামনুপশ্যত ইতি ভাগ্যতঃ সম্প্রতি নিরন্তরং পশ্যতা ময়া কিমন্যদদ্ভুতমিহ দৃষ্টম, কিন্ত্বিদমেব তদ্রূপং পূর্ব্বোতঽপ্যদ্ভুতং দৃশ্যত ইত্যর্থঃ। তত্র হেতুগর্ভং বিশিনষ্টি—ব্রহ্মেতি। 'অথ কস্মাদুচ্যতে ব্রহ্ম বৃংহতি বৃংহয়তি চ' ইত্যাদি শ্রুতৌ; 'বৃহত্ত্ব দ্বৃংহণত্বাচ্চ যদ্ব্রহ্ম পরমং বিদুঃ' ইতি; শ্রীবিষ্ণুপুরাণে চ 'ত্বয্যেব সর্ব্ববৃহত্তমত্বস্য দৃষ্টত্বাৎ', তত্রাপি 'যন্মর্ত্যলীলৌপয়িকম্' ইত্যাদৌ, 'বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ, পরং পদম্' (শ্রীভা ৩।২।১২) ইতি প্রসিদ্ধ্যা তদ্রূপস্যাস্য পরমতত্ত্বাদিতি ভাবঃ। ব্রহ্মন্নিতি পাঠে স এবার্থঃ। দৃষ্টমিবেতি পাঠে তু ইব শব্দস্তস্য দর্শনস্য ন্যূনত্বমেব বোধয়তীতি দিক্॥

৫। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ** আপনাকে এই রূপে দেখা যাওয়াতে বুঝতে হবে, সেই সব অদ্ভুত কিছু রচিত হয়নি, এই সম্মুখের আপনিই সেই রূপ, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, যত্র ইতি। ভূমি আদিত যা সব আছে, তা অদ্ভুত হলেও, সে সব কিছু **যত্র**—যে আপনাতে বিদ্যমান, **তৎ ত্বাম্**—সেই আপনাকে **অনুপশ্যত**—ভাগ্যবশে সম্প্রতি নিরন্তর দর্শন করতে থাকা আমার দ্বারা **কিং দৃষ্টমিহাদ্ভুতম্**—কি অন্য অদ্ভুত এই তীর্থে দৃষ্ট হতে পারে। সম্মুখের এই আপনিই ভূমি আদিতে দেখা সেই অদ্ভুত রূপ, কিন্তু দেখতে পূর্ব থেকেও অদ্ভুত লাগছে, এরূপ অর্থ। এ বিষয়ে হেতুগর্ভ বিশেষভাবে বলা হচ্ছে, **ব্রহ্ম ইতি**—ব্রহ্ম – যিনি নিজে সর্বাপেক্ষা 'বৃহৎ' এবং অপরকে 'বৃহৎ' করেন।—শ্রুতি। সর্বাপেক্ষা 'বৃহৎ' হওয়া হেতু এবং সর্ব বৃদ্ধিকারক হওয়া হেতু সেই তত্ত্বকে পরমব্রহ্ম বলে।—শ্রীবিষ্ণুপুরাণ। "কৃষ্ণ এই জগতে নিজের যোগমায়া বলে নিজ শ্রীমূর্তি প্রকাশ করেছেন। এই মূর্তি মর্তলীলার উপযোগী। এই মূর্তি এত মনোহর যে, তাতে কৃষ্ণের নিজেরও বিস্ময় জাত হয় ইহা সৌভাগ্যাতিশয়ের পরাকাষ্ঠা এবং সমস্ত ভূষণের ভূষণস্বরূপ।" —(শ্রীভা° ৩।২।১২)।

ইত্যুক্ত্বা চোদয়ামাস স্যন্দনং গান্দিনীসুতঃ।
মথুরামনয়দ্রামং কৃষ্ণঞ্চৈব দিনাত্যয়ে ॥ ৬ ॥

৬। অন্বয়ঃ গন্দিনীসুতঃ (অক্রূরঃ) ইতি উক্ত্বা সান্দনং (রথং) চোদয়ামাস (চালয়ামাস) [অথ] দিনাত্যয়ে (দিবাবসানকালে) রামং কৃষ্ণং চ এব মথুরাং অনয়ৎ (প্রাপয়ামাস)।

৬। মূলানুবাদঃ শ্রীঅক্রূর মহাশয় এরূপ বলবার পর রথ চালিয়ে দিলেন, এবং অপরাহ্নে রামকৃষ্ণকে মথুরায় এনে পৌঁছে দিলেন।

এই সব প্রমাণে আপনার এই রূপ প্রসিদ্ধ পরমতত্ত্ব। ব্রহ্ম পাঠে একই অর্থ। পাঠ দু প্রকার 'দৃষ্টমিহ' এবং 'দৃষ্টমিব' – দৃষ্টমিব পাঠে কিন্তু 'ইব' শব্দে সেই দর্শণের ন্যূনতাই বোঝান হয়েছে। জী° ৫ ॥

৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ কিঞ্চ, ত্বদ্রূপেঽস্মিন্ দৃশ্যমানে সম্প্রতি তু তানি সর্বাণ্যদ্ভুতত্বায় ন কল্প্যন্তে, কিন্তু তদ্রূপমেবেদমিত্যাহ,—যত্র ত্বয়ি সর্বাণ্যদ্ভুতানি তং ত্বাং অনুপশ্যতো নিরন্তরমীক্ষমাণস্য মমান্যত্র ভূম্যাদৌ কিমদ্ভুতং তদ্দৃষ্টমপি তু ন কিমপি কিন্ত্বিদমেব ত্বদ্রূপং সর্বতোঽপ্যদ্ভুতং দৃশ্যতে ইতি জলে সঙ্কর্ষণনারায়ণপার্ষদাদ্বিতং যদ্বৈকুণ্ঠস্থলমদ্ভুতং দৃষ্টং ততোঽপি পরঃ সহস্রাণ্যদ্ভুতানি ত্বদ্রূপেঽস্মিন্ বর্তন্ত ইতি প্রত্যেমীত্যর্থঃ। হে ব্রহ্মন্, ব্রহ্ম চেতি পাঠদ্বয়ম্। ত্বং মহামহেশ্বরঃ সাক্ষাৎ পরব্রহ্মৈবাসি ত্বয়ি ভ্রাতুষ্পুত্রত্বজ্ঞানরূপং মন্মৌঢ্যং সম্প্রতি ত্বৎকৃপয়া নিঃশেষেণৈবাপক্ষীর্ণমিতি ভাবঃ ॥ ৫ ॥

৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ আরও, আপনার এই রূপে সব কিছু দৃশ্যমান হলেও সেই সব কিছু অদ্ভুতে পরিণত হয় না, কিন্তু আপনারূপই এই দৃশ্যমান সব কিছু। যত্র —যে আপনাতেই সব কিছু অদ্ভুত বিদ্যমান, সেই আপনাকে **অনুপশ্যতো** – নিরন্তর দেখতে থাকা আমার অন্যত্র ভূমি-আদিতে কিং অদ্ভুতম্, কি এমন আছে, যা অদ্ভুত লাগবে। অদ্ভুত লাগলেও, সামান্য লাগবে। কিন্তু এই সম্মুখের আপনার রূপ নিখিল বিশ্বের সব কিছু থেকে অদ্ভুত বলে নয়ণে প্রতিভাত হচ্ছে। জলে সঙ্কর্ষণ নারায়ণ-পার্ষদগণ অধ্যুষিত যে বৈকুণ্ঠস্থল রূপ অদ্ভুত দৃষ্ট হল, তার থেকেও পরঃসহস্র অদ্ভুত দৃশ্য আপনার এই বিগ্রহে রয়েছে বলে প্রতীয়মাণ হচ্ছে আমার নয়ণে। হে ব্রহ্মন্ [ব্রহ্ম, এরূপ পাঠ ভেদও আছে] আপনি মহামহেশ্বর সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম—আপনাতে ভ্রাতুষ্পুত্র জ্ঞানরূপ আমার মূঢ়তা সম্প্রতি আপনার কৃপায় নিঃশেষে দূর হল এরূপভাব ॥ বি° ৫ ॥

৬। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ অনয়দিত্যনেন শ্রীযুনীন্দ্রস্য গোকুলজনত্বাভিমানো বোধ্যতে। দিনাত্যয়েঽস্ত্যযামে তথাপরাহ্ণ ইতি বক্ষ্যমাণাৎ, বক্ষ্যমাণবহুললীলাকালসমাবেশাচ্চ। 'তয়োর্বিচরতোঃ স্বৈরমাদিত্যোস্তমুপেয়িবান্'ইতি চ বক্ষ্যতে; তথোক্তং শ্রীপরাশরেণ—'সংপ্রাপ্তশ্চাপি সায়াহ্নে সোঽক্রূরো মথুরাপুরীম্' ইতি। অত্রান্তিম-দশদণ্ডাত্মকাপরাহ্ণস্যান্তিম-ষড়্দণ্ডাত্মক-সায়াহ্নস্য চ প্রায়িকত্বাত্তন্মধ্যবর্ত্তিচতুর্থ-

মার্গে গ্রামজনা রাজংস্তত্র তত্রোপসঙ্গতাঃ।
বসুদেবসুতৌ বীক্ষ্য প্রীতা দৃষ্টিং ন চাদদুঃ ॥ ৭ ॥

৭। অন্বয়ঃ হে রাজন্! তত্রতত্র মার্গে উপসঙ্গতাঃ (সমীপমাগতাঃ) গ্রামজনাঃ বসুদেবসুতৌ বীক্ষ্য প্রীতাঃ দৃষ্টিং ন আদদুঃচ (তয়োঃ দর্শণাৎ নেত্রং প্রত্যাহর্তুং ন সমর্থাঃ বভূবুঃ)

৭, মূলানুবাদঃ পথের ভ্রামীণ লোকদের দর্শণানন্দ দানের জন্য ধীরে ধীরে চললেন, যাতে তাঁরা রামকৃষ্ণমিলনের অবসর পায়, তাই অপরাহ্ন হয়ে গেল, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—

হে রাজন্! পথে গ্রামীন লোকেরা নিকটবর্তী হয়ে রামকৃষ্ণকে দর্শন করে এতটা আনন্দ-বিহ্বল হলেন যে, চক্ষু ফেরাতে পারলেন না, পটে আঁকা ছবির মতো দাঁড়িয়ে রইলেন।

প্রহরত্বমেবোভয়সমঞ্জসমিতি; যদুক্তং বৈশম্পায়নেন—'বিবিশুস্তে পুরীং রম্যাং কালে রক্তদিবাকরঃ' ইতি সায়াহ্নস্যৈকদেশচিহ্নং মন্তব্যম্। অক্রূরতীর্থাদতিনিকটবর্ত্তিপুরোপবনস্য দিনাত্যয়ে প্রাপ্তিঃ, অক্রূরস্য তদশ্চর্য্যদর্শনাদিনা চিরং বিলম্বনাৎ ॥

৬। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ অনয়ৎইতি - মথুরা প্রাপ্তি করালেন অর্থাৎ মথুরায় নিয়ে পৌছালেন—এইরূপে 'অনয়ৎ' শব্দ প্রয়োগে শ্রীমুনীন্দ্রের গোকুলজন বলে অভিমান বুঝা যাচ্ছে, মথুরা-জন অভিমান থাকলে বলতেন, মথুরায় নিয়ে এলেন। দিনত্যয়ে—দিনের শেষ প্রহরে, এরূপ অর্থ করা হল ১৯ শ্লোকে অথ 'অপরাহ্নে' উক্তি থাকা হেতু, এবং পরে বক্তব্য বহু লীলার কাল সমাবেশ হেতু (যথা রজকবধাদি, যা অপরাহ্নেই হয়েছিল)। আরও ৪২ অধ্যায়ে ২৩ শ্লোকেও বলা আছে, "রামকৃষ্ণ যখন শহরে যথেচ্ছ ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, তখন সূর্য অস্তমিত হল"। শ্রীপরাশরও সেইরূপই বলেছেন, (যথা—"সায়াহ্নে সেই অক্রূর মথুরাপুরী পৌছে গেলেন।" [সায়াহ্ন = দিনের শেষ পঞ্চমাংশ] এখানে শেষ দশ দণ্ডাত্মক অপরাহ্নের শেষ ছয় দণ্ডাত্মক সায়াহ্নের আন্দাজ হেতু তন্মধ্যবর্তি চতুর্থ প্রহর নির্ণয়ে উভয়ের সামঞ্জস্য হয়। —যা শ্রীবৈশম্পায়ন বলেছেন "সূর্যদেব রক্তবর্ণ ধারণ করলে তাঁরা মনোজ্ঞ মথুরাপুরীতে প্রবেশ করলেন।" —'সূর্যের রক্তবর্ণ ধারণ' সায়াহ্নের একদেশের চিহ্ন বলে মনে করতে হবে। অক্রূর তীর্থ থেকে অতি নিকটবর্তী মধুরাপুরোপাবনে পৌঁছালেন দিনের শেষ প্রহরে - অক্রূরের সেই অদ্ভুত দর্শনাদিতে বহু সময় বিলম্ব হওয়া হেতু। জী° ৬॥

৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ গান্দিনীসুতোঽক্রূরঃ।

৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ গান্দিনীসুত—অক্রূর।

৭। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ কিঞ্চ, পথি লোকানাং প্রীত্যর্থম্। শনৈরাগমনাদপীত্যাশয়েনাহ—মার্গ ইতি। গ্রামাণাং জনা ইতি মূঢ়ত্বং সূচিতম্, তথাপি প্রীতা ইতি বস্তুস্বভাবো দর্শিতঃ। হে রাজন্নিতি। তত্ত্বয়া বুধ্যতে এবেতি ভাবঃ। যদ্বা, গ্রামে জনানামপি তাদৃশ-প্রীতি-স্মরণাৎ প্রেমাত্মুদয়েন শোচন্ সম্বোধয়তি ॥

তাবদ্‌ব্রজৌকসস্তত্র নন্দগোপাদয়োঽগ্রতঃ।
পুরোপবনমাসাদ্য প্রতীক্ষন্তোঽবতস্থিরে ॥ ৮ ॥

৮। **অন্বয়ঃ** তাবৎ নন্দগোপাদয়ঃ ব্রজৌকসঃ (ব্রজবাসিনঃ) অগ্রতঃ (অগ্রে এব) পুরোপবনং আসাদ্য (প্রাপ্য) প্রতীক্ষন্তঃ (শ্রীকৃষ্ণাগমনং প্রতীক্ষমানাঃ সন্তঃ) **অবতস্থিরে**—(বর্ত্ম নিরীক্ষমাণা ঊর্দ্ধাবস্থিত্যা অবর্ত্তন্ত)

৮। **মূলানুবাদঃ** রামকৃষ্ণের রথ আসার পূর্বেই নন্দাদি ব্রজবাসী (গোপীগণ) মথুরার উপবনে পৌঁছে উদ্বিগ্নমনা হয়ে উঁচু একস্থানে দাঁড়িয়ে পথের দিকে তাঁকিয়ে রামকৃষ্ণের জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

৭। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ** আরও পথে লোকেদের আনন্দদানের জন্য ধীরে ধীরে চলা, যাতে গ্রামীণ লোকেরা তাঁদের নিকটে এসে মিলিত হওয়ার অবসর পায়—এই আশয়ে বলা হচ্ছে, মার্গে ইতি। 'গ্রামীণ জন' এই বাক্যে তাদের মূঢ়ত্ব সূচিত হল, মূঢ় হলেও প্রীতা -প্রীত হয়ে দৃষ্টি ফেরাতে পারলেন না, এতে বস্তু স্বভাব দেখান হল। হে রাজন্—এই সম্বোধনের ধ্বনি, এই বস্তু-স্বভাব আপনার তো জানাই আছে। অথবা, গ্রামীণ লোকেদেরও তাদৃশ প্রীতি স্মরণ হেতু প্রেমার্তি উদয়ে চিত্তবৈকল্য হেতু রাজাকে সম্বোধন করলেন। । জী° ৭ ॥

৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** নাদদুঃ পশ্যন্ত এব নিষ্পন্দা বভূবুরিত্যর্থঃ ॥

৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** দৃষ্টিং আদদু—[দৃষ্টি ফিরাতে পারলেন না], অর্থাৎ দেখতে দেখতে নিষ্পন্দই হয়ে গেলেন। [চিত্রলিখিতের মত দাঁড়িয়ে রইলেন] ॥ বি° ৭ ॥

৮। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ** যাবত্তে আয়ান্তি, তাবৎ প্রতীক্ষমাণা অবতস্থিরে, 'অনিষ্টাশঙ্কীনি বন্ধুহৃদয়ানি' ইতি ন্যায়েন বর্ত্ম নিরীক্ষমাণা ঊর্দ্ধাবস্থিত্যা অবর্ত্তন্ত, ন তূপবিষ্টা ইত্যর্থঃ। পূর্বং রথশৈঘ্র্যেণানুগন্তুমশক্তাস্তে স্ববর্ত্মাগ্রে রথচিহ্নমদৃষ্ট্বাপি বক্রবর্ত্মান্তরে তচ্চিহ্নাৎ। তেনাসৌ গত ইত্যাশঙ্কমানাঃ শীঘ্রতন্মিলনায় ঋজুবর্ত্মনা চলন্ত এবাসন্, সম্প্রতি ত্বেকীভূতবর্ত্মনি পুরসমীপেঽপি তদদৃষ্ট্বা পরমোৎকণ্ঠয়া পশ্চাদেব নিরীক্ষমাণাস্তস্থুরিতি জ্ঞেয়ম্ ॥

৮। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ** যতক্ষণ তারা না আসে, ততক্ষণ নন্দাদি সকলে প্রতীক্ষা করে **অবতস্থিরে**—"বন্ধু হৃদয়ে অনিষ্ট-আশঙ্কা সময় সময় লেগে থাকে" এই ন্যায়ে উঁচু একস্থানে দাঁড়িয়ে পথের দিকে তাকিয়ে রইলেন। পূর্বে রথ দ্রুত চলায় তার পিছে পিছে চলতে অসমর্থ তারা নিজ পথের সামনে রথের চিহ্ন না দেখলেও মোর নিয়ে বেরিয়ে যাওয়া অন্য একটি পথে রথের চাকার দাগ দেখে—অহো। এই পথেই তাঁরা গিয়েছে, এরূপ আশঙ্কা করে শীঘ্র তাঁদের মিলন ইচ্ছায় সোজা পথেই চলতে চলতে যেখানে সেই অন্য পথটি এসে পুনরায় এ পথে মিলে গিয়েছে, তা

তান্ সমেত্যাহ ভগবানক্রূরং জগদীশ্বরঃ।
গৃহীত্বা পাণিনা পাণিং প্রশ্রিতং প্রহসন্নিব ॥ ৯ ॥

৯। **অন্বয়** ঃ ভগবান্ জগদীশ্বরঃ তান্ (নন্দগোপাদীন্) সমেত্য (তৈঃ সহ) সঙ্গত্য) পাণিনা (অক্রূরস্য) পাণিং গৃহীত্বা প্রহসান্ ইব প্রশ্রিতং (বিনীতং) অক্রূরং আহ।

৯। **মূলানুবাদ** ঃ জগতের ঈশ্বর হয়েও ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ নিজ হাতে অক্রূরের হাত ধরে হাসি হাসির মতো মুখ করে বিনীত ভাবে বলতে লাগলেন।

পুরীর নিকটে হলেও তাঁদের দেখা মিলল না, তখন পরম উৎকণ্ঠায় পিছনের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন তাঁদের প্রতীক্ষা করে, বসলেন না, এরূপ বুঝতে হবে। ॥ জী° ৮ ॥

৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ প্রতীক্ষন্তঃ রামকৃষ্ণৌ প্রতীক্ষমাণাঃ স্থিতা ইতি পূর্বং রথশৈঘ্র্যেণানুগন্তুমসমর্থৈ রথ বর্ত্ম পরিত্যজ্য ঋজুমার্গেণৈব তৈরগ্রে গমনাদক্রূরনিমজ্জননিবন্ধনবিলম্বাচ্চেতি ভাবঃ ॥

৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ **প্রতীক্ষন্তঃ**—রামকৃষ্ণের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলেন। এর কারণ, পূর্বে রথের তীব্র গতি হেতু রথের পিছনে পিছনে যেতে অসমর্থ নন্দাদিগোপগণ রথের পথ ত্যাগ করে সোজাপথে তাদের আগে পৌঁছে গেলেন, আরও এক কারণ, অক্রূরের যমুনা স্নানাদিতে বিলম্ব। ॥ বি° ৮ ॥

৯। **শ্রীজীব° বৈ০ তো° টীকা** ঃ জগদীশ্বরোঽপি নিজপাণিনা তৎপাণিং গৃহীত্বা, যতো ভগবান্ ভক্তবাৎসল্যাদ্যশেষগুণ-প্রকটনপর ইত্যর্থঃ। প্রহসন্নিবেত্যবঞ্চনাং সূচয়িতুমিতি ভাবঃ ॥

৯। **শ্রীজীব বৈ° তো০ টীকানুবাদ** ঃ **জগদীশ্বর**—জগতের ঈশ্বর হয়েও **পাণিনাপাণি**—নিজ হাতে অক্রূরের হাত ধরে বলতে লাগলেন, কারণ তিনি যে **ভগবান্**—ভক্তবাৎসল্যাদি অশেষগুণ প্রকটনপর। **প্রহসন্নিব**—যেন হাসতে হাসতে, এই 'ইব' অর্থাৎ 'যেন' শব্দটি অবঞ্চনাসূচক [শ্রীসনাতন **ইব ইতি**—হাসির মতো তত্ত্বতঃ প্রকৃষ্ট হাসির অভাব, কারণ শ্রীব্রজগোপীদের বিরহে অন্তর জ্বলছে তখন]।

৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ প্রশ্রিতং বিনীতম্। প্রহসন্নিবেতি তদানন্দনার্থমেব নতু বস্তুতঃ। প্রহসন্ মথুরানগরদর্শনেন ব্রজনগরত্যাগস্মৃত্যান্তর্বিষাদোদয়াৎ ॥ ৯ ॥

৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ **প্রশ্রিতং**—বিনীত। **প্রহসন্নিব ইতি**—অক্রূরের আনন্দনের জন্যই হাসি, বস্তুতপক্ষে নয়, কারণ মথুরানগর দর্শনে ব্রজনগর-ত্যাগ-স্মৃতিতে অত্যন্ত বিষাদের উদয়। ॥ বি° ৯ ॥

ভবান্ প্রবিশতামগ্রে সহযানঃ পুরং গৃহম্ ।
বয়ং ত্বিহাবমুচ্যাথ তাত দ্রক্ষ্যামহে পুরীম্ ॥ ১০ ॥

শ্রীঅক্রূর উবাচ

নাহং ভবদ্ভ্যাং রহিতঃ প্রবেক্ষ্যে মথুরাং প্রভো ।
ত্যক্তুং নার্হসি মাং নাথ ভক্তং তে ভক্তবৎসল ॥ ১১ ॥

১০ । **অন্বয়ঃ** [হে] তাত ! ভবান্ সহযানঃ পুরীং গৃহং অগ্রে প্রবিশতাং, বয়ন্তু ইহ (উপবনে) অবমুচ্য (উত্তার্য বিশ্রাম্য) অথ (অনন্তরং) পুরীং দ্রক্ষ্যামহে (অবলোকয়িষ্যামঃ) ।

১১ । **অন্বয়ঃ** শ্রীঅক্রূরঃ উবাচ—[হে] প্রভো ! অহং ভবদ্ভ্যাং রহিতঃ মথুরাং ন প্রবেক্ষ্যে (প্রবিষ্টো ভবিষ্যামি) [হে] ভক্তবৎসল, [হে] নাথ, তে (তব) ভক্তং মাং ত্যক্তুং ন অর্হসি ।

১০ । **মূলানুবাদঃ** হে অক্রূর ! তুমি রথ নিয়ে আগে পুরীমধ্যে নিজ গৃহে প্রবেশ কর গিয়ে। আমরা এখানে ক্ষণকাল বিশ্রাম করে তবে এই নগর দর্শন করব ।

১১ । **মূলানুবাদঃ** শ্রীঅক্রূর মহাশয় পরম আর্তিতে বহু প্রকার সম্বোধন করে প্রার্থনা জানাচ্ছেন—

হে প্রভো ! আমি আপনাদের দুজনকে ছেড়ে মথুরা পুরীতে প্রবেশ করতে পারব না । হে ভক্তবৎসল ! হে নাথ ! আপনার ভক্ত আমাকে ক্ষণকালও ত্যাগ করা আপনার পক্ষে সমীচীন হবে না ।

---

১০ । **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ** অথ ত্বৎপ্রবেশানন্তরমেব পুরীং দ্রক্ষ্যামঃ, হে তাতেতি তৎসন্তোষার্থমাদরোক্তিঃ ; এবমেব মোচনং পুরীদর্শনঞ্চ কার্য্যমস্মাকমস্তীতি বিলম্বাৎ সহৈব গমনং ন সম্ভবেদিতি ব্যঞ্জিতং, তচ্চাসঙ্কোচেন তদ্দর্শনার্থম্ ॥

১০ । **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ** কৃষ্ণ বললেন, **অথ**-আপনি নিজ ঘরে পৌছে যাওয়ার পরই আমি এই শহর দর্শন করব । **হে তাত**—অক্রূরের সন্তোষের জন্য আদর উক্তি । এইরূপেই পিতৃব্যকে বিদায় দিয়ে বিশ্রাম করত তৎপর পুরী দর্শনকার্য আমাদের করার আছে । —বিশ্রামে বিলম্ব হেতু পিতৃব্যের সঙ্গে গমন সম্ভব নয় এরূপ ব্যঞ্জিত হল—আরও ব্যঞ্জনা, লোকব্যবহারে পিতৃব্য সঙ্গে থাকলে সচ্ছন্দবিহার উচিত নয় । ॥ জী° ১০ ॥

১০ । **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** গৃহং স্ব-বাসঞ্চ অবমুচ্য বিশ্রাম্য ॥ ১০ ॥

১০ । **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** গৃহং—নিজের বাড়ীতে। অবমুচ্য—বিশ্রাম করবার পর। ॥ বি° ১০ ॥

১১ । **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ** পরমার্ত্ত্যা বহুধা সম্বোধয়ন্ প্রার্থয়তে—প্রভো ইত্যাদিনা। তত্র নাহমিত্যাদৌ হেতুঃ—হে প্রভো সর্ব্বোপরি প্রভবনশীলত্বেন সর্ব্বাশ্রয়। নম্বু তথাপি মদাজ্ঞয়া প্রবিশত, তত্রাহ—ত্যক্তুমিতি। তত্র হেতুঃ—নাথ ইতি, নাথয়তি যাচয়তি দদাতি সর্ব্বেভ্যঃ সর্ব্বান্ কামানিতি হে তথাভূত। ননূদাসীনস্ত্যজ্যত এবেতি চেত্তত্রাহ—তে তব ভক্তমনন্যগতিমিত্যর্থঃ।

আগচ্ছ যাম গেহান্ নঃ সনাথান্ কুর্ব্বধোক্ষজ।
সহাগ্রজঃ সগোপালৈঃ সুহৃদ্ভিশ্চ সুহৃত্তম ॥ ১২ ॥

১২। **অন্বয়** ঃ [হে] অধোক্ষজ! (হে প্রাকৃত ইন্দ্রিয়জ্ঞানাগোচর!) [হে] সুহৃত্তম সহাগ্রজঃ সগোপালৈঃ (শকটবলীবর্দ্দরক্ষকৈরপিসহইতি) সুহৃদ্ভিঃ (পিত্রাদিভিঃ সহ) আগচ্ছ, গেহান্ যাম (গমিষ্যামঃ), ন (অস্মান্) স নাথান্ (সেশ্বরান্) কুরু।

১২। **মূলানুবাদ** ঃ হে অধোক্ষজ। এই ব্রজবাসিগণে পরিবৃত হয়ে আমরা সকলে প্রথমে মথুরার ঘরে ঘরে যাব বিনা কংসালয়ে। হে সুহৃদ্বর! সাগ্রজ গোপবালকে পরিবৃত, পিতাদির সহিত মিলিত আপনি এই মথুরাবাসী আমাদের নাথবান্ করুন।

নন্থ স ত্বং কদাপি ন ত্যাজ্য এব, কিন্তু স্বচ্ছন্দেন পুরীবিহারার্থমিমমল্পকালং স্বগৃহং প্রস্থাপ্যসে, তত্রাহ—হে ভক্তবৎসল ইতি, ক্ষণমপি ভক্তত্যাগো ন তব যুক্ত ইতি ভাবঃ॥ ॥ জী° ১১ ॥

১১। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ** ঃ পরম আর্তিতে বহুপ্রকারে সম্বোধন করে প্রার্থনা করছেন অক্রূর—'প্রভো' ইত্যাদি দ্বারা। **নাহং ইতি**—আপনাদের ছেড়ে একলা আমি সহরে প্রবেশ করতে পারব না, ইত্যাদি বিষয়ে হেতু— **হে প্রভো**—আপনি সর্বোপরি প্রভাব বিস্তার করত বিরাজমান থাকায় সর্বাশ্রয়। আশ্রয় ছেড়ে কি যাওয়া যায়? বেশ তো, তথাপি আমার আজ্ঞায় প্রবেশ কর, এরূপ পূর্বপক্ষের আশঙ্কায় বললেন **ত্যক্তুং ইতি**—ছেড়ে যাওয়ার সামর্থ্য নেই, এ বিষয়ে হেতু **নাথ ইতি**—[নাথ=নাথয়তি, যাচয়তি, দদাতি] আপনি সকলের সকল কামনা দান করে থাকেন। হে নাথ! আপনি আমার ইচ্ছা পূরণ করুণ। যদি কথা উঠে উদাসীন জন তো ত্যজ্যই, তারই উত্তরে **তে ভক্তং**—আমি আপনার ভক্ত অর্থাৎ অনন্য গতি (চাতক কখনও-ই মেঘ ছাড়া অন্যত্র যায় না)। আচ্ছা, ভক্ত আপনি কখনও-ই ত্যাজ্য নাই বা হলেন, কিন্তু সচ্ছন্দে নগর-বিহারের জন্য এই অল্পকাল স্বগৃহে পাঠান হচ্ছে, এরই উত্তরে **হে ভক্তবৎসল**—ক্ষণকালও ভক্তত্যাগ আপনার পক্ষে সমীচীন নয়, এরূপ ভাব। ॥ জী° ১১ ॥

১২। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** : তর্হি কিং কার্য্যম? তত্রাহ—আগচ্ছেতি। নন্বস্মদাগমন-বিজ্ঞাপনায় ত্বং কংসং যাস্যসি, ইত্যাশঙ্ক্য তদৈশ্বর্য্যানুভবেন কংসান্নির্ভয়তয়া নেত্যাহ—যামেতি। অহং যুয়ঞ্চ সর্ব্ব এব প্রথমতো গৃহানেব গমিষ্যামঃ, তথাপি সম্মতিমনালক্ষ্য সদৈন্যং প্রার্থয়তে- নোঽস্মান্ সনাথান্ কুরু, বহুত্বং নিজবন্ধুবর্গাপেক্ষয়া। হে অধোক্ষজ ইন্দ্রিয়জ্ঞানাগোচর ইত্যেবম্ভূতস্য তব সাক্ষাদ্গমনেনৈব সনাথত্বং সিধ্যতীতি ভাবঃ। যদ্বা, নোঽস্মৎসম্বন্ধিনো গেহান্ যাম, তানেব সনাথান্ কুরু। দাসস্য তেষু স্বামিত্বাভাবাৎ ত্বদ্গমনেনৈব সনাথত্বসিদ্ধেরিতি ভাবঃ। অতএব নৈকাকী চাগচ্ছেরিত্যাহ—সহেতি। তৈর্ব্যাখ্যাতম্। তত্র ছান্দসত্বাদ্বিপর্য্যয়েণ পাঠ ইতি ভাবঃ। যদ্বা, সুহৃদ্ভিঃ পিত্রাদিভিঃ। তৈশ্চ কীদৃশৈঃ? সগোপালৈঃ শাকট-বলীবর্দ্দরক্ষকৈরপি সহ; সাকল্যেঽব্যয়ীভাবঃ। তৃতীয়াসপ্তম্যোর্বহুলনিত্যাদেশবিকল্পঃ।

নন্থ সত্য এব কথং ঘটতাম্? তত্রাহ—সুহৃদ নিরুপাধিকৃপাকরঃ সাধুঃ, সুহৃত্তরস্তদ্ভক্তঃ সাধুঃ, সুহৃত্তমস্ত্বং ভগবানিতি। তথাভূত ত্বন্মাহাত্ম্যেন ঘটতে, ন তু মদেযাগ্যতয়েত্যর্থঃ॥

১২। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ** তা হলে আমার কর্তব্য কি? কৃষ্ণের এরূপ প্রশ্নের আশঙ্কায় অক্রূরের উক্তি, 'আগচ্ছ ইতি' শ্লোক। **আগচ্ছ**—আসুন, **যাম গেহান্**—আমাদের আগমন জানাবার জন্য আপনি কংসের নিকট যান, কৃষ্ণের এরূপ কথার আশঙ্কায় অক্রূরের উক্তি, যমুনায় আপনার সেই ঐশ্বর্য-অনুভব হেতু কংস সম্বন্ধে নির্ভয় হওয়ায় আমি প্রথমে তাঁর কাছে যাব না, 'যাম' আমি এবং আপনারা সকলেই প্রথমে আমাদের ঘরে ঘরেই যাব। এই কথাতেও কৃষ্ণের অসম্মতি লক্ষ্য করে অক্রূর সদৈন্যে প্রার্থনা করছেন— **ন সনাথান্ কুরু**—'নঃ' আমাদিকে সনাথ করুন—এখানে বহুবচনে 'নঃ' প্রয়োগ অক্রূরের নিজের বন্ধুবর্গের অপেক্ষায় অর্থাৎ সবান্ধব আমাকে 'সনাথ' করুন। হে **অধ্রোক্ষজ**—আপনি ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের অগোচর, তাই আপনার সাক্ষাৎ গমনেই 'সনাথত্ব' সিদ্ধ হতে পারে এরূপ ভাব। অথবা নঃ—আমার সম্পর্কীয় জনদের ঘরে ঘরেই যাব। তাদিকেও সনাথ করুন। আপনার এই দাস অক্রূরের নিজ মাথুর জনদের ভিতরে আপনার প্রতি স্বামী-ভাবের অভাব থাকায় তাদের ঘরে ঘরে যেতে বলছি, আপনি তাদের ঘরে গেলেই আপনার প্রতি তাঁদের চিত্তে এই স্বামীভাব জাত হবে, তাদের 'সনাথত্ব' সিদ্ধি হবে, এরূপ ভাব। তবে আপনি একাকী আসবেন না, এই আশয়ে বলছেন, **সহ ইতি**—[শ্রীস্বামিপাদ—সাগ্রজ রাখালদের সহিত]।

অথবা, **সুহৃদ্ভিঃ**—পিতা-পিতৃব্য প্রভৃতি সকলের সহিত, এঁরাও কিরূপ সজ্জিত হয়ে আসবে? **স গোপালৈঃ**—শকট, বলদ ও সখা রাখালদের সহিত। তাড়াতাড়িতে কি করে এ হবে? এরই উত্তরে, [হে] **সুহৃত্তম**! —সর্বৈশ্বর্যশালী ভগবান্, আপনি 'সুহৃত্তম' সর্বশ্রেষ্ঠ সাধু, তথাভূত আপনার সামর্থ্যেই এ হয়ে যাবে। আমার যোগ্যতায় হবার নয়। ॥ জী০ ১২ ॥

১২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** যাহম এতে ত্বঞ্চাহঞ্চাস্মাকং গেহান্ যাম ইতি কংসং সমাবেদয়িতুং তৎসমীপং প্রথমং ন যাস্যামি শ্বো মরিষ্যন্ স মে কিং কর্তুং শক্নুয়াৎ। নাহং তস্মাৎ কিঞ্চিদপি বিভেমি ত্বদৈশ্বর্যস্য দৃষ্টত্বাদিতি ভাবঃ। নচ মদ্গৃহে কস্যাপি বস্তুনঃ সঙ্কোচস্তস্মাৎ সর্বেঽপি যূয়ং গচ্ছতেত্যাহ,—সহাগ্রজ ইতি ॥ ১২ ॥

১২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** যাম—এই ব্রজবাসিগণ, আপনি এবং আমি আমাদের **গেহান্**—প্রতি গৃহে গৃহে যাব। কংসের কাছে আপনাদের সম্বন্ধে খবর দেওয়ার জন্য তার কাছে প্রথমে যাব না—পরশু মরে যাবে যে, সে আমার করবেটা কি? —তাকে আমি লব মাত্রও ভয় করি না, কারণ যমুনায় তোমার ঐশ্বর্য আমি দেখেছি, এরূপ ভাব। আর আমার ঘরে কোন 'বস্তুরই' অকুলান নেই, সুতরাং আপনারা সকলেই চলুন, এই আশয়ে বলা হচ্ছে- সহাগ্রজ ইতি। ॥ বি০ ৪১ ॥

পুনীহি পাদরজসা গৃহান্ নো গৃহমেধিনাম্ ।
যচ্ছৌচেনানুতৃপ্যন্তি পিতরঃ সাগ্নয়ঃ সুরাঃ ॥ ১৩ ॥
অবনিজ্যাঙ্ঘ্রিযুগলমাসীৎ শ্লোক্যো বলির্ম্মহান্ ।
ঐশ্বর্যমতুলং লেভে গতিঞ্চৈকান্তিনাস্তু যা ॥ ১৪ ॥

১৩। **অন্বয়** ঃ হে ভগবন্, যচ্ছৌচেন (যস্য পাদরজসঃ ক্ষালনোদকেন) [অস্মাকম্] পিতরঃ (পিতৃলোকাঃ তথা) সাগ্নয়ঃ (অগ্নিসহিতাঃ) সুরাঃ (দেবাঃ) তৃপ্যন্তি (তেন) পাদরজসা গৃহমেধিনাং নঃ (অস্মাকম্) গৃহান্ পুনীহি।

১৪। **অন্বয়** ঃ মহান্ বলিঃ অঙ্ঘ্রিযুগলং (ভবতঃ পাদপদ্মদ্বয়ম্) অবনিজ্য প্রক্ষাল্য শ্লোক্যঃ (পুণ্যকীর্তিমৎসু শ্রেষ্ঠঃ) আসীৎ। অতুলং ঐশ্বর্যং [অপিচ] ঐকান্তিনাং তু যা গতিঃ চ [বর্ততে তাঞ্চ] লেভে (প্রাপ)।

১৩। **মূলানুবাদ** : ওহে অক্রূর, জন্মদাতা পঞ্চ পিতা-অগ্নি দেবতাদির সর্বদা পূজাদি দ্বারাই তো তোমাদের গৃহ সকল উজ্জ্বল হয়ে আছে, এরই উত্তরে বলা হচ্ছে—

অহো যে পদরজ-প্রক্ষালন-জল গৃহাঙ্গনে পড়লে, মস্তকে ধারণে আমাদের পিতৃপুরুষ ও অগ্নির সহিত দেবগণ নিরন্তর তৃপ্তি লাভ করেন, হে ভগবন্ ! আপনার সেই পদরজ দিয়ে গৃহমেধী আমাদের গৃহ পবিত্র করুন।

১৪। **মূলানুবাদ** ঃ ওহে অক্রূর, তা হলে চরণ-প্রক্ষালন জলই নিয়ে যাও-না ঘরে। এরই উত্তরে, তাতে হবে না। আমি যে সাক্ষাৎ চরণ-প্রক্ষালন করনেই অভিলাষী, এ বিষয়ে আমার সম্মুখে দৃষ্টান্ত রয়েছে—

মহাত্মা বলিরাজ আপনার পাদপদ্ম যুগল প্রক্ষালন করে পূর্বে পুণ্যকীর্তিমন্তদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয়েছেন। আর অতুল ঐশ্বর্য ও ঐকান্তিক ভক্তদের যা প্রাপ্য তা লাভ করেছেন।

১৩। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা** ঃ নন্থ পিত্রাগ্নিসুরাদীনাং পূজাদিনা সদা তদ্গৃহাণাং সনাথতা ভাত্যেব, তত্রাহ—পুনীহি, গৃহমেধিনাং নিত্যং গৃহেষু পঞ্চসূনাপরাণাম্, অনু-শব্দেন সকৃল্লব্ধেনাপি নিরন্তরং তৃপ্যন্তীতি ধ্বন্যতে। পিতর ইতি - পিত্রাদীনামনুতৃপ্ত্যা গার্হস্থ্যকৃত্যসমাপ্ত্যা গৃহস্থানাং স্বতএব সুখং, কৃতার্থতা চ স্যাদিতি ভাবঃ ॥

১৩। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ** ঃ পূর্বপক্ষ, আচ্ছা জন্মদাতাদি পঞ্চ পিতা, অগ্নি দেবতাদির পূজাদি দ্বারাই তো তোমাদের গৃহ সকলের সনাথতা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে—এরই উত্তরে, **পুনীহি ইতি**—পবিত্র করুন (আমাদের গৃহ)। **গৃহমেধিনাম্**—(পঞ্চসূনা = গৃহস্থের উনান-শিলনোড়া-ঝাটা উদূখল মুষল-জলকলস। —এ সব কাজে নিয়োজিত হলেই জীব-হিংসা ঘটে—এই পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য পঞ্চ মহাযজ্ঞ করতে হয়)—এই পঞ্চ মহাযজ্ঞ পরায়ণদের 'গৃহমেধী' বলা হয়—গৃহমেধী আমাদের গৃহ

আপস্তেঽঙ্ঘ্র্যবনেজন্যস্ত্রীল্লোঁকান্ শুচয়োঽপুনন্।
শিরসাধত্ত যাঃ শর্ব্বঃ স্বর্যাতাঃ সগরাত্মজাঃ ॥ ১৫ ॥

১৫। **অন্বয়ঃ** তে (তব) অঙ্ঘ্র্যবনেজন্য (পাদপদ্মশৌচভূতাঃ) শুচয়ঃ (পবিত্রাঃ) আপঃ (গঙ্গাঃ) ত্রীন্ লোকান্ অপুনন্ (পবিত্রিতবত্যঃ) সর্ধঃ (মহেশ্বরঃ) যাঃ (অপঃ) শিরসা অধত্ত (ধৃতবান্) সাগরাত্মজাঃ স্বঃ (স্বর্গং) যাতাঃ।

১৫। **মূলানুবাদঃ** অহো আপনার সাক্ষাৎ পাদধৌত জলের মাহাত্ম্য আর বলবার কি আছে, পরম্পরায়ও সেই জল-স্পর্শের মাহাত্ম্য পরম আশ্চর্য, এই আশয়ে—

হে দেব! আপনার চরণ-ধৌত পবিত্র গঙ্গা স্বর্গ-মর্ত-পাতাল লোকাত্রয় পবিত্র করেছে। এই গঙ্গাকে মহাদেব মস্তকে ধারণ করেছেন। আর সগরবংশীয়গণ স্বর্গ লাভ করেছেন, শুধু মাত্র তাদের দেহ ভস্মের সহিত গঙ্গার স্পর্শে।

পদধূলি দ্বারা পবিত্র করুন। **অনুতৃপ্যন্তি পিতরঃ**—'অনু' শব্দের ধ্বনিতে এখানে অর্থ এরূপ, পিতৃপুরুষ একবার মাত্র পদধৌত জল অর্থাৎ গঙ্গাজল লাভে নিত্য কালের জন্য তৃপ্ত হয়ে থাকেন,—এই তৃপ্তিতে তাঁদের গার্হস্থ্য কৃত্য সমাপ্ত হয়ে যায়, কাজেই তাঁদের স্বতঃই সুখ ও কৃতার্থতা লাভ হয়ে থাকে, এরূপ ভাব। ॥ জী০ ১৩ ॥

১৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** যচ্ছৌচেন যৎ পাদরজঃক্ষালনোদকেন ॥ বি০ ১৩ ॥

১৩। **বিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** যচ্ছৌচেন—যে পাদরজপ্রক্ষালন জলে। ॥ বি০ ১৩ ॥

১৪। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকাঃ** ন চেয়ং স্তুতির্দৃষ্টফলত্বাৎ, যদ্বা, নন্থ তর্হি রজস্তচ্ছৌচজলং বা তত্র নীয়তামিত্যাশঙ্ক্য শ্রীবলিবত্তত্র সাক্ষাৎ প্রক্ষালয়িতুমিচ্ছামীত্যাশয়েনাহ—অবনিজ্যেতি। মহান্ শ্লোক্যঃ পুণ্যকীর্ত্তিমৎসু শ্রেষ্ঠ ইত্যর্থঃ; শ্রীব্যাসাদিভিরপি প্রশস্তত্বাৎ, অতুলমিন্দ্রাদীনামপি দুর্ল্লভত্বাৎ, গতিং প্রাপ্যং, তাঞ্চ লেভে। ইহৈব দ্বারপালত্বেন শ্রীভগবতঃ সাক্ষাৎ প্রাপ্তত্বাৎ ॥ ॥ জী০ ১৪ ॥

১৪। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদঃ** ইহা আপনার স্তুতি মাত্র নয়, চরণামৃতাদির মহিমা তো সর্বজন বিদিত। অথবা, পূর্বপক্ষ—তা হলে চরণরজ বা চরণ-প্রক্ষালন জলই তোমার ঘরে নিয়ে যাও-না অক্রূর, কৃষ্ণের এরূপ কথার আশঙ্কায় অক্রূর বলছেন—শ্রীবলিবৎ সাক্ষাৎ চরণ প্রক্ষালন করতেই ইচ্ছা করছি, এই আশয়ে বলা হচ্ছে— **অবনিজ্য**—প্রক্ষালন করে **মহান্ শ্লোক্যঃ**—পুণ্যকীর্তিমন্তদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন বলি মহারাজ, শ্রীব্যাসাদির দ্বারাও প্রশংসিত হওয়া হেতু। তিনি অতুল ঐশ্বর্য লাভ করলেন। অতুল কেন? এরূপ ঐশ্বর্য ইন্দ্রাদিরও দুর্লভ তাই অতুল। **গতিং ঐকান্তিনাং**—ঐকান্তিক ভক্তদের 'গতিং' যা প্রাপ্য তাই লাভ করলেন, ইহ লোকেই দ্বারপাল রূপে শ্রীভগবান্‌কে সাক্ষাৎ লাভ করা হেতু। ॥ জী০ ১৪ ॥

১৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** শ্লোক্যো মহাযশোইর্হঃ গতিঞ্চ লেভে। যা একান্তিনামেব গতিশ্চেত্যপি পাঠঃ ॥ ১৪ ॥

১৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** শ্লোক্যো—মহাযশ-যোগ্য গতি লাভ করলেন বলিমহারাজ। পাঠ ভেদ আছে, 'গতিং চৈকান্তিনাং তু' এবং 'যা ঐকান্তিনামেব গতিশ্চ' এই দু প্রকার।

॥ বি° ১৪ ॥

১৫। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** অহো আস্তাং তাবৎ ত্বত্তদবনেজন-জলানাং মাহাত্ম্যং, পরম্পরয়াপি তৎস্পৃষ্টানাং মাহাত্ম্যং পরমাশ্চর্য্যমিত্যাহ—আপ ইতি। শুচয় ইতি মহাপাতকি-পাবনেনান্য-তীর্থানামিবাশুচিত্বং নিরস্তম্; ন কেবলং ত্রীন্ লোকানেবাপুনন্, লোকপালমুখ্যং সর্ব্ববন্দ্যং শ্রীশিবমপীত্যাহ—শিরসেতি। তথা চোক্তং প্রথমস্কন্ধে (১৮।২১)—'সেশং পুনাতি' ইতি। বহিঃশ্মশানাদিসম্বন্ধং তিরস্বরোতীত্যর্থঃ, ইতি তাসাং পরমপুরুষার্থরূপত্বমুক্তম্; অহো সাক্ষাত্তৎস্পর্শেন পাবনত্বং কিং বক্তব্যং, মহাপরাধিনাং চিরং স্বকৃতপাপেনৈব দগ্ধানামপি দাহস্থান-স্পর্শমাত্রেণৈব পরমশোধন ব্রহ্মলোকপ্রাপণঞ্চাহ—স্বর্গতা ইতি। স্বরিতি ত্রিলোকী, পক্ষে ব্রহ্মলোকপর্যন্তস্য স্বর্গত্বাদ্ব্রহ্মলোকমিত্যর্থঃ। তত্তু নবমে ব্যক্তম্, এবমাদৌ পাবনত্বং, ততঃ পরমবন্দ্যত্বম্, ততশ্চ সুদুস্তরমহদপরাধাদপি নিস্তারকত্বং পরমপদপ্রাপকত্বঞ্চ ক্রমেণোক্তম্ ॥

১৫। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** অহো আপনার তাবৎ পদধৌত জলের মাহাত্ম্য থাকুক না, পরম্পরায়ও সেই জল স্পর্শের মাহাত্ম্য পরম আশ্চর্য, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, আপ ইতি। **শুচয়ঃ আপঃ**—পবিত্র জল, অর্থাৎ অপ্রাকৃত (গঙ্গা নামক) জল—মহাপাতকী পাবনের হেতু, অন্য তীর্থের মতো অপবিত্র হয়ে যাওয়াটা নিরস্ত হল, গঙ্গা জলের সহিত এই অধিকন্তু 'শুচয়' অর্থাৎ পবিত্র শব্দ প্রয়োগে। কেবল ত্রিলোককেই যে পবিত্র করেন, তাই নয়, লোকপালমুখ্য সর্ববন্দ্য শর্ব্বঃ—শ্রীশিবও পবিত্র হন, এই আশয়ে **শিরসাপ্রত্ত**—শ্রীশিবও মস্তকে ধারণ করেন। প্রথম স্কন্দে এ রূপই বলা আছে যথা—"যাঁর পদনখ-নিঃসৃত জল ব্রহ্মা কর্ত্তৃক অর্ঘরূপে নিবেদিত হয়ে মহাদেব ও তৎসহিত সর্বজগৎ পবিত্র হয়, ইহ জগতে সেই মুকুন্দ ভিন্ন অন্য কে 'ভগবৎ' শব্দ বাচ্য হতে পারে।" —(শ্রীভা°-১।১৮।২১)। মহাদেবের প্রসঙ্গ আনায় বুঝা যাচ্ছে, শ্রীভগবানের পদধৌত জল বাহ্যিক শ্মশানাদি সম্বন্ধ অবজ্ঞা করেও পবিত্র করে। —এরূপে এখানে বলা হল, এই চরণজল প্রাপ্তি জীবের পরমপুরুষার্থ-স্বরূপ। অহো সাক্ষাৎ চরণজল গঙ্গার স্পর্শের পাবনত্ব সম্বন্ধে আর বলার কি আছে! যে মহাপরাধিরা স্বকৃত পাপে চিরকাল দগ্ধাচ্ছে, সেই মহাপরাধিদেরও পরম পবিত্র করে দেয়, তাঁদের দাহস্থান-স্পর্শ মাত্রের দ্বারাই, শুধু তাই নয়, ব্রহ্মলোকও প্রাপ্তি করিয়ে দেয়, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, **স্বর্যাতাঃ ইতি**—এই গঙ্গা-জলের স্পর্শ মাহাত্ম্যে সগর বংশীয়গণ স্বর্গগত অর্থাৎ ব্রহ্মলোক গত হয়েছেন। **স্ব ইতি**—ত্রিলোক ('স্বর্গ'-মর্ত্য-পাতাল)—এখানে এই শব্দের গতি ব্রহ্মলোক পর্যন্ত হওয়া হেতু 'ব্রহ্মলোক' অর্থ করা হল উপরে—

দেবদেব জগন্নাথ পুণ্যশ্রবণকীর্তন।
যদূত্তমোত্তমঃশ্লোক নারায়ণ নমোহস্তু তে ॥ ১৬ ॥

১৬। অন্বয় ঃ [হে] দেবদেব, [হে] জগন্নাথ, [হে] পুণ্যশ্রবণকীর্তন, [হে] যদূত্তম, [হে] নারায়ণ, তে (তুভ্যং) নমঃ অস্তু।

১৬। মূলানুবাদ ঃ হে দেবদেব, হে জগন্নাথ, হে পুণ্যশ্রবণকীর্তন, হে যদু-শ্রেষ্ঠ, হে উত্তমশ্লোক, হে নারায়ণ আপনাকে প্রণাম।

এই সগরবংশীয় উপাখ্যান নবম স্কন্দের ৯।১২ শ্লোকে ব্যক্ত আছে - [এরা তাঁদের দেহ ভস্মের দ্বারা গঙ্গা স্পর্শে উদ্ধার হয়েছিল]— এই রূপে প্রথমে পাবনত্ব, অতঃপর পরমবন্দ্যত্ব, অতঃপর সুদুস্তর মহদপরাধ থেকেও নিস্তারকত্ব এবং পরমপদ প্রাপকত্ব ক্রমে ক্রমে বলা হল। ॥ জী° ১৫ ॥

১৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ আপো গঙ্গাভিধানাঃ। শুচয়োঽপ্রাকৃত্যঃ। স্বর্যাতা ইতি। যত ইতি শেষ; ॥ ১৫ ॥

১৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ আপঃ—গঙ্গা নামিক জলধারা। শুচয়ঃ—অপ্রাকৃত। স্বর্যাতা—স্বর্গ লাভ করলেন। ॥ বি° ১৫ ॥

১৬। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ হে দেবদেবতি—তত্র তদ্‌গমনেন ধ্রুবং মহাপুণ্যং স্যাদেবেতি ভাবঃ। যদ্বা, দেবানাং ব্রহ্মাদীনাং দেবপূজ্যেতি; যদ্যপি ত এব সেবকাস্তদনুগ্রাহ্যাস্তথাপি জগন্নাথত্বেন মামপ্যনুগ্রহীতুমর্হসীতি ভাবঃ। নন্বু পুণ্যবত এবানুগৃহ্ণামি, তত্রাহ—পুণ্যেতি। তব শ্রবণাদিনাহমপি পুণ্যবানেব। যদ্বা, যস্য শ্রবণকীর্ত্তনাভ্যামপি পুণ্যং স্যাত্তস্য দর্শনাদিনা মমাপি মহাপুণ্যং জাতমেবেতি ভাবঃ। কিঞ্চ, যদূত্তমেতি—যদুকুলাবতীর্ণেন তচ্ছ্রেষ্ঠেন ত্বয়া তৎকুলজাতোঽহমনুগ্রহীতুং যোগ্য ইতি ভাবঃ। নন্বু তথাপি কংসসঙ্গী ত্বং শ্রীগোকুলে জাতাপরাধশ্চ কথমনুগ্রাহ্যঃ? ইত্যাশঙ্ক্যাহ—উত্তমঃ শ্লোকেতি! পূতনাদীনামপি তাদৃশগতিদানেন সর্ব্বোৎকৃষ্টনিজকীর্ত্ত্যপেক্ষয়েত্যর্থঃ। নন্বীশ্বরস্য মম তাদৃশীচ্ছা ক্বচিদ্‌ভবেৎ ক্বচিন্ন ভবেদিত্যাশঙ্ক্যাহ—নারং জীবসমূহস্তস্যায়নং আশ্রয়েতি, ভবতু মা বা, তথাপি জীবমাত্রস্য ত্বমেব গতিরিতি ভাবঃ। পরমবৈয়গ্র্যেণ সপাদগ্রহং প্রণমতি—নম ইতি। এবং শ্রীকৃষ্ণমেকং প্রত্যেব প্রার্থনাদিকম্, অন্যোঽন্যং মহাস্নিগ্ধতয়া শ্রীবলদেবেন সহ তস্যাভেদাৎ, তস্মাৎ প্রাধান্যাচ্চ।।

১৬। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ হে দেবদেব ইতি—এই সম্বোধনের ধ্বনি, যেহেতু আপনি 'দেবদেব' তাই আমাদের গৃহে আপনার গমনে আমাদের মহাপুণ্য হবে, ইহা ধ্রুব সত্য। অথবা 'দেবানাং' ব্রহ্মাদির 'দেব' পূজ্য আপনি, তাই যদিও ব্রহ্মাদি সেবকরাই আপনার অনুগ্রাহ্য, তা হলেও হেজগন্নাথ—আপনি জগন্নাথও বটে, এই জগন্নাথ রূপে আমাকেও অনুগ্রহ করা আপনার পক্ষে সমীচীন এরূপ ভাব। পূর্বপক্ষ এরূপ যদি বলা হয়, পুণ্যবান জনদিকেই শুধু আমি অনুগ্রহ করে থাকি, এরই উত্তরে হে পুণ্যশ্রবণকীর্তন—আপনার শ্রবণকীর্তনাদি ভজনের দ্বারা আমিও পুণ্যবানের

শ্রীভগবানুবাচ

আয়াস্যে ভবতো গেহমহমার্যসমন্বিতঃ।
যদুচক্রদ্রুহং হত্বা বিতরিষ্যে সুহৃৎপ্রিয়ম্ ॥ ১৭ ॥

১৭। **অন্বয়ঃ** শ্রীভগবান্ উবাচ—আর্য সমন্বিত (অগ্রজেন সহিত) অহং ভবতো গেহং আয়াস্যে (পশ্চাদাগমিষ্যামি আদৌ) যদুচক্রদ্রুহং (যদুবংশ সমূহায় দ্রুহ্যতীতি যদুচক্রধ্রুক্ তং কংসং) হত্বা সুহৃদপ্রিয়ং (সুহৃদাং প্রিয়ং) বিতরিষ্যে (দাস্যামি)।

১৭। **মূলানুবাদঃ** শ্রীভগবান্ বলতে লাগলেন—

অগ্রজের সহিত মিলিত আমি যদু বংশের দ্রোহকারী কংসকে বধ করত তৎপর তোমার ঘরে যাব। প্রথমেতো পিতামাতা প্রভৃতি সুহৃৎগণের বন্ধনাদি মোচন বিষয়ে প্রতিবিধান করাই আমার পক্ষে সমীচীন হবে।

মধ্যেই গণনীয়। অথবা, যার নামরূপাদির শ্রবণকীর্তনে পুণ্যবান হয়ে যায় জীব, তার সাক্ষাৎ দর্শনাদি দ্বারা আমারও মহাপুণ্য নিশ্চয়ই জাত হয়েছে, এরূপ ভাব। আরও, হে **যদূত্তম**—আপনি যদুকুলে অবতীর্ণ হওয়া হেতু সেই কুলশ্রেষ্ঠ আপনার অনুগ্রহের যোগ্যপাত্র সেই কুলজাত আমি, এরূপ ভাব। কথাটাতো বললে ভালই, কিন্তু তুমি যে কংসসঙ্গী, আমাকে নিয়ে আসার দরুণ এই যে শ্রীগোকুল-জনের প্রতি অপরাধ করে এলে, এরপর কি করে আর আমার অনুগ্রহ-যোগ্য হতে পার? এরূপ কথার আশঙ্কায় অক্রূর বলছেন, হে **উত্তমঃশ্লোক**—ব্রহ্মাদি কবিগণের দ্বারা স্তুত। —হননেচ্ছায় আগত মহাপরাধী পূতনাকেও উত্তমগতি দানের দ্বারা প্রকাশিত সর্বোৎকৃষ্ট নিজ কীর্ত্তির বিচারে আমি তো অনুগ্রহ আশা করতেই পারি। ওহে অক্রূর, আমি ঈশ্বর স্বতন্ত্র আমার তাদৃশী ইচ্ছা কখনও হয়, আবার কখনও হয়ও না, এরূপ কথার আশঙ্কায় **নারায়ণ**—'নারং' জীবসমূহ জীবসমূহের, আপনিই 'অয়নং' একমাত্র আশ্রয়, অনুগ্রহ হউক বা না হউক, তথাপি জীব মাত্রের আপনিই গতি, এরূপ ভাব। **নমঃ ইতি**—এরূপ সম্বোধন করতে করতে পরম ব্যগ্রতায় চরণ যুগল জড়িয়ে ধরে প্রণাম করলেন। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের চরণে একান্ত আশ্রয় নিয়ে প্রার্থনাদি এক তাঁরই চরণে নিবেদিত হল—কৃষ্ণবলরাম পরস্পরে পরম স্নিগ্ধতা থাকায় শ্রীবলদেবের সহিত কৃষ্ণের অভেদ হেতু ও কৃষ্ণের প্রাধান্য হেতু ॥ জী° ১৬ ॥

১৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** হে দেবদেব ত্বং দেবেষু দীব্যসি মদ্‌গৃহে অদ্য দিব্য, ত্বং জগতাং নাথঃ অদ্য মদ্গৃহস্য নাথো ভব। হে পুণ্যশ্রবণকীর্তন, অদ্য মদ্গৃহমপি পুণ্যং কুরু। হে যদূত্তম! যদোর্মম গৃহমাগচ্ছ। হে উত্তমশ্লোক, পতিতপাবনত্বযশঃ প্রকাশয়ন্ পতিতং মদ্গৃহং পুনীহি ॥ ১৬ ॥

১৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** হে দেবদেব—আপনি দেবতাদের মধ্যে দীপ্তি পান, আজ আমার ঘরে দীপ্ত হয়ে উঠুন। হে জগন্নাথ—আপনি জগতের নাথ, আমি তো জগতেরই

শ্রীশুক উবাচ।

এবমুক্তো ভগবতা সোঽক্রূরো বিমনা ইব।
পুরীং প্রবিষ্টঃ কংসায় কর্মাবেদ্য গৃহং যযৌ ॥ ১৮ ॥

১৮। অন্বয়ঃ ভগবতা (শ্রীকৃষ্ণেন) এবং উক্তঃ সঃ অক্রূরঃ বিমনা ইব পুরীং প্রবিষ্টঃ [সন্] কংসায় কর্ম (রামকৃষ্ণানয়ন রূপং স্বকৃতং) আবেদ্য (নিবেদ্য) পশ্চাৎ গৃহং যযৌ (গতবান্)।

১৮। মূলানুবাদঃ ভগবান্ কৃষ্ণ এরূপ বললে অক্রূর বিমনার মতো হয়ে পুরীমধ্যে প্রবেশ করে কংসের নিকট রামকৃষ্ণের আনয়ন বার্তা জানিয়ে নিজ গৃহে চলে গেলেন।

একজন, তাই আজ আমার ঘরে প্রভুরূপে বিরাজমান হউন। হে পুণ্যশ্রবণকীর্তন—হে শ্রবণ-কীর্তনকারিদের পবিত্রকারী প্রভো, আজ আমার গৃহ পবিত্র করুন। হে যদূত্তম—হে যদুশ্রেষ্ঠ যাদব আমার গৃহে আসুন। হে উত্তমঃ শ্লোক—পতিতপাবনরূপ যশ প্রকাশ করে পতিত আমার গৃহ পবিত্র করুন। ॥ বি° ১৬ ॥

১৭। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ আর্য্যেণ শ্রীরামেণ সম্যগন্বিত ইতি। গোপৈঃ সাহিত্যং নিরস্তম্, তেষাং চিরং তত্রানবস্থানাৎ[১]। কদেত্যপেক্ষায়ামাহ—যদুচক্রেতি। যদেতি শেষঃ, সঙ্কেতেনৈব তদুক্তিঃ, মন্ত্রভঙ্গভয়াৎ দুষ্টত্বাদ্বা। সুহৃদাং যাদবানাং শ্রীবসুদেব-মোচনাদিনা প্রিয়ং প্রীতিং, পিতরৌ বদ্ধৌ, সর্ব্বে যাদবাশ্চাত্র দুঃখিতাঃ, অতোঽত্রাগতস্য মম তদ্গৃহগমনাদিনাতিথ্যসুখং ন যোগ্যমিতি ভাবঃ॥

১৭। শ্রীজীব বৈ° তো০ টীকানুবাদঃ আর্য সম্মন্বিত—শ্রীভগবান্ বললেন, শ্রীরামের সহিত সম্মিলিত [হয়ে আসব]। —এই কথায় গোপগণের সঙ্গ নিরস্ত হল। তাঁদের বেশী দিন মথুরায় অনবস্থান হেতু। কবে আসবে? এরূপ প্রশ্নের আশঙ্কায়— যদুচক্রদ্রুহংহত্বা—যদু বংশের দ্রোহকারিকে হত্যা করার পর আসব। —সাক্ষাৎ কংসের নাম ধরা হল না, সঙ্কেতেই কথাটা বলা হল, গুপ্তমন্ত্রণা প্রকাশের ভয়ে, বা কংস এক মহাদুষ্ট, তার দুষ্টতার ভয়ে। সুহৃৎপ্রিয়ম্—'সুহৃৎ' শ্রীবসুদেবাদি বন্ধুগণের মোচনাদি দ্বারা 'প্রিয়ং' প্রীতি বিধান করব। —পিতামাতা কারাগারে বদ্ধ, যাদবরা সকলেই দুঃখে আছে, এ অবস্থায় মথুরায় আগত আমার পক্ষে আপনার গৃহে গমনাদি দ্বারা আতিথ্য-সুখ ভোগ করা মোটেই উচিত হবে না, এরূপ ভাব ॥ জী° ১৭ ॥

১৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ সত্যং ভো মাং যদূত্তমং ব্রূষে তর্হি যদুচক্রদ্রুহং হতৈব ভবতো গেহমায়াস্যে ॥ ১৭ ॥

১৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ ওহে অক্রূর! আমাকে যে যদুশ্রেষ্ঠ বললে, তা ঠিকই। সে জন্যেই তো যদুবংশের দ্রোহকারী কংসকে বধ করে তৎপরই তোমার ঘরে এই আসছি। ॥ বি° ১৭ ॥

১। 'তত্রারুচিবিতর্ক্যাৎ' (গ)

অথাপরাহ্ণে ভগবান্ কৃষ্ণঃ সঙ্কর্ষণান্বিতঃ।
মথুরাং প্রাবিশদ্গোপৈর্দিদৃক্ষুঃ পরিবারিতঃ ॥ ১৯ ॥

দদর্শ তাং স্ফটিকতুঙ্গ-গোপুরদ্বারাং বৃহদ্ধেমকপাট-তোরণাম্।
তাম্রার-কোষ্ঠাং পরিখাদুরাসদামুদ্যানরম্যোপবনোপশোভিতাম্ ॥ ২০ ॥

১৯। **অন্বয়ঃ** অথ অপরাহ্ণে সঙ্কর্ষণান্বিতঃ ভগবান্ কৃষ্ণঃ গোপৈঃ (বয়স্যৈঃ) পরিবারিতঃ (পরিবেষ্টিতঃ) দিদৃক্ষুঃ (দ্রষ্টুমিচ্ছুঃ সন্) মথুরাং প্রাবিশৎ।

২০। **অন্বয়ঃ** (চতুষ্কোণ পুরীং বর্ণয়ন্ আদৌ তস্যাঃ স্বাভাবিকীং শোভাং বর্ণয়তি—দদর্শেতি)

স্ফটিক তুঙ্গ গোপুর দ্বারং (স্ফটিকময়ানি উন্নতানি পুরদ্বারাণি গৃহদ্বারাণি চ যস্যাং তাং) বৃহদ্ধেম কপাট তোরণাং (বৃহন্তি হেমময়ানি কপাটানি তোরণানি চ যত্র তাং) পরিখাদুরাসদাং (পরিখাভিঃ পরিতঃ গর্তাঃ তাভিঃ দুর্গমাং) উদ্যান রম্যোপবনোপশোভিতাম্, তাং (মথুরাপুরীং) দদর্শ।

১৯। **মূলানুবাদঃ** অনন্তর অপরাহ্ণে বলদেব সমন্বিত ভগবান্ কৃষ্ণ সখাগণে পরিবৃত হয়ে পুরী দর্শনেচ্ছায় মথুরা পুরীতে প্রবেশ করলেন।

২০। **মূলানুবাদঃ** চারটি শ্লোকে মথুরা পুরীর বর্ণন করতে গিয়ে প্রথমে উহার স্বাভাবিক শোভা বর্ণন করা হচ্ছে,—

স্ফটিকময় উচু সিংহদ্বার অন্যান্য গৃহদ্বারে শোভন, বিশাল স্বর্ণময় কপাট ও তোরণে রম্য, তামা-পিতলের ধান্য ভাণ্ডার বিশিষ্ট, পরিখায় দুর্গম, রমণীয় উদ্যানে-উপবনে অতিশয় শোভিতা, [২১ শ্লোকে অন্বিত]।

১৮। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা ঃ** স পরমোৎসুকঃ শ্রীভগবদানয়নে পরমহৃষ্টোঽপি চ। ইবেতি বাক্যালঙ্কারে; যদ্বা, আয়াস্য ইতি তদঙ্গীকারেণ কংসহনন-প্রতিজ্ঞাদিনা চাত্যন্তবৈমনস্যাভাবাৎ। গৃহং যযাবিতি প্রায়ঃ শ্বঃ কংসং মারয়িত্বা শ্রীভগবানাগমিষ্যতীতি বিভাব্য বহুধা নিজগৃহমুপস্কর্ত্তুমিতি জ্ঞেয়ম্। অতএব তদাসক্ত্যা তত্র তস্য শ্রীভগবদাগমনপর্যন্তমন্যৎ কর্ম্মাদিকং কিমপ্যগ্রে কুত্রাপি ন শ্রূয়তে ॥

১৮। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** **সঃ অক্রূরঃ**—সেই অক্রূর, এই 'সঃ' শব্দের ধ্বনি, পরম উৎসুক ও শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে আসা ব্যাপারে কৃতকার্য হওয়ায় পরম হৃষ্ট। **বিমনা ইব**—বিষণ্ণ চিত্তের মতো হয়ে, 'ইব' শব্দটি এখানে বাক্যালঙ্কারে প্রয়োগ। অথবা, 'তোমার ঘরে শীঘ্রই আসছি' কৃষ্ণের এরূপ অঙ্গীকার হেতু ও কংস হনন প্রতিজ্ঞাদি লাভে অক্রূরের চিত্তের মধ্যে অত্যন্ত অপ্রসন্নতার অভাব হেতু, এই 'ইব' 'অপ্রসন্নতার মতো' বাক্য প্রয়োগ। কৃষ্ণ অবশ্যই আগামীকল্য কংসকে হত্যা করে আমার ঘরে আসবে, এরূপ চিন্তা করে অক্রূর মহাশয় নিজগৃহকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সজ্জিত করার জন্য নিজ গৃহে গমন করলেন, এরূপ বুঝতে হবে। অতএব এই কাজে আবিষ্ট থাকায় শ্রীকৃষ্ণের আগমন পর্যন্ত অন্য কোনও কর্মাদি অক্রূর করেছেন, এরূপ পরে কোথাও-ই পাওয়া যায় না। ॥ জী° ১৮ ॥

১৯। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** গোপৈর্বয়স্যৈঃ ॥

১৯। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** **গোপৈঃ**—সখাদের দ্বারা **পরিবারিতঃ**—পরিবেষ্টিত হয়ে। ॥ জী° ১৯ ॥

১৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** গোপৈঃ পরিবারিতো যুক্তঃ ॥ ১৯ ॥

১৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** **গোপৈঃ পরিবারিতঃ**—সখী সমন্বিত হয়ে।

২০। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** চতুষ্কেণ পুরীং বর্ণয়ন্নাদৌ তস্যাঃ স্বাভাবিকীং শোভাং বর্ণয়তি—দদর্শেতি সার্দ্ধদ্বয়েন। আর আরকূটঃ পিত্তলং, পরিখাঃ পার্শ্বদ্বয়ে জ্ঞেয়াঃ, পূর্ব্বোত্তরয়োঃ প্রায়ঃ শ্রীযমুনায়া এব পরিখারূপেণ বর্ত্তমানত্বাৎ। উদ্যানং ফলপ্রধানম্, উপবনং পুষ্পপ্রধানং, পূর্ব্বমুক্তং শকটাবরণ-স্থানোপবনমকৃত্রিমং বাহ্যঞ্চ, উপবনস্য সৌন্দর্য্যাদিবিশেষেণ রম্যেতি বিশেষণম্। অন্যত্রৈঃ। যদ্বা, কোষ্ঠানি দুর্গপ্রাকারাঃ, উদ্যানরম্যা চাষাবুপবনোপশোভিতা চেতি, তাম্। প্রত্যেকং বিশেষণমাধিক্যাপেক্ষয়া। ক্রমস্ত্বেবম্—উদ্যানানি উপবনানি পরিখাঃ কোষ্ঠানি, তত্র গোপুরাণি অন্যদ্বারাণিদ্বার্যু হেমকপাটানি ॥

২০। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** চারটি শ্লোকে মথুরা পুরীর বর্ণন করতে গিয়ে প্রথমে উহার স্বাভাবিক শোভা বর্ণন করা হচ্ছে, দদর্শ ইতি ২½ শ্লোকে। **আর**—'আরকূট' পিতল। **পরিখাঃ**—পুরীর দুই পাশে বর্তমান, কারণ পূর্ব-উত্তরে শ্রীযমুনাই অতি উত্তম পরিখা রূপে বর্তমান, **উদ্যানং**—ফল-প্রধান বাগান, **উপবনং**—পুষ্পপ্রধান উপবন। পূর্বে শকট ও তাম্বু ফেলার যে উপবনের কথা বলা হয়েছে, উহা কৃত্রিম নয়, আপনা-আপনি বেড়ে উঠা বন, পুরীর বাইরে অবস্থিত। পুরীর ভিতরের উপবনের সৌন্দর্যবিশেষ থাকা হেতু 'রম্য' বিশেষণ দেওয়া হল। [শ্রীধর—শ্রীকৃষ্ণদৃষ্ট পুরীর অনুবর্ণন হচ্ছে, শ্রীশুক মুখে—চারটি শ্লোকে 'দদর্শ তাং ইতি'। **স্ফটিকতুঙ্গ**—স্ফটিকের উচ্চ **গোপুর** সহরের প্রবেশ দ্বার, **দ্বার**—গৃহদ্বার শ্রেণীতে মণ্ডিত, **বৃহদ্ধেম কপাট**—বিশাল হেমময় কপাট ও তোরণে শোভিত **কোষ্ঠাং**—ধানের গোলা ও অশ্বশালাদি সমন্বিত **পরিখা দুরাসদাং**—চতুর্দিকে খোঁড়া গড়খাই দ্বারা দুর্গম। **উদ্যান**—দূরস্থ বনরাজি ও নিকটস্থ রম্যোপবন রাজি, এই সবের দ্বারা **উপশোভিত**—অতিশয় শোভিত মথুরা পুরী]

অথবা, রমণীয় উদ্যান—উপবনে অতিশয় শোভিতা মথুরাপুরী। মথুরার বিশেষণগুলির ক্রম এরূপ, যথা—উদ্যান উপবন, পরিখা, ধানের গোলা প্রভৃতি। —তাতে সংযুক্ত সিংহদ্বার ও অন্যদ্বার—সেই সব দ্বারে স্বর্ণ কপাট ॥ জী° ২০ ॥

২০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** পুরীং বর্ণয়তি—চতুর্ভিঃ। স্ফাটিকানি তুঙ্গানি গোপুরাণি পুরদ্বারাণি দ্বারাণি অন্যানি চ যস্যাং তাম্। বৃহন্তি হেমময়ানি কবাটানি তোরণানি বহির্দ্বারাণি চ যস্যাং তাম্। তাম্রঞ্চ আরঃ পিত্তলঞ্চ তন্ময়াঃ কোষ্ঠাঃ ধান্যাগারা যস্যাং তাম্। পরিখাঃ পরিতঃ খাতাঃ গর্তাস্তাভির্দুরাসদাম্।

॥ বি° ২০ ॥

Acc-1003/8.1.20

সৌবর্ণশৃঙ্গাটক-হর্ম্ম্যনিষ্কুটৈঃ শ্রেণীসভাভির্ভবনৈরুপস্কৃতাম্ ।
বৈদূর্য্যবজ্রামল-নীলবিদ্রুমৈর্মুক্তাহরিদ্ভির্বলভীষু বেদিষু ॥ ২১ ॥

জুষ্টেষু জালামুখরন্ধ্রকুট্টিমেষ্বাবিষ্টপারাবতবর্হিনাদিতাম্ ।
সংসিক্তরথ্যাপণমার্গচত্বরাং প্রকীর্ণমাল্যাঙ্কুরলাজতণ্ডুলাম্ ॥ ২২ ॥

২১-২২ । **অন্বয়** ঃ সৌবর্ণশৃঙ্গাটক-হর্ম্ম্য-নিষ্কুটৈঃ (সুবর্ণময়া চতুষ্পথা, ধনিনাং গৃহাণি, গৃহোচিতা আরামাশ্চ তৈঃ) শ্রেণীসভাভিঃ (একরূপশিল্পোপজীবিনাং উপবেশ স্থানৈঃ [অন্যৈশ্চ] ভবনৈঃ উপস্কৃতাং (অলংকৃতাং) বৈদূর্যবজ্রামলনীল বিদ্রুমৈঃ, মুক্তাহরিদ্ভিঃ (মুক্তাভিঃ মরকতৈশ্চ) জুষ্টেষু (খচিতেষু) বলভীষু (গৃহপুরোভাগেষু বক্রদারুচ্ছাদনেষু) [তথা] বেদিষু (বলভীনাং অধোদেশে বিরচিতাষু স্বর্ণবেদিকাসু) জালামুখরন্ধ্রকুট্টিমেষু (গবাক্ষছিদ্রেষু, মণিবদ্ধা ভূমিষু চ) আবিষ্ট-পারাবত-বর্হিনাদিতম্ (উপবিষ্টৈঃ গৃহকপোতৈঃ ময়ূরৈশ্চ নাদিতাং) সংসিক্তরথ্যাপণমার্গচত্বরাং (সংসিক্তানি রথ্যাদিনি যস্যাং তাং—তত্র 'রথ্যাঃ' রাজমার্গাঃ, 'আপনাঃ' পণ্যবিথয়ঃ, মার্গাঃ অন্যে, 'চত্বরাণি' অঙ্গনানি) প্রকীর্ণমাল্যাঙ্কুর-লাজতণ্ডুলাং (বিক্ষিপ্তাঃ মাল্যাদয় যস্যাং তাং) ।

২১-২২ । **মূলানুবাদ** ঃ স্বর্ণময় চৌরাস্তার মোড়, প্রাসাদ, বাগানবাড়ী, সমশিল্প উপজীবীদের উপবেশন স্থান, ও অন্য গৃহ সমূহের দ্বারা অলঙ্কৃতা,—বৈদূর্যমণি-হীরক-স্বচ্ছস্ফটিক-নীলমণি-মুক্তা মরকতমণি দ্বারা খচিত বলভীতে ও তার নীচের স্বর্ণবেদীতে, গবাক্ষচ্ছিদ্রে, মণি বাঁধানো ভূমিতে উপবিষ্ট কবুতর ও ময়ূর সকলের দ্বারা ধ্বনিত, সুগন্ধী জলে ধৌত রাজপথ-বাজার-গলিপথ-প্রাঙ্গন দ্বারা সুশোভনা, ছিটানো পুষ্প-যবাঙ্কুর-লাজ-তণ্ডুলে অলঙ্কৃতা মথুরাপুরী দর্শন করতে লাগলেন রামকৃষ্ণ ।

---

২০ । **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ চারটি শ্লোকে মথুরাপুরীর বর্ণন হচ্ছে—স্ফটিকতুঙ্গ ইতি—স্ফটিকের উচ্চ গোপুর—পুরদ্বার সমূহ দ্বারাং—অন্য গৃহ দ্বার শ্রেণী । বৃহৎ ইতি—বৃহৎ স্বর্ণময় কপাট ও তোরণাদি—বহির্দেশের সিংহদ্বার নিবহ । তাম্রারঃ—তাম্র ও আরঃ' পিত্তলের কোষ্ঠাং - ধানের গুদাম । পরিখা—[পরি+খা] চতুর্দিকে 'খাতা' গর্ত তার দ্বারা দুরাসদাম্—দুষ্প্রবেশ্য ।

২১-২২ । **শ্রীজীব বৈ· তো· টীকা** ঃ সৌবর্ণেতি তৈর্ব্যাখ্যাতম্ । তত্র 'বলভী পটলাধারো বংশ্যপঞ্জরঃ, তস্য চূড়া বা' ইতি ক্ষীরস্বামী, 'আচ্ছাদনং স্যাদ্বলভী গৃহাণাম্' ইতি হলায়ুধঃ । তত্র ছাঁজেতি ভাষা, মধ্যদেশীয়ানাং সা চেষ্টকাদি নির্ম্মিতগৃহপ্রান্তে পাষাণাদিনির্ম্মিতচ্ছাদনশ্রেণী, 'বলভীশ্চন্দ্রশালিকা' ইতি ত্রিকাণ্ডশেষঃ, সা চ গৃহোপরি গৃহম্, তথা চ মাঘকাব্যে—'যস্যামসেবন্ত নমদ্বলীকাঃ, সমং বধূভির্বলভীর্যুবানঃ' ইতি । বেদিগৃহাগ্রে ইষ্টকাদিবদ্ধা বিশ্রান্তিভূঃ ; বলভ্যাদিষু আবিষ্টা উপবিষ্টাঃ, কিংবা তেষু বর্ত্তমানা যে আবিষ্টা মত্তাঃ পারাবতাদয়স্তৈর্নাদিতাং কারিতনাদাং তৎপ্রতিধ্বনিযুক্তাস্তু গৃহা-মিত্যর্থঃ ॥

অধুনা লোকেষু ধনুর্মহ-খ্যাপনার্থং কংসেন কৃতাং, যদ্বা, নিত্যোৎসবময্যাস্তৎপুর্য্যা স্বভাবতঃ পৌরৈর্নিত্যক্রিয়মাণামলঙ্কারাদিশোভাং শ্রীকৃষ্ণপ্রবেশমঙ্গলসূচনীং বর্ণয়তি—সংসিক্তেতি সার্দ্ধেন। সং-শব্দেন সম্যগ্রজোনাশন-পূর্ব্বকং সুগন্ধিজলাদিভিঃ সেকো বোধ্যতে; অঙ্কুরা নবোদ্ভিন্ন-যবাদয়ঃ। এষাং সর্ব্বত্র সর্ব্বসম্ভবানুক্রমো জ্ঞেয়ঃ। এবমগ্রেঽপি॥ ॥ জী° ২১-২২ ॥

২১-২২। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** শ্রীস্বামিপাদ—**সৌবর্ণ শৃঙ্গাটক**—স্বর্ণময় চতুষ্পথ নিবহ। **হর্ম্ম্যা**—ধনীদের গৃহ সমূহ। **নিষ্কুটা**—গৃহের উপযুক্ত বাগান। এই সবের দ্বারা এবং **শ্রেণীসভ্যাভির্ভবনৈঃ**—একইরূপ কারিকুরি কর্মজীবীদের ক্লাব গৃহ সমূহের ও অন্য গৃহ সমূহের দ্বারা **উপস্কৃতাম্**—অলঙ্কৃতা **অমলাঃ**— স্ফটিক, **হরিতো**— মরকত, বৈদূর্যাদি রত্নে **জুষ্টেষু**—খচিত **বলভীষু**—গৃহের সম্মুখভাগে বাঁকানো কাঠের আচ্ছাদন সমূহে ও **বেদিষু**—এই আচ্ছাদনের নীচে নির্মিত বিশ্রাম-বেদীতে **জালমুখরন্ধ্রাণি**—জানালার ছিদ্রে ও **কুট্টিমেষু**—মণি বাঁধানো ভূমিতে **আবিষ্ট**—উপবিষ্ট কবুতর ও ময়ূর সকলের দ্বারা ধ্বনিত (মথুরাপুরী)। **রথ্যা**—রাজপথ সকল, **আপণাঃ**—বাজার সকল, **মার্গা**—অন্য গলিপথ প্রভৃতির প্রাঙ্গণ **সংসিক্ত**—সুগন্ধী জলে ধৌত যার সেই মথুরাপুরী। সর্বত্র ছিটানো রয়েছে পুষ্প, যবাঙ্কুর, লাজ, তণ্ডুল যথায় সেই মথুরাপুরী দর্শন করে করে ঘুরতে লাগলেন কৃষ্ণ] শ্লোকের 'বলভী' শব্দের অর্থ নানা জন নানাভাবে করেছেন, যথা— ১। ক্ষীরস্বামী ঃ ঘরের ছাউনির ছন ধরে রাখার বাঁশের খাচা, বা তার চূড়া। ২। হলায়ুধ ঃ গৃহের ছাদকে 'বলভী' বলা হয়। মধ্যদেশে গ্রাম্য ভাষা হল 'ছাঁজা'। — আরও ইহা ইষ্টাদি নির্মিত দেয়ালের উপর পাথরাদির নির্মিত আচ্ছাদন শ্রেণী। ৩। ত্রিকাণ্ড শেষ এই 'বলভী' শব্দের অর্থ করেছে চন্দ্রশালিকা অর্থাৎ 'চিলে কোঠা। ঘরের উপরে যে ঘর, তাকেও 'বলভী' বলা হয়। **বেদী**—গৃহের বাইরের দিকে ইটে বাঁধা চত্বর। এই বলভী প্রভৃতিতে **আবিষ্ট**—উপবিষ্ট কিম্বা তাতে বর্তমান যে সব 'আবিষ্টাঃ' মত্ত কবুতর সকল, তাদের দ্বারা প্রতিধ্বনিত মনোজ্ঞ গৃহশ্রেণী—কিরূপ গৃহ শ্রেণী, এরই উত্তরে—অধুনা জন-সাধারণের মধ্যে ধনুর্যজ্ঞ প্রচার করার জন্য কংসের দ্বারা নির্মিত, অথবা নিত্যোৎসবময়ী মথুরাপুরীর স্বভাবতঃ পুরজনকর্তৃক নিত্য ক্রিয়মান অলঙ্কারাদি শোভাময় গৃহ শ্রেণী।

শ্রীকৃষ্ণের মথুরা প্রবেশ উপলক্ষে মঙ্গল চিহ্নাদি বর্ণন করা হচ্ছে—সংসিক্ত ইতি দেড় শ্লোকে। **সংসিক্ত**—সং শব্দে সম্যক্‌রূপে ধূলা নাশন পূর্বক সুগন্ধী জলাদি দ্বারা ধৌত, এরূপ বুঝতে হবে। **অঙ্কুরা**—নবাঙ্কুরিত যবাদি। মালা-অঙ্কুর-লাজ প্রভৃতির সর্বত্র সর্বসম্ভব অনুক্রম, এরূপ বুঝতে হবে। পরেও ২৩ শ্লোকে এরূপই জানতে হবে। ॥ জী° ২১-২২ ॥

২১-২২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** সৌবর্ণাঃ শৃঙ্গাটকাশ্চতুষ্পথা, হর্ম্যাণি ধনিগৃহাণি। নিষ্কুটা গৃহারামাস্তৈঃ শ্রেণীনাং একরূপশিল্পোপজীবিনাং সভাভিরুপবেশস্থানৈরন্যৈশ্চ ভবনৈরলঙ্কৃতাম্। বৈদূর্যাদিরত্নৈর্জুষ্টেষু বলভ্যাদিষু আবিষ্টৈরুপবিষ্টৈরাসক্তৈর্বা পারাবতৈর্বর্হিভিশ্চ নাদিতাম্। তত্তৎ প্রতি-

আপূর্ণকুম্ভৈর্দ্দধিচন্দনোক্ষিতৈঃ প্রসূন-দীপাবলিভিঃ সপল্লবৈঃ।
সবৃন্দরম্ভাক্রমুকৈঃ সকেতুভিঃ স্বলঙ্কৃতদ্বারগৃহাং সপট্টিকৈঃ ॥ ২৩ ॥

২৩। **অন্বয়ঃ** দধিচন্দনেক্ষিতৈঃ (দধিচন্দনসিক্তৈঃ) প্রসূন-দীপাবলিভিঃ, সপল্লবৈঃ, সবৃন্দরম্ভা-ক্রমুকৈঃ ('সবৃন্দাঃ' ফলগুচ্ছসহিতাঃ রম্ভাঃ, 'ক্রমুকাশ্চ, পুগপোতাঃ তৎসহিতৈঃ) সকেতুভিঃ (ধ্বজাঃ তৎ সহিতৈঃ) বিতস্তিবিস্তার পট্টবস্ত্রানি তৎ সহিতৈঃ) আপূর্ণকুম্ভৈঃ স্বলঙ্কৃত গৃহদ্বারাং পুরীং দদর্শ।

২৩। **মূলানুবাদ ঃ** দধিচন্দনে সিক্ত পুষ্প, দীপাবলী, আম্রাদির পল্লব, ছড়া সহ কলাগাছ ও সুপারী গাছ, পতাকা, বিঘত পরিমাণ পট্টবস্ত্র – এত সব দ্বারা মণ্ডিত পূর্ণকুম্ভের দ্বারা, সুন্দররূপে অলঙ্কৃত গৃহদ্বার বিশিষ্ট মথুরাপুরী দর্শন করে করে বেড়াতে লাগলেন শ্রীরামকৃষ্ণ সখাগণ সঙ্গে।

ধ্বনিমত্তেন তৈরেব কারিতনাদামিত্যর্থঃ। তত্র বলভী "গৃহচূড়ে"তি ক্ষীরস্বামী। "আচ্ছাদনং গৃহাণা"মিতি হলায়ুধঃ। "বলভী চন্দ্রশালি"কেতি ত্রিকাণ্ডশেষঃ। সা চ সর্বগৃহোপরিবর্তিনী জ্ঞেয়া। বেদিগৃহাগ্রে ইষ্টকাদিবদ্ধা বিশ্রান্তিভূঃ। জালামুখরন্ধ্রাণি গবাক্ষচ্ছিদ্রাণি। কুট্টিমানি মণিবদ্ধভূময়ঃ। রথ্যা রাজমার্গাঃ। আপণাঃ পণ্যবীথয়ঃ। মার্গা অবান্তরবর্ত্মানি। চত্বারাণ্যঙ্গনানি। ॥ বি° ২১-২২ ॥

২১-২২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** সৌবর্ণাঃ—স্বর্ণময় শৃঙ্গাটকাঃ—চৌরাস্তার মোড় সমূহ **হর্ম্য**—প্রাসাদ সমূহ। নিষ্কুটা - বাগান বাড়ী সমূহ। **শ্রেণীসভা ইতি**—একইরূপ শিল্প-উপজীবীদের উপবেশন স্থান সমূহ এবং অন্য ভবন নিবহের দ্বারা অলঙ্কৃত মথুরাপুরী। **বৈদূর্য্য ইতি**—বৈদূর্যাদি রত্নে জুষ্টেষু—খচিত বলভী প্রভৃতিতে **আবিষ্ট**—আবিষ্ট, বা আসক্ত কবুতর ও ময়ূর দ্বারা **নাদিতাম্**—নাদিত প্রাসাদাদি অর্থাৎ কবুতরাদির ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত প্রাসাদাদি। কবুতরাদির বসার স্থান—বলভী, বেদি, ভেন্টিলেটার ও কুট্টীম। শ্লোকে ব্যবহৃত এই সব শব্দের বিশ্লেষণ হচ্ছে, যথা—**বলভীষু**—'গৃহচূড়া' ক্ষীরস্বামী। 'গৃহের ছাউনি' হলায়ুধ। চন্দ্রশালিকা (চিলেকোঠা) ত্রিকাণ্ড শেষ—ইহা সব গৃহের উপরেই অবস্থিত, এরূপ বুঝতে হবে। **বেদিষু**- গৃহের সম্মুখ ভাগে ইষ্টকাদিতে বাঁধাই বিশ্রাম স্থানে। **জালামুখরন্ধ্র**—ঘরে বায়ু প্রবেশের ক্ষুদ্রপথে (ভেন্টিলেটরে)। **কুট্টিমেষু**—অর্থাৎ বহুমূল্য দীপ্ত প্রস্তরে বাধানো ভূমিতে। **রথ্যা**—রাজপথ সকলে। **আপণাঃ** দোকান শ্রেণীতে। **মার্গা**—গলি পথ সকলে, **চত্বরাং**—আঙ্গিণা সকলে। ॥ বি° ২১-২২ ॥

২৩। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** আ-শব্দেন পবিত্রোত্তমজলাদিনা সম্যক্ পূরণং বোধ্যতে; স্বলঙ্কৃতেতি—সু-শব্দ সূচিতং দর্শয়তি—দধীত্যাদিভিঃ। অন্যত্তৈঃ। তত্র তোরণানি চেতি কপাটতোরণমিত্যস্মাদাকৃষ্টম্ ॥

২৩। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** আপূর্ণকুম্ভৈঃ- ['আ' শব্দে সম্যকরূপে] পবিত্র উত্তম জলাদি দ্বারা কুম্ভের সম্যক্ রূপে পূরণ বুঝানো হল স্বলঙ্কৃত- [সু+অলঙ্কৃত] 'সু' শব্দের

তাং সম্প্রবিষ্টৌ বসুদেবনন্দনৌ বৃতৌ বয়স্যৈর্নরদেববর্ত্মনা।
দ্রষ্টুং সমীয়ুস্ত্বরিতাঃ পুরস্ত্রিয়ো হর্ম্ম্যাণি চৈবারুরুহুর্নৃপোৎসুকাঃ ॥ ২৪ ॥

২৪। **অন্বয়ঃ** হে নৃপ! নরদেববর্ত্মনা (রাজমার্গেণ) তাং (মথুরাপুরীং) সংপ্রবিষ্টৌ বয়স্যৈঃ বৃতৌ বসুদেবনন্দনৌ দ্রষ্টুং পুরস্ত্রীয়ঃ ত্বরিতা সমীয়ুঃ (আজগ্মুঃ তথা) উৎসুকাঃ [সত্যঃ] হর্ম্ম্যাণি চ এব আরুরুহুঃ।

২৪। **মূলানুবাদঃ** বয়স্যগণে পরিবৃত কৃষ্ণ-বলরাম নগরের একেবারে ভিতরে প্রবেশ করে গেলে ওখানকার স্ত্রীদের কৃষ্ণদর্শন-উৎকণ্ঠা বিবৃত করা হচ্ছে—তিনটি শ্লোকে—

হে রাজা পরীক্ষিৎ! বয়স্যগণে পরিবৃত বসুদেব-নন্দন কৃষ্ণ-বলরাম রাজপথ ধরে নগরের একেবারে ভিতরে প্রবেশ করলে ওখানকার নারীগণ কৃষ্ণ-বলরামের নিকটবর্তী স্থানে চলে এলেন এবং উচ্চ অট্টালিকার উপর তরতর করে উঠে গেলেন দর্শন-উৎকণ্ঠায়।

ব্যঞ্জনা দেখান হচ্ছে—দধি, চন্দন ইত্যাদি দ্বারা অলঙ্কৃত। [শ্রীস্বামিপাদ— **সবৃন্দরম্ভাক্রমুকৈঃ**—ছড়া সহিত কলা গাছ ও সুপারীর গাছ দ্বারা। **কেতুভিঃ**—পতাকা দ্বারা। **সপট্টিকৈঃ**—এক বিঘত পরিমিত পট্টবস্ত্র বেষ্টিত পূর্ণকুম্ভের দ্বারা স্বলঙ্কৃত। —মথুরামণ্ডলে এরূপ রীতি প্রচলিত—বহির্দ্বারের দুপাশে চালের উপরে পূর্ণকুম্ভ স্থাপিত হবে—তার চতুর্দিক ফুলের মালায় বেষ্টিত থাকবে, গলায় থাকবে বিঘত পরিমিত পট্টবস্ত্র, মুখে আম্রাদি পল্লব, তার উপর অন্য পাত্রে দীপাবলী, এর নিকটে কলা ও সুপারী গাছ, উপরে চাঁদোয়া ধ্বজা]। শ্রীস্বামিটীকায় 'তোরণানি চ' —'চ' শব্দে কপাট দ্বারের পর্দা —এ হেতু সু-অলঙ্কৃত হল দ্বারযুক্ত গৃহনিবহ ॥ জী০ ২৩ ॥

২৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** আপূর্ণৈঃ কুম্ভৈঃ। দধিচন্দনেত্যাদিষড়্বিশেষণবিশিষ্টৈঃ স্বলঙ্কৃতানি দ্বারাণি যেষাং তে গৃহা যস্যাং তাং বৃন্দং ফলসংহতিঃ। রম্ভাঃ কদল্যঃ। ক্রমুকাঃ কেতবো ধ্বজাঃ সপতাকাঃ পট্টীকাঃ বিতস্তিবিস্তারপট্টবস্ত্রখণ্ডানি। অত্রেয়ং রীতিঃ। দ্বারেষু ভয়তস্তণ্ডুলানামুপরি কুম্ভাঃ তৎপরিতঃ প্রসূনাবলয়ঃ। কুম্ভানাং কণ্ঠেষু পট্টীকাঃ। মুখেষু চূতাদিপল্লবাঃ। তদুপরি স্বর্ণপাত্রে দীপাবলয়ঃ। কুম্ভানাং পার্শ্বদ্বয়ে রম্ভাবৃক্ষদ্বয়ম্। অগ্রে পশ্চাচ্চ ক্রমুকবৃক্ষদ্বয়ম্। কেতবঃ কুম্ভালম্বাঃ। ॥ ২৩ ॥

২৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** আপূর্ণকুম্ভৈঃ—পূর্ণকুম্ভ সকলে, দধিচন্দন ইতি—দধিচন্দনে সিক্ত 'প্রসূন' প্রভৃতি ছয়টি বিশেষণে বিশিষ্ট পূর্ণকুম্ভে সু-অলঙ্কৃত দ্বারযুক্ত গৃহ সমূহে শোভন মথুরাপুরী দেখতে লাগলেন কৃষ্ণ। **সবৃন্দরম্ভাক্রমুকৈঃ**—ফলের ছড়ি সংযুক্ত কলাগাছ ও সুপারি গাছ **সকেতুভিঃ**—পতাকায় শোভন **সপট্টিকৈঃ**—এক বিঘত পরিমিত পট্টবস্ত্র খণ্ড সমূহে মণ্ডিত পূর্ণকুম্ভ সকল। এই মঙ্গল ঘট স্থাপনের রীতি এরূপ, যথা—দ্বারের উভয় পার্শ্বে তণ্ডুলের উপরে ঘট স্থাপন করে সেই ঘটের চতুর্দিকে ফুল ছড়িয়ে দেওয়া হয়। ঘটের গলে পরিয়ে দেওয়া হয় পট্টবস্ত্র, মুখে আম্রাদি পল্লব-তার উপরে স্বর্ণপাত্রে দীপাবলী শ্রেণী। ঘটের দুই পাশে দুটি কলা গাছ। সম্মুখ ও পশ্চাৎ দেশে দুটি সুপারি বৃক্ষ। পতাকা থাকে ঘটকে অবলম্বন করে। ॥ বি০ ২৩ ॥

কাশ্চিদ্বিপর্যগ্‌ধৃতবস্ত্রভূষণা বিস্মৃত্য চৈকং যুগলেম্বথাপরাঃ।
কৃতৈকপত্রশ্রবণৈকনূপুরা নাঙ্‌ক্ত্বা দ্বিতীয়ন্ত্বপরাশ্চ লোচনম্‌॥ ২৫ ॥

২৫। **অন্বয় ঃ** কাশ্চিৎ [পুরস্ত্রিয়ঃ ঔৎসুক্যাৎ] বিপর্য্যগ্‌ধৃত-বস্ত্র ভূষণাঃ, যুগলেষু একং বিস্মৃত্য চ [সমীয়ু ইতি পূর্বেণান্বয়ঃ] অথ অপরাঃ কৃতৈক পত্র-শ্রবণৈক-নূপুরাঃ (কৃতমেকমেব পত্রং যয়োস্তে শ্রবণে যাসাং একমেব নূপুরং যাসাং তাশ্চ) [তথা সত্যঃ সমীয়ুঃ] অপরাঃ চ দ্বিতীয়ং লোচনং তু নাঙ্‌ক্ত্বা (অনঙ্‌ক্ত্বা একস্মিন্নেব লোচনে অঞ্জনং নিধায়ৈব সমীয়ুরিতি শেষঃ)।

২৫। **মূলানুবাদ ঃ** 'কৃষ্ণ বলরাম এসেছে' এরূপ জন-কোলাহল শুনে দর্শন-উৎকণ্ঠায় পুর-স্ত্রী সকল ছুটে এলেন—কেউ কেউ বস্ত্র-ভূষণ উল্টাপাল্টা করে পরেই, অপর কেউ কেউ জোড়ায় জোড়ায় ধারণীয় কঙ্কন-কুণ্ডলের মধ্যে ভুলে একটি একটি পরেই, আবার অপর কেউ কেউ কানবালা-নূপুর একটি একটি পরেই, আবার অপর কেউ কেউ এক চোখে কাজল পরে দ্বিতীয় চোখে না পরেই।

২৪। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** তামিতি ত্রিকম্‌, সংপ্রবিষ্টাবিত্যুক্তং, সম্যক্‌ প্রবেশমেব দর্শয়তি—বৃতাবিত্যাদিনা। সমীয়ুঃ সম্যক্‌ নৈকট্যেন, কিংবা সংঘশঃ প্রাপ্তা এব হর্ম্ম্যাণি চারুরুহুরেব, নিবারিতা অপি ন নিবৃত্তা বভূবুরিত্যর্থঃ। স্বয়মপ্যৌৎসুক্যাৎ সম্বোধয়তি—নৃপেতি। অত্র টীকায়াং দ্বিতীয়ান্তমিত্যর্থঃ॥

২৪। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ তাম্‌ সম্প্রবিষ্টৌ**—পর পর তিনটি শ্লোকে বলা হচ্ছে, কৃষ্ণ সম্পূর্ণরূপে 'তাম্‌' মথুরাপুরীর ভিতরে প্রবেশ করে গেলে মথুরার নারীগণ যা যা করলেন। **সমীয়ুঃ**—আগমন করলেন, কৃষ্ণের খুব কাছাকাছি এলেন মথুরা নারীগণ। কিম্বা সকলে এক সঙ্গে মিলিত হয়ে এলেন **হর্ম্ম্যাণি চ**—এবং উচ্চ অট্টালিকার উপরে **আরুরুহুঃ**—তরতর করে উঠে গেলেন, উৎসুক হয়ে—নিবারিত হয়েও নিবৃত্ত হলেন না। শুকদেব নিজেও উৎসুকতা বশতঃ মহারাজ পরীক্ষিৎকে সম্বোধন করলেন 'হে নৃপ'।

২৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** নরদেবর্ত্মনা রাজমার্গেণ পুরীং প্রবিষ্টৌ রামকৃষ্ণৌ দ্রষ্টুং পুরস্ত্রিয়ঃ সমীয়ুঃ সংহত্যা জগ্মুঃ। হর্ম্যানি চ কাশ্চিদারুরুহুঃ ॥ ২৪ ॥

২৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ নরদেব বর্ত্মনা**—রাজপথ দিয়ে মথুরা সহরে প্রবিষ্ট রামকৃষ্ণকে দেখবার জন্য মথুরার নারীগণ **সমীয়ুঃ**—দলবদ্ধ হয়ে আগমন করলেন। কেউ কেউ উচ্চ অট্টালিকায় আরোহণ করলেন।

২৫। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** কাশ্চিদিতি—নিস্বনং নিশম্যেতি দ্বিতীয়শ্লোকস্থেন সর্ব্বেষামেবান্বয়ঃ। তয়োঃ সন্দর্শনেন পৌরজনানাং হর্ষকোলাহলং শ্রুত্বেত্যর্থঃ। যুগলেম্বিত্যত্র চকারান্বয়ঃ, একমিতি জাতাবেকত্বং, কাশ্চিদ্বিপর্য্যগিত্যাদিলক্ষণাঃ সত্যো যুগ্মতয়া ধার্য্যেষ্বপ্যেকমেবং বিস্মৃত্য সমীয়ুরিত্যর্থঃ। অথেত্যর্থান্তরারম্ভে, অপরা একপত্রৈক-নূপুরমাত্রাভরণীকৃতাঙ্গ্যঃ সত্যো লোচনমঙ্‌ক্তুমারব্ধবত্যোঽ-

অশ্নন্ত্য একাস্তদপাস্য সোৎসবা অভ্যজ্যমানা অকৃতোপমজ্জনাঃ।
স্বপন্ত্য উত্থায় নিশম্য নিঃস্বনং প্রপায়য়ন্ত্যোঽর্ভমপোহ্য মাতরঃ ॥ ২৬ ॥

২৬। অন্বয় ঃ একাঃ অশ্নন্ত্যঃ (ভুঞ্জানাঃ সত্যঃ) তৎ ভোজনম্ অপাস্য (ত্যক্ত্বা) সোৎসবা (হর্ষাভারাক্রান্ত চিত্তাঃ সমীয়ুঃ ইতি শেষঃ), অভজ্যমানা (সখীভিঃ ক্রিয়মাণ তৈলভ্যঙ্গাঃ একাঃ) অকৃতোপমজ্জনাঃ (অকৃতস্নানা এব) সমীয়ুঃ স্বপন্ত্যঃ (নিদ্রিতাঃ একাঃ পুরস্ত্রিয়ঃ) নিঃস্বনং (জনকোলাহলং) নিশম্য (শ্রুত্বা) উত্থায় [সমীয়ুঃ] প্রপায়য়ন্ত্য (শিশুংস্তনং পায়য়ন্ত্যঃ) মাতরং অর্ভং (শিশুম্) অপোহ্য (ত্যক্ত্বা সমীয়ুঃ)।

২৬। মূলানুবাদ ঃ (পুরস্ত্রী সকল কৃষ্ণ দর্শনে ছুটে চলে এলেন যার যার কাজ ছেড়ে দিয়ে) —কেউ কেউ ভোজন করতে করতে ভোজন ছেড়ে দিয়ে, কেউ কেউ আরব্ধ বিবাহাদি অসমাপ্ত অবস্থাতেই ছেড়ে দিয়ে, কেউ কেউ সখী কর্তৃক আরব্ধ তৈল-মর্দন অসমাপ্ত অবস্থাতে ছেড়ে দিয়ে, কেউ কেউ আরব্ধ স্নান অসমাপ্ত অবস্থায় ছেড়ে দিয়ে, নিদ্রাচ্ছন্ন অপর কেউ কেউ ঐ আচ্ছন্নতা ত্যাগ করত উঠে পড়ে, এবং মায়েরা নিজ নিজ সদ্যজাত শিশুকে স্তনপান করানো অবস্থায় ত্যাগ করে চলে এলেন।

প্যেকমপ্যনঙ্ক্তা সমীয়ুঃ, অপরাস্তু তথাভূতা দ্বিতীয়ং লোচনমনঙ্ক্তা সমীয়ুরিত্যর্থঃ। চ-শব্দোঽনুক্তসমুচ্চয়ে ; তেনান্যদপি জ্ঞেয়ম্। স্বলোচনমিতি তু পাঠো বহুত্র। স্বশব্দেনাবেশাতিশয়ঃ সূচিতস্তথাপীত্যর্থঃ।।
॥ জী° ২৫ ॥

২৫। শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ ২৫ শ্লোকের 'কশ্চিৎ' 'অপরাঃ' ইত্যাদি পদের সহিত ২৬ শ্লোকস্থ 'নিশম্য নিঃস্বনং' বাক্যের সহিত অন্বয় করেই ব্যাখ্যা হবে অর্থাৎ ২৫ শ্লোকের স্ত্রীগণ সকলেই 'কৃষ্ণ বলরাম এসেছে' এরূপ [নিশম্য নিঃস্বনং] জনকোলাহল শুনে দর্শনের উৎকণ্ঠায় বসন ভূষণ, উল্টাপাল্টা করে পরেই ধেয়ে চললেন, - যা জোড়ায় জোড়ায় ধারণ যোগ্য, সেই কঙ্কণ-কুণ্ডলের মধ্যে একটি ভুলে অর্থাৎ এক হাতে এক কানে কঙ্কণ-কুণ্ডল পরেই চললেন ['একং' একবচন জাতি হিসেবে ব্যবহার] কাশ্চিৎ বিপর্য্যগ্ ধৃতবস্ত্র ভূষণা—উল্টাপাল্টা বসনভূষণে চিহ্নিতা কোনও কোনও মথুরা-নারী। অথ—বিষয়ান্তর করবার আরম্ভ সূচক পদ। অপরাঃ—অপর কেউ কেউ, এক পত্র—কান-বালা ও এক নূপুর মাত্র আভরণে সজ্জিতা হয়ে, অর্থাৎ চোখে কাজল পরা আরম্ভ করে বা-চোখে পরলেন তো ডান চোখে না পরেই কৃষ্ণের নিকট চলে গেলেন। তথাভূতা অন্য কেউ কেউ ডান চোখে পরলেন তো বা চোখে না পরেই চললেন। 'অপরাঃ চ' 'চ' শব্দে অনুক্ত যা রয়ে গেল, সেই অন্য সব কিছু ধরে নিতে হবে। 'চ লোচন' স্থানে পাঠ 'স্ব লোচন' পাঠও বহুস্থানে দেখা যায়। —'স্ব' শব্দে এই কাজল পরায় অতিশয় আবেশ সূচিত হল, - কাজল পরায় অতিশয় আবেশ থাকলেও তা ছেড়ে দিয়ে ধেয়ে চললেন। ।। জী° ২৫ ।।

২৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** ঔৎসুক্যং বিবৃণোতি,—দ্বাভ্যাম্। কাশ্চিদিতি বিপর্যক্ বিপরীতং যথা স্যাত্তথা ধৃতানি বস্ত্রাণি বিভূষণানি চ যাভিস্তাঃ। যুগলেষু ধার্যেষু কুণ্ডলকঙ্কণাদিষু মধ্যে একমেকং বিস্মৃত্য সমীয়ুঃ। কৃতমেকৈকমেব পত্রং শ্রবণেষু যাভিঃ। একৈকমেব নূপুরং যাসাং তাশ্চ তাশ্চ তাঃ। দ্বিতীয়ং স্বলোচনং ন অঙ্ক্ত্বা কিন্ত্বেক বামমেব কজ্জলেনাঙ্ক্ত্বেত্যর্থঃ ॥ বি° ২৫ ॥

২৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** মথুরা-নারীদের উৎসুকতা বিবৃত করা হচ্ছে—দুইটি শ্লোকে 'কাশ্চিৎ ইতি'। **বিপর্য্যক ইতি**—উল্টাপাল্টা করে পরা বস্ত্র-ভূষণা স্ত্রীগণ। জোড়ায় জোড়ায় ধারণীয় কুণ্ডল-কঙ্কণের মধ্যে এক এক পরতে ভুলে গিয়ে, সেই অবস্থাতেই কৃষ্ণের নিকট চলে গেলেন; **কৃতৈকপত্র শ্রবণে**—এক এক কানে কানবালা পরেই চললেন। এক এক চরণে নূপুর পরেই কেউ কেউ চললেন। **নাঙ্ক্ত্বা ইতি**- অন্য কোনও কোনও গোপী এক চোখে কাজল পরে দ্বিতীয় চোখে না পরেই চললেন। ॥ বি° ২৫ ॥

২৬। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা ঃ** তদপাস্যেতি সর্ব্বত্রাপ্যন্বয়ঃ। তত্র প্রথমতঃ তদ্ভোজনং ত্যক্ত্বা আচমনঞ্চাকৃত্বেতি বোদ্ধব্যম্। একাঃ সোৎসবা বিহারাদি-কর্ম্মপরা বিবাহ্যমানাদয়শ্চ, তত্তদপাস্য, যদ্বা, সর্ব্বত্রৈব হেতুঃ—সোৎসবা হর্ষভরাক্রান্তচিত্তা ইতি। স্বপন্ত্যঃ স্বপত্যঃ, উত্থায় তদপাস্যেতি নিদ্রাজাড্যং ত্যক্ত্বেত্যর্থঃ। অর্ভং নিজ-নব বালকং স্তন্যং নিপায়য়ন্ত্যস্তদপাহ্য তন্নিপায়নং ত্যক্ত্বা পশ্চাত্তমপ্যপোহ্য ইত্যর্থঃ। মাতর ইতি স্নেহবিশেষঃ সূচিতস্তথাপ্যাসামেবমনুক্রমোক্তিঃ স্বাগমনানুক্রমেণ জ্ঞেয়া ॥

২৬। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ তদ্ অপাস্য**—তা ছেড়ে দিয়ে, এই পদটি সর্বত্রই অন্বয় হবে। শ্লোকে প্রথমে **অশ্নন্ত্যা**—ভোজন করতে করতে সেই ভোজন ত্যাগ করেও না আঁচিয়েই চললেন, এরূপ বুঝতে হবে **একাঃ**—কোন কোন রমণী **সোৎসবা**—[স + উৎসবা] বিহারাদি কর্মপরা বা বিবাহাদি হচ্ছে এমন অবস্থায়, তাও ছেড়ে দিয়ে চললেন। অথবা, সর্বত্রই হেতু 'সোৎসবা' অর্থাৎ হর্ষভারাক্রান্তা। **স্বপন্ত্যা**—নিদ্রাচ্ছন্ন অপর কোন কোন রমণী **উত্থায়**—উঠে পড়ে 'তদ্অপাস্য' নিদ্রাচ্ছন্নতা ত্যাগ করে চললেন। **অর্ভং**—মায়েরা নিজ নিজ সদ্যজাত শিশুকে স্তন পান করানো অবস্থায় 'তদ্ অপাস্য' সেই স্তন পান করানো ত্যাগ করে **অপোহ্য**—পশ্চাৎ সেই শিশুকেও সরিয়ে রেখে চললেন। এখানে 'মাতর' পদে স্নেহবিশেষ সূচিত হল—তথাপি মথুরা-স্ত্রীদের এরূপ আগমন-অনুক্রম-উক্তি অনায়াস-আগমন অনুক্রমেই হয়েছে—অর্থাৎ কাজ ফেলে আসাটা যার যতটা অনায়াস-সাধ্য সে ততটা আগে ছুটে চলে এসেছেন, উৎকণ্ঠা সকলেরই সমান থাকলেও। তাই সদ্য স্তন দিতে দিতে সদ্যজাত শিশুকে ফেলে আসা সবচেয়ে কঠিন বলে তাঁদের আসাটা সকলের শেষে উক্ত হয়েছে।

॥ জী° ২৬ ॥

২৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** তৎ অশনম্। সোৎসবা ইতি বিবাহাদিকর্মপরাস্তত্তৎ কর্ম ত্যক্ত্বা পরিণীয়মানাঃ কন্যাশ্চ পতিপরিক্রমণমসমাপ্যৈবেত্যর্থঃ। সখীভিরভ্যজ্যমানাঃ এব তাঃ সখীস্তিরস্কৃত্য অভ্যঙ্গমপ্যসমাপ্যেত্যর্থঃ। ন কৃতমুপ আধিক্যেন মজ্জনং যাভিস্তাঃ স্নানমপ্যসমাপ্য ক্লিন্নগাত্র্য এবেত্যর্থঃ। নিতরামতিযত্নেন পায়য়ন্ত্য ইতি স্বয়ং পাতুমজানন্তং সদ্য প্রসূতমর্ভকমপ্যপোহ্যেত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

মনাংসি তাসামরবিন্দলোচনঃ প্রগল্‌ভলীলাহসিতাবলোকৈঃ।
জহার মত্তদ্বিরদেন্দ্রবিক্রমো দৃশাং দদচ্ছ্রীরমণাত্মনোৎসবম্ ॥ ২৭ ॥

২৭। **অন্বয়ঃ** মত্তদ্বিরদেন্দ্রবিক্রমঃ অরবিন্দ লোচনঃ প্রগল্‌ভলীলা-হসিতাবলেকনৈঃ শ্রীরমণাত্মনা (শ্রিয়ং রময়তি ইতি শ্রীরমণঃ তেন 'আত্মনা' বপুষা) তাসাং দৃশাং (নেত্রাণাং) উৎসবং দদৎ মনাংসি জহার (হৃতবান্)।

২৭। **মূলানুবাদ ঃ** মত্তগজরাজ-বিক্রম, অরবিন্দলোচন শ্রীকৃষ্ণ প্রগল্‌ভলীলা ও তৎভাব সূচক মৃদু হাসি মাখা অবলোকনে ও লক্ষ্মীদেবীর রতিজনক শরীরের সৌন্দর্যে মথুরা-রমণীদিকে চাক্ষুষ-সম্ভোগ দানে বিহ্বল করে মন হরণ করলেন।

২৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** একাস্তদপাস্য—[একাঃ+তদ্+অপাস্ত] 'তৎ' ভোজন। **সোৎসবা**—বিবাহাদি কর্মপরা 'একা' কোনও কোনও মথুরানারী সেই কর্ম 'অপাস্ত' ত্যাগ করে অর্থাৎ বিবাহ হচ্ছে, এমন অবস্থায়ও পতি-পরিক্রমা সমাপ্ত না করেই চললেন। **অভ্যজ্যমানা**—সখী-গণের দ্বারা তৈল মর্দন হচ্ছে, এমন অবস্থাতেই সেই সখীদের অবহেলা করত তৈল মর্দন অসমাপ্ত রেখেই চললেন। **অকৃতোপমজ্জনাঃ**—'উপ' ভাল করে 'মজ্জন' স্নান হয়নি, এমত অবস্থায় অর্থাৎ কোনও কোনও স্ত্রী স্নান অসমাপ্ত রেখে ময়লা গায়েই চললেন। **প্রপায়ন্তঃ**—অতিশয় যত্নে স্তন পান করাতে করাতে **অভ্যপোহ্য**—নিজে নিজে পান করতে জানে না, এমন সদ্যজাত শিশুকে স্তন দান করাতে করাতে তাকে ফেলে রেখেই চললেন। ॥ বি° ২৬ ॥

২৭। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** দূরতস্তাবৎ শ্রিয়োঽপি রতিজনকেন বপুষৈব দৃশামুৎ-সবং দদৎ। তত্রাপি মত্তদ্বিরদেন্দ্রবিক্রমত্বেন দৃশ্যমানো দৃশান্তং দদৎ। নৈকট্যে তু সতি তত্রাপ্যরবিন্দলোচনতয়া দৃশ্যমানো দৃশান্তং দদৎ, তত্রাপি প্রগল্‌ভ-লীলাহসিতাবলোকনৈর্দৃশান্তং দদৎ ; তাসাং মনাংসি জহারেত্যর্থঃ। **প্রগলভাঃ** মনোহরণসমর্থাঃ, কৈশোরত্বেন বৈদগ্ধীপরাকাষ্ঠাং প্রাপ্তা বা যা লীলা ভ্রূনর্ত্তনাদয়ঃ হসিতানি চ, তত্তদ্ভাবসূচকস্মিতভেদাঃ, তদ্যুক্তৈরবলোকনৈরিতি মত্তদ্বিরদস্যেব বিক্রমঃ, পরাক্রমবিশিষ্ট চরণন্যাসৌ যস্যেতি চ বিগ্রহঃ। জাত্যপেক্ষয়া একত্বেনাপ্যর্থসিদ্ধৌ মনাংসীতি, ব্যক্ত্যপেক্ষয়া বহুবচনং হ্রিয়মাণবাহুল্যস্য স্পষ্টী-ভাবনৈবার্থচমৎকারঃ স্যাদিতি। জহারেতি—মনসাং নিধিত্বোৎপ্রেক্ষা ব্যঞ্জিতা, তেন তল্লোভ্যত্বঞ্চ, যুক্তঞ্চ তৎ সপ্রেমত্বাত্তেষাম্। উৎসবং দদৎ জহারেতি শ্লেষেণ হরণাচাতুরী দর্শিতা। অন্যোঽপি চতুরলুব্ধো মহোৎসবাদিভির্জনান্ প্রলোভ্য তদ্ধনানি গৃহ্ণাতীতি ইয়ং দর্শনক্রমেণ ব্যাখ্যা। পাঠক্রমেণ ত্বেবম্—অরবিন্দলোচন এব সন্ জহার, কিমুত তাদৃশ-তদধিকাধিকানন্তলীলাশ্রয়তা তাদৃশ-খণ্ডবপুষেতি, অতএব সাধকতমত্ব-বিবক্ষয়া উত্তরোত্তরত্র তৃতীয়া ॥

২৭। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ শ্রীরমণাত্মনঃ**—[শ্রিয়ং রময়তি ইতি শ্রীরমণঃ] শ্রীলক্ষ্মীদেবীরও রতি জনক 'আত্মনা' শরীর দ্বারাই কৃষ্ণ রমণীদের **উৎসবং**—নয়নের আনন্দ **দদৎ**—দান করলেন, চোখে দেখা যায়, এমন দূর থেকে। এর মধ্যেও আবার **মত্তদ্বিরদ ইতি**—মত্তগজরাজ বিক্রমশালীরূপে প্রতিভাত হয়ে 'দৃশান্তং দদৎ'—মন হরণ করলেন। এর মধ্যেও আবার নিকটস্থ হয়ে **অরবিন্দলোচনঃ**—লোচনের সৌন্দর্যে মথুরা নারীদের 'দৃশান্তং দদৎ' মন হরণ করলেন। এর মধ্যেও আবার **প্রগল্‌ভলীলা হসিত**—প্রগল্‌ভলীলা হসিত অবলোকনের দ্বারা তাঁদের 'দৃশান্তং দদৎ' মন হরণ করলেন। —'প্রগল্‌ভঃ' প্রতিভা—মন হরণে সমর্থ, বা কৈশোর ধর্মে বৈদগ্ধী পরাকাষ্ঠা প্রাপ্তা ভ্রূনর্তনাদি যে সব লীলা ও সেই সেই ভাবসূচক বিভিন্ন মৃদু হাসি —এই সবের মিশ্রণে রঙ্গীলা চাহনিতে তাঁদের মন হরণ করলেন। **মত্তদ্বিরদেন্দ্র বিক্রমো**—মত্তগজরাজবিক্রম কৃষ্ণ —পরাক্রমবিশিষ্ট পদবিন্যাসে ধীরোদাত্ত বিগ্রহ রূপে প্রতিভাত কৃষ্ণ **মনাংসি জহার**—মন সকল হরণ করলেন —জাতি অপেক্ষায় 'মন' শব্দটি এক হলেও এখানে অর্থসিদ্ধি বিষয়ে প্রকাশ অপেক্ষায় বহুবচন ব্যবহার হয়েছে —এতে হরণ বাহুল্যের স্পষ্টীভাবনা দ্বারা অর্থ চমৎকার হয়েছে। **জহার ইতি**—মন হরণ করলেন, এরূপে মনের নিধিত্ব-উপমা ব্যঞ্জিত হল —সুতরাং এই মথুরা-নারীদের মন যে কৃষ্ণের পক্ষে লোভনীয় তাই ব্যঞ্জিত হল এই উপমায়। এই নারীদের মন প্রেম নিষিক্ত হওয়ায় ইহা যুক্তিযুক্তই —'উৎসবং দদৎ' আনন্দ দান করে মন চুরি করলেন, এর দ্বারা হরণ-চাতুরী দেখান হল, অন্যত্রও দেখা যায়, ধান্দাবাজ লোক মহোৎসবের দ্বারা লোকদের প্রলোভিত করে তাঁদের ধন নিয়ে নেয় —এই ব্যাখ্যা মথুরা-নারীদের **কৃষ্ণদর্শনের ক্রম** অনুসারে করা হল। কিন্তু শ্লোকের **পাঠক্রমে ব্যাখ্যা** এইরূপ, যথা অরবিন্দলোচনের সৌন্দর্যের দ্বারাই মন হরণ করলেন —সর্ববিলাসের উপরে প্রতিষ্ঠিত নয়নের কটাক্ষের দ্বারা প্রকাশিত তাদৃশ বিক্রমে যে মথুরা-নারীদের মন হরণ হল, এতে আর বলবার কি আছে। শ্রীলক্ষ্মীদেবীদের রতিজনক বপু দ্বারাই যদি হরণ হয়, তবে এতাদৃশ লীলার থেকে অধিক-অধিক অনন্ত লীলার আশ্রয় তাদৃশ অখণ্ডবপু দ্বারা যে হরণ হবে, সে আর বলবার কি আছে। —অতএব মথুরা নারীদের সাধকোত্তমতা বলার ইচ্ছায় 'নয়ন সৌন্দর্য' থেকে 'বপু' পর্যন্ত পর পর সন্নিবেশিত হয়েছে। জী° ২৭ ॥

২৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** শ্রিয়া স্বশোভয়ৈব রময়তি মথুরাঙ্গনাঃ ক্রীড়য়তীতি শ্রীরমণস্তেনাত্মনা দেহেন দৃশামুৎসবং দদৎ মনাংসি তাসাং জহারেতি চাক্ষুসসম্ভোগদানেন তা বিহ্বলীকৃত্যালক্ষিতমেব মনোরত্নানি চোরয়ামাসেত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

২৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ শ্রীরমণাত্মনা**—নিজ 'শ্রী' শোভা দ্বারা মথুরা নারীদের নয়ন-সুখদ হলেন, —এইরূপে শ্রীরমণ শব্দে কৃষ্ণ —এই কৃষ্ণ 'আত্মনা' দেহের সৌন্দর্যে ঐ নারীদের নয়নের **উৎসবং**—আনন্দ দায়ক হলেন। **মনাংসি জহার**—তাদের মন হরণ করলেন—চাক্ষুষ-সম্ভোগ দানে বিহ্বল করে অলক্ষিত ভাবে তাঁদের মনোরত্ন চুরি করলেন। ॥ বি° ২৭ ॥

দৃষ্ট্বা মুহুঃ শ্রুতমনুদ্রুতচেতসস্তং তৎপ্রেক্ষণোৎস্মিতসুধোক্ষণলব্ধমানাঃ।
আনন্দমূর্তিমুপগুহ্য দৃশাত্মলব্ধং হৃষ্যত্ত্বচো জহুরনন্তমরিন্দমাধিম্ ॥ ২৮ ॥

২৮। **অন্বয়ঃ** [হে] অরিন্দম! (নির্জিতকাম!) অনুদ্রুতচেতসঃ (নিরন্তরং প্রেম্ণা দ্রবীভূতং চেতো যাসাং তাঃ স্ত্রিয়ঃ) মুহুঃ শ্রুতং তং দৃষ্ট্বা তৎ প্রেক্ষণোৎস্মিত সুধোক্ষণ লব্ধমানাঃ (তস্য প্রেক্ষণঞ্চ 'উৎ' উৎকৃষ্ট স্মিতঞ্চ তদেব সুধা তয়ো 'উৎক্ষণং' সেচনং তেন লব্ধমানো যাভিস্তাঃ) দৃশা (নেত্রদ্বারেণ) আত্মলব্ধং (আত্মনি প্রাপ্তং) আনন্দ মূর্ত্তিং উপগুহ্য (আলিঙ্গ্য) হৃষ্যত্ত্বচঃ (রোমাঞ্চিত বিগ্রহাঃ সত্যঃ) অনন্তম্ আধিম্ (মনোব্যথাং) জহুঃ (তত্যজুঃ)।

২৮। **মূলানুবাদঃ** হে অরিদমন পরীক্ষিৎ! বারম্বার শ্রুত কৃষ্ণকে দর্শন করে বিগলিত-চিত্তা ও তাঁর নিরীক্ষণে ও স্মিতসুধা-সিঞ্চনে লব্ধাদরা মথুরা-রমণীগণ তাঁদের নয়নকোণদ্বারে মনে প্রাপ্ত আনন্দমূর্তি কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করত মহাপুলক-জড়িত হয়ে কৃষ্ণ-অদর্শন-জনিত অনন্ত মনোব্যাথা ভুলে গেলেন।

২৮। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ** অনুদ্রুতং বেগেন পশ্চাৎ সংলগ্নং, কিংবা নিরন্তরং প্রেম্ণা দ্রবীভূতং চেতো যাসাং তাঃ! এতচ্চ শ্রবণেনৈব, সুতরাং তু দর্শনেন। অয়মুপগূহনে হেতুঃ। কিঞ্চ, তদিতি উৎ উৎকৃষ্টং স্মিতং, যদ্বা, তাসাং শ্রীকৃষ্ণপ্রেক্ষণেন তস্য যদুদ্গতং স্মিতং, মানঃ সম্মানঃ, অনন্তমপি জহুঃ। তত্র হেতুঃ—আনন্দঘনবিগ্রহং তমুপগুহ্যেতি তৎ কথমাত্মলব্ধং মনোলব্ধত্বেন মনসৈবেত্যর্থঃ। তদপি কথম্? দৃশেতি—দৃশাত্মলব্ধমিতি তস্যাং দৃশি বাষ্পেণ বা লজ্জয়া বা মোহেন বা মুদ্রিতায়াং সত্যাং মনসি সাক্ষাদিব পরিস্ফূর্ত্ত্যা তত্র নিতেরাং সাক্ষাদিবালিঙ্গনসম্পত্তেরিতি ভাবঃ। উপগূহনলক্ষণং হৃষ্যত্ত্বচঃ মহাপুলকাচিতসর্ব্বাঙ্গ্য ইত্যর্থঃ। এতাদৃশঃ শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক-প্রেমরসবিশেষে বিঘ্নঃ প্রাকৃতশৃঙ্গারাদিরসঃ, নাতিবিচারতস্তস্মিন্নপি দৃষ্টিরেব বা অরিঃ, হে তদ্দমনেতি তদ্দমনত্বেনৈব ত্বাং প্রতি রসবিশেষোঽয়ং বর্ণ্যতে, অন্যথা ন বর্ণয়িষ্যত্যেবেতি ভাবঃ।

২৮। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ** **অনুদ্রুত চেতসঃ**—'অনুদ্রুতং' আবেগে কৃষ্ণে-সংলগ্ন চিত্ত যাঁদের কিম্বা নিরন্তর প্রেমে দ্রবীভূত চিত্ত যাঁদের সেই মথুরা-নারীগণ। আরও শ্রবণ হেতুই চিত্তের দ্রবতা, সুতরাং দর্শন করত **উপগুহ্য**—মনে মনে আলিঙ্গন—এই দর্শনই আলিঙ্গনে হেতু। আরও **তৎপ্রেক্ষণোৎস্মিত**—তার দর্শন ও 'উৎ' উৎকৃষ্ট অর্থাৎ মধুর মৃদু হাসি, এ দু-এর সেচনে, অথবা রমণীরা তাঁকে চেয়ে চেয়ে দেখতে থাকলে কৃষ্ণের মুখে যে মৃদু মধুর হাসি ফুটে উঠল (তার সেচনে), **লব্ধ-মানঃ**—লব্ধ সম্মান রমণীগণ মনোব্যথা অনন্ত হলেও তা ভুলে গেলেন—এ বিষয়ে হেতু বিগ্রহটি ঘনীভূত আনন্দ—এই বিগ্রহকে উপগুহ্য—আলিঙ্গন করলেন; কি করে সম্ভব হল? **আত্মলব্ধং**—মনো মধ্যে প্রাপ্ত হলেন, তাই মনের দ্বারাই আলিঙ্গন হল! তাই বা কি করে হল? **দৃশা ইতি**—ঐ বিগ্রহে

প্রাসাদশিখরারূঢ়াঃ প্রীত্যুৎফুল্লমুখাম্বুজাঃ।
অভ্যবর্ষন্ সৌমনস্যৈঃ প্রমদা বল-কেশবৌ ॥ ২৯ ॥

২৯। **অন্বয়ঃ** [অথ] প্রাসাদ-শিখরারূঢ়াঃ প্রীত্যুৎফুল্লমুখাম্বুজাঃ প্রমদাঃ বলকেশবৌ সৌমনস্যৈঃ (কুসুম সমূহৈঃ) অভ্যবর্ষন্ তয়োরুপরি পুষ্পবর্ষণং চক্রুঃ।

২৯। **মূলানুবাদঃ** প্রাসাদের চিলেকোঠায় উঠে গিয়ে প্রীতিবশে প্রফুল্ল মুখকমলা প্রমদাগণ বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের উপর স্মিতরূপ পুষ্পবর্ষণ করতে লাগলেন।

নেত্রপাতে মনো মধ্যে প্রাপ্ত হলেন —তাঁদের নয়ন বাষ্পে বা লজ্জায় বা মোহে বুজে গেলে সাক্ষাতের মতো স্পষ্ট স্ফূর্তিতে মনোমধ্যে প্রাপ্ত হলেন, তথায় সাক্ষাতের মতো গাঢ় আলিঙ্গন সম্পন্ন হল, এরূপ ভাব। এই আলিঙ্গনের লক্ষণ, হৃষ্যত্বচঃ—মহারোমাঞ্চ সর্বাঙ্গ পরিব্যপ্ত হল। এতাদৃশা কৃষ্ণ-বিষয়ক প্রেমরস-বিশেষ সম্বন্ধে বিঘ্ন হল প্রাকৃত শৃঙ্গারাদি রস বা বিশেষ কিছু বিচার না করে এই প্রাকৃত রসের প্রতি দৃষ্টিই 'অরি' বিঘ্ন —এই আশয়েই রাজা পরীক্ষিৎকে সম্বোধন করা হল, **হে অরিন্দম্**—হে পরীক্ষিৎ! তুমি তো বিঘ্ন দমন বলে প্রসিদ্ধ —এ-হেতুই তোমার প্রতি এই রসবিশেষ বর্ণন করা হচ্ছে, অন্যথা বর্ণন করা হতো না, এরূপ ভাব। ॥ জী° ২৮ ॥

২৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** অনুদ্রুতানি দর্শনং লক্ষ্যীকৃত্যৈব দ্রবীভূতানি চেতাংসি যাসাং তাঃ। তৎকর্তৃকং প্রেক্ষণং উৎকৃষ্টং স্মিতঞ্চ সুধা তয়া যদুক্ষণং সেচনং তেন লব্ধো মান আদরো যাভিস্তাঃ। দৃশা একস্যৈব নেত্রস্যাপাঙ্গদ্বারেণ উদ্ঘাটিতেন আত্মনি মনসি লব্ধং প্রাপ্তং স্বচ্ছন্দেনেবোপগুহ্য তদপ্রাপ্তি-জনিতমনন্তমাধিং জহুঃ। হে অরিন্দমেতি এতাদৃশ ভগবচ্চরিত্রশ্রবণমননাদিনৈব ত্বয়া কামাদয়ঃ শত্রবো জিতা ইতি ভাবঃ ॥ ২৮ ॥

২৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** অনুদ্রুত চেতসঃ—কৃষ্ণের চাহনির দিকে দৃষ্টি পড়তেই বিগলিতা চিত্তা, তৎপ্রেক্ষণোৎস্মিত ইতি—কৃষ্ণ কর্তৃক নিরীক্ষণ ও তাঁর মৃদু মধুর হাসিরূপ সুধা সিঞ্চনে লব্ধমানাঃ—লব্ধ-আদরা মথুরা-রমণীগণ দৃশাত্মলব্ধং—তাঁদের একটি নয়নের উদ্ঘাটিত কটাক্ষদ্বারে 'আত্মনি' মনে প্রাপ্ত আনন্দমূর্তিং তং—আনন্দমূর্তি কৃষ্ণকে উপগুহ্য—আলিঙ্গন করত কৃষ্ণ-অপ্রাপ্তি-জনিত অনন্ত দুঃখ ত্যাগ করলেন। ॥ বি° ২৮ ॥

২৯। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ** আধিত্যাগ-লক্ষণমাহ -প্রাসাদেতি। পূর্ব্বং হর্ম্ম্যা-ণ্যারুরুহুরিত্যুক্তম্, ইদানীঞ্চ প্রাসাদাগ্রভাগানারূঢ়া ইতি ঔৎসুক্যাধিক্যং দর্শিতম্। বলং কেশবং চাভিতো বর্ষন্ একত্র স্থিতত্বাৎ; যদ্বা, শ্রীকৃষ্ণাগ্রজত্বেন তস্মিন্নোপভুক্তেঃ। প্রমদাঃ শ্রীকৃষ্ণভাবেন প্রকৃষ্টমদা ইত্যেব তাৎপর্য্যম্। অয়মভিবর্ষণে হেতুঃ—কংসাদভয়ে চ বলকেশবাবিতি বলাধিক্যকেশিহন্তৃত্বস্ফূর্ত্তেঃ। সর্ব্বেষাং তদা তদ্বিষয়কমপি ভয়ং ন জাতমিতি ভাবঃ, বলস্যাদৌ নির্দ্দেশঃ শ্রেষ্ঠত্বেনাগ্রে গমনাৎ ॥

দধ্যক্ষতৈঃ সোদপাত্রৈঃ স্রগ্‌গন্ধৈরভ্যুপায়নৈঃ।
তাবানর্চ্চুঃ প্রমুদিতাস্তত্র তত্র দ্বিজাতয়ঃ ॥ ৩০ ॥

৩০। অন্বয় ঃ দ্বিজাতয়ঃ (ব্রাহ্মণাঃ) প্রমুদিতাঃ [সন্তঃ] তত্রতত্র (পথি) দধ্যক্ষতৈঃ (দধিভিঃ অক্ষতৈশ্চ) সোদপাত্রৈঃ (উদকপূর্ণঘট সহিতৈঃ) স্রগ্‌গন্ধৈঃ, অভ্যুপায়নৈঃ (অন্যৈঃ মঙ্গলায়ন ফলাদিভিঃ) তৌ রামকৃষ্ণৌ আনর্চ্চুঃ (পূজয়ামাসুঃ)।

৩০। মূলানুবাদ ঃ কোমল চিত্তা পুরস্ত্রী কর্তৃক কৃষ্ণ-সম্মাননা বলবার পর ব্রাহ্মণদের কার্যাবলী বলা হচ্ছে—

ব্রাহ্মণগণ, পরমানন্দিত হয়ে পথের স্থানে স্থানে জলপূর্ণঘট সমন্বিত দধি প্রভৃতি মঙ্গললক্ষণ দ্রব্যে এবং অন্য মঙ্গললক্ষণ ফলাদি উপায়নে কৃষ্ণরামকে পূজা করলেন।

২৯। শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ মনোব্যথা-ত্যাগের লক্ষণ বলছেন—প্রাসাদ ইতি। পূর্বে বলা হয়েছে প্রাসাদে উঠে দাঁড়ালেন, এখন বলছেন প্রাসাদের শিখরে অর্থাৎ চিলে কোঠায় উঠে দাঁড়ালেন —এইরূপে ঔৎসুক্যের আধিক্য দর্শিত হল। বলরাম ও কৃষ্ণ উভয়ের উপরই পুষ্পবৃষ্টি বলার হেতু, তাঁদের দু'জনের একত্র স্থিতি।

অথবা, কৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভাই, এই সম্বন্ধ নিয়েই রামের উপরও বর্ষণ, এই রমণীগণ শ্রীকৃষ্ণ-ভাবেই প্রমদা—[প্র+মদ] সম্মোহিতা, এরূপ তাৎপর্য। আরও এই অভিবর্ষণে অর্থাৎ এই মধুর মৃদু হাসিরূপ পুষ্প সর্বতোভাবে বর্ষণে হেতু, কংস থেকে নির্ভয়তা প্রাপ্তি। আরও বলকেশবৌ—বলাধিক্যে বলরামের ও কেশিহন্তা রূপে কৃষ্ণের স্ফূর্তি হেতু সকলেরই সেই সময়ে কংস থেকে আর ভয় থাকল না, এরূপ অর্থ। বলদেবের আগে নির্দেশে হেতু, জ্যেষ্ঠ ভাই বলে তাঁর আগে আগে গমন। ॥ জী০ ২৯ ॥

২৯। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ সুমনসাং তাসাং কর্মাণি ভাবেঙ্গিতানি সৌমনস্যানি তৈর্হেতুভিরভ্যবর্ষন্ কুসুমানি স্মিতানি বেতি শেষঃ। ॥ ২৯ ॥

২৯। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ সৌমনস্যৈঃ—সুমনা তাঁদের ভাব-ইসারা ক্রিয়া-কলাপ-রূপ পুষ্প বর্ষণ, বা স্মিতরূপ কুসুম বর্ষণ করতে লাগলেন কৃষ্ণের উপর। ॥ বি০ ২৯ ॥

৩০। শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা ঃ ইত্থং প্রায়ো মৃদুলতমহৃদয়তয়া ভাববিশেষযুক্তাভিঃ স্ত্রীভিরাদৌ শ্রীভগবৎসম্মানমুক্ত্বা ব্রাহ্মণৈঃ কৃতমাহ—দধীতি। উদকপূর্ণঘটসহিতৈর্দধ্যাদিভিরুপায়নৈরপ্যন্যৈর্মঙ্গলায়নফলাদিভিঃ। নন্বেতেঽপি কথং কংসাদ্ভয়ং নাকুর্ব্বন্? তত্রাহ—প্রকর্ষেণ মুদিতাঃ। অহো সোঽয়ং ভগবানিতি পরমানন্দেন তদ্ভয়াপগমাদিতি ভাবঃ। অত্র দ্বিজা বিপ্রা এবাগ্রে বৈশ্যানামুক্তেঃ ॥

৩০। শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ এই প্রকার প্রায় মৃদুলতম হৃদয় হওয়া হেতু

উচুঃ পৌরা অহো গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ মহৎ ।
যা হ্যেতাবনুপশ্যন্তি নরলোকমহোৎসবৌ ॥ ৩১ ॥

৩১। অন্বয় ঃ পৌরাঃ (পুরস্ত্রিয়ঃ) উচুঃ গোপ্যঃ কিং মহৎ তপঃ অচরন্, যাঃ হি [গোপ্যঃ] নরলোকমহোৎসবৌ এতৌ রামকৃষ্ণৌ অনুপশ্যন্তি।

৩১। মূলানুবাদ ঃ স্ত্রীপুরুষ সকলের পরমানন্দ বলতে গিয়ে সে বিষয়ে যে প্রায় কৃষ্ণের রূপ দর্শনই কারণ, তা বোঝাবার জন্য কৃষ্ণ মাহাত্ম্য তাৎপর্যের দ্বারা বলা হচ্ছে—

পুরবাসিনী স্ত্রীগণ বললেন, অহো গোপীগণ কি তপস্যাই-না করেছেন, যার ফলে তাঁরা নরলোক-মহোৎসব কৃষ্ণ-বলরামকে নিরন্তর দর্শন করে থাকেন।

ভাববিশেষ যুক্তা পুরস্ত্রীদের কৃত শ্রীভগবৎ-সম্মান বলবার পর ব্রাহ্মণদের কর্ম-তৎপরতা বলা হচ্ছে, —'দধীতি'। সোদপাত্রৈঃ ইতি—জলপূর্ণঘট সমন্বিত দধ্যক্ষতৈঃ—দধি, আতপ তণ্ডুল, যব ইত্যাদি মঙ্গলজনক সামগ্রী, অভ্যুপায়নৈঃ—আরও অন্য মঙ্গললক্ষণ ফলাদি উপায়নে (রামকৃষ্ণকে পূজা করলেন)। এই ব্রাহ্মণগণও কি করে কংসের ভয় না করলেন ? এরই উত্তরে, প্রমুদিতা—এরা যে আনন্দমত্ত হয়ে পড়েছিলেন। —অহো এই যে সেই ভগবান্ এসে পড়েছেন, এইরূপে পরমানন্দে কংসের ভয় চলে গেল। বৈশ্যরাও 'দ্বিজ' হলেও এখানে দ্বিজ বলতে ব্রাহ্মণ, কারণ, পরে বৈশ্যদের কথা বলা হয়েছে। ॥ জী° ৩° ॥

৩১। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ পৌরাঃ পৌর্য্যঃ, কেবলগোপীনাং শ্লাঘনাৎ। ঙীপ্-প্রত্যয়াভাব আর্ষঃ। যদ্বা, এবং স্ত্রীপুংসানাং সর্ব্বেষামেব প্রমোদমুক্ত্বা তত্র চ প্রায়ো রূপদর্শনমেব কারণমিতি বোধয়ন্ তন্মাহাত্ম্যং তাৎপর্য্যেণাহ—উচুরিতি। পুরৌকসঃ সর্বেঽপি কিমূচুস্তদাহ—অহো ইতি। তত্র গোপ্য ইত্যুপলক্ষণম্, নরলোকা ভূর্লোকঃ, তত্রাবতীর্ণত্বেন তৎপ্রাধান্যাৎ। যদ্বা, নরাণামিত্যুক্ত্বা সন্তোষাভাবাদাহুঃ—লোকানাং চতুর্দ্দশভুবনানামপি ; যদ্বা, নরলোকা জীবলোকাস্তেষাং সর্ব্বেষামপি মহানুৎসবো যাভ্যাং তৌ মহোৎসবরূপাবিতি বা। অনু নিরন্তরং পশ্যন্তীতি বর্ত্তমাননির্দ্দেশঃ, পুনস্তত্র গমনসম্ভাবনাৎ ॥

৩১। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ পৌরাঃ—পুরবাসিনী স্ত্রীগণ —[এই শ্লোকে কৃষ্ণের মাহাত্ম্য বলাই তাৎপর্য — অন্যথা কেবল শ্রীগোপীদের তপস্যার প্রশংসা করা অসঙ্গতি দোষযুক্ত হয়ে যায়। —শ্রীসনাতন]।

অথবা, এইরূপে স্ত্রী পুরুষ সকলের পরমানন্দ বলতে গিয়ে সে বিষয়ে যে প্রায় কৃষ্ণের রূপ দর্শনই কারণ, তা বুঝাবার জন্য কৃষ্ণ-মাহাত্ম্য তাৎপর্যের সহিত বলা হচ্ছে, উচু ইতি। পৌরা—পুরবাসিগণ সকলেই উচু—বললেন। কি বললেন ? এরই উত্তরে বলছেন, অহো ইতি—অহো ব্রজের গোপীগণ কি

রজকং কঞ্চিদায়ান্তং রঙ্গকারং গদাগ্রজঃ।
দৃষ্ট্বা যাচত বাসাংসি ধৌতান্যত্যুত্তমানি চ ॥ ৩২ ॥

৩২। অন্বয়ঃ গদাগ্রজঃ রঙ্গকারং কঞ্চিৎ রজকং আয়ান্তম্ দৃষ্ট্বা ধৌতানি অত্যুত্তমানি চ বাসাংসি অযাচত।

৩২। মূলানুবাদঃ শিষ্ট লোকদের কৃষ্ণ-সম্মানন বলবার পর দুষ্টলোকদের তদ্বিপরীত ভাব বলা হচ্ছে—

গদাগ্রজ শ্রীকৃষ্ণ তখন পছে কোনও এক দৈত্যস্বভাব কংসানুগামী রজক রঙ্গকারকে দেখে তার কাছে অতি উত্তম ধৌত বস্ত্র যাচ্‌না করলেন।

তপস্যা করেছেন, যেহেতু নরলোক-মহোৎসব-কৃষ্ণকে নিরন্তর দেখছেন —এখানে 'গোপ্যঃ' শব্দটি উপলক্ষণে বলা হয়েছে, অর্থাৎ এর মধ্যে যাঁদের কথা বলা হয়নি, সেই সব লোকও অন্তর্ভুক্ত, তবে যে শুধু 'নরলোক-মহোৎসব' অর্থাৎ এই পৃথিবীস্থ ব্রজের কথা উল্লেখ করা হল, তার কারণ ওখানেই অবতীর্ণ বলে ওরই প্রাধান্য। — অথবা, কৃষ্ণরাম 'নরলোকমহোৎসব' এরূপ বলবার পর মনের সন্তোষের অভাব হেতু শ্রীশুকদেব বললেন, লোকানাং – চতুর্দশ ভুবনেরও মহোৎসব। অথবা, নরলোকা– জীবলোক সমূহ এই জীবলোক সমূহের সকলেরই পরমানন্দ লাভ হয় যাদের দর্শনে, সেই কৃষ্ণ-রাম মহোৎসব স্বরূপ। **অনুপশ্যন্তি**—'অনু' নিরন্তর দেখেন, এরূপ 'বর্তমান' নির্দেশ হল, কৃষ্ণরামের ব্রজে ফিরে যাওয়ার সম্ভাবনা হেতু। ॥ জী০ ৩১ ॥

৩১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** পৌরাঃ পুরবাসিস্ত্রীজনাঃ। ॥ ৩১ ॥

৩১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** পৌরাঃ—পুরবাসিস্ত্রীজন।

৩২। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা ঃ** এবং শিষ্টানাং পরমানন্দেন তৎসম্মাননমুক্ত্বা দুষ্টানাং তদ্বৈপরীত্যং দর্শনন্নাদৌ রজকবধমাহ— রজকমিতি ষড়্‌ভিঃ। কঞ্চিদ্দৈত্যস্বভাবং কংসানুগামিত্যর্থঃ; অত উক্তং বৈষ্ণবে—'কৃষ্ণস্তস্য দুরাত্মনঃ' ইতি। রঙ্গকারমিত্যনেন তস্য বিক্রেতব্যান্যপি কতিচিৎ বস্ত্রাণ্যাসন্। বঞ্চনার্থমেব তু রাজবস্ত্রাণীতি বক্ষ্যতীতি ভাবঃ। বস্ত্রধবনস্থানাৎ পুর্য্যন্তরাগচ্ছন্তমিতি তদপি মঙ্গলমেকমিতি সূচিতম্। 'সধৌতবস্ত্রো রজকস্ত্বধন্যঃ' ইত্যুক্তেঃ। গদাগ্রজ ইত্যনুপ্রাসরক্ষার্থং, রঙ্গরঙ্গেতি বারদ্বয়শ্রবণাৎ। যদ্বা, গদোঽপি তাদৃশত্বেন প্রসিদ্ধঃ; কিমুত তদগ্রজঃ স্বয়ং ভগবানিতি জ্ঞাপনার্থম্। এবং যদুকুললীলারম্ভে গুণতঃ শ্রীরামকৃষ্ণেতর-সর্ব্বভ্রাতৃগণমুখ্যস্য গদস্যাপি জন্ম সূচিতম্। গদৌ চ দ্বৌ; 'বলং গদং সারণঞ্চ' ইতি রৌহিণেয়ঃ। 'দেবরক্ষিতয়া লব্ধা নব চাত্র গদাদয়ঃ' ইতি দেবরক্ষিতেয়শ্চেতি, তত্র রৌহিণেয়স্য জন্মাভাবাৎ। অন্যতর এবাত্র গৃহ্যতে। স চানন্তরকনিষ্ঠঃ শ্রীকৃষ্ণস্যানন্তর জ্যেষ্ঠ্যঃ শ্রীরামবদেব সহবিহারী ভবিষ্যতীতি সূচিতম্। অতএব 'কচ্চিদ্গদাগ্রজঃ সৌম্য' (শ্রীভা ১০।৪৭।৪০) ইতি, শ্রীগোপীভিঃ 'মম গদাগ্রজ এত্য পাণিম্' (শ্রীভা ১০।৫২।৪০) ইতি রুক্মিণ্যা চ বক্ষ্যতে ইতি ॥ জী০ ৩২ ॥

দেহ্যাবয়োঃ সমুচিতান্যঙ্গ বাসাংসি চার্হতোঃ।
ভবিষ্যতি পরং শ্রেয়ো দাতুস্তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩৩ ॥

৩৩। **অন্বয়** ঃ [হে] অঙ্গ! অর্হতোঃ (যোগ্যয়োঃ) আবয়ো সমুচিতানি বাসাংসি দেহি। দাতুঃ তে পরং শ্রেয়ঃ ভবিষ্যতি, অত্র সংশয়ঃ ন [অস্তি]।

৩৩। **মূলানুবাদ** ঃ হে রজক, আমরা উভয়ে এই সকল বস্ত্র পরার উপযুক্ত পাত্র। কাজেই আমাদের পরিধান যোগ্য এ-সব আমাদিকে দান করে দাও। তোমার পরমমঙ্গল হবে, এতে কোন সংশয় নেই।

৩২। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ** ঃ এইরূপে শিষ্ট লোকদের যে পরমানন্দে কৃষ্ণকে সম্মানন, তা বলবার পর দুষ্ট লোকদের তদ্বিপরীত ভাব দেখাতে গিয়ে প্রথমে রজক-বধ বলা হচ্ছে— 'রজকমিতি' ছয়টি শ্লোকে— কঞ্চিৎ—দৈত্যস্বভাব কংসানুগামী কোনও, তাই 'বৈষ্ণবে' উক্ত হয়েছে, 'কংসের দুরাত্মা রজক'। **রঙ্গকার**—এই শব্দের ধ্বনি, এই রজকের সঙ্গে বিক্রয় করণীয় কিছু কিছু বস্ত্রও ছিল। সেই সব বস্ত্র নিজেরই সম্পত্তি হলেও কৃষ্ণরামকে বঞ্চনা করার জন্যই 'এ রাজবস্ত্র' এরূপ বলল, এরূপ ভাব। বস্ত্র ধোয়ার স্থান থেকে সহরের মধ্যে কোনও রজককে যেতে দেখে ভাল ভাল বস্ত্র চাইলেন কৃষ্ণ। অতিহীন জাতি রজকের প্রতি কৃষ্ণের এই যে দৃষ্টি, এও এক মঙ্গলেরই সূচনা। —'সধৌতবস্ত্রো রজকস্তধন্য' এরূপ উক্তি থাকা হেতু। —[শ্রীবল্লভাচার্য—অন্ত্যজেষু মুখ্য রজক—রজকচর্মকারশ্চ ইত্যাদি বাক্যাৎ। কৃপাদৃষ্টি তস্মিন্ পতিত, ইতি তদুদ্ধারার্থং যাচিতবান্] 'রজক' ও 'রঙ্গকার' এইরূপে একই ব্যঞ্জন বর্ণ শব্দ বার বার বলাতে যে অনুপ্রাস হল, তার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষার জন্য পরে 'কৃষ্ণ' বলার পরিবর্তে 'গদাগ্রজ' শব্দে বুঝানো হল কৃষ্ণকে। অথবা, 'গদ'ই তাদৃশ সৌন্দর্যে মাধুর্যে কৃপায় প্রসিদ্ধ, তার অগ্রজ স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণের কথা আর বলবার কি আছে? এই কথাটা জানাবার জন্য এই 'গদাগ্রজ' শব্দটির ব্যবহার। —এইরূপে যদুকুলের মধ্যে মথুরালীলারম্ভে গুণতঃ শ্রীরামকৃষ্ণের থেকে ন্যূন, কিন্তু নিজ সব ভাই সকলের মধ্যে মুখ্য 'গদ'-এর জন্ম সূচিত হল। 'গদ' ও দুইজন আছেন— এক তো রামমাতা রোহিণীপুত্র— "বলরাম, গদ ও সারণ, এই তিনজন রোহিণীপুত্র।" আর দ্বিতীয় জন বসুদেবভার্যা দেবরক্ষিতার গর্ভজাত পুত্র। এই শ্লোকে যার কথা বলা হল, তিনি 'দেবরক্ষিতা'র পুত্র গদ, কারণ সে সময়ে রোহিণীপুত্র 'গদে'র জন্ম হয়নি। পিঠাপিঠি ছোটভাই হওয়াতে পিঠাপিঠি বড় ভাই বলদেবের মতোই এই 'গদ' কৃষ্ণের সহবিহারী হবেন মথুরালীলায়, এরূপ সূচিত হল। অতএব কৃষ্ণের মথুরালীলা-কালে গোপীদের উক্তি 'কচ্চিদগদাগ্রজঃ সৌম্য' ইতি। শ্রীভা° ১০।৪৭।৪০। আরও রুক্মিণীদেবীর বাক্য, 'মম গদাগ্রজ এত্য পাণিম্' —(শ্রীভা° ১০।৫২ ৪০)। ॥ জী° ৩২ ॥

৩২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ রজকো বস্ত্রনির্ণেজকঃ স এব বস্ত্রাণাং রঙ্গমপি কুর্বন্ রঙ্গকারস্তম্ ॥ ৩২ ॥

স যাচিতো ভগবতা পরিপূর্ণেন সর্বতঃ।
সাক্ষেপং রুষিতঃ প্রাহ ভৃত্যো রাজ্ঞঃ সুদুর্মদঃ ॥ ৩৪ ॥

৩৪। **অন্বয়** ঃ সর্বতঃ পরিপূর্ণেন ভগবতা যাচিতঃ সঃ সুদুর্মদঃ রাজ্ঞঃ (কংসস্য) ভৃত্যঃ রুষিতঃ সাক্ষেপং প্রাহ।

৩৪। **মূলানুবাদ** ঃ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণকাম হয়েও কৌতুকবশে চাইলেন বটে, কিন্তু পরমদুষ্ট অভিমানী সেই রাজভৃত্য ক্রুদ্ধ হয়ে ভর্ৎসনা করতে করতে বলতে লাগল।

৩২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ **রজকঃ**—কাপড় ধোয়াই যার জাতিগত পেশা, সেই যদি আবার কাপড় রং-ও করে তবে তাকে 'রজক রঙ্গকার' বলা হয়। ।। বি° ৩২ ।।

৩৩। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ কথময়াচত? তদাহ—দেহীতি। সমুচিতানি পরিধান-যোগ্যানি স্বস্ব বর্ণাকারযোগ্যানি, অঙ্গ হে রজক! ন চ বক্তব্যম্, এতদ্বস্ত্রযোগ্যৌ যুবাং ন ভবত ইত্যাহ—অর্হতোরিতি। নন্থ মূল্যং বিনা কথং দেয়ানীতি চেৎ, তত্রাহ —ভবিষ্যতীতি। পরমুত্তমং শ্রেয় মঙ্গলমৈহিক-মামুষ্মিকঞ্চ, অন্যথা শ্রেয়ো নঙ্ক্ষ্যত্যেবেতি ভাবঃ, তদেবমস্য দৌরাত্ম্যং ব্যঞ্জয়িতুমেব প্রোক্তং, যেন মারণমপি সাবসরং স্যাদিতি কিয়দ্বিলম্বেন মূল্যমধিকং দেয়ং,পুণ্যঞ্চ পরমং ভাবীত্যর্থঃ। দুষ্টং প্রত্যপীদৃশং মধুরবাক্য-নিজ-সৌশীল্যেনায়ত্যাং ভক্তজনাসহ্যনিজাকীর্ত্তি-পরিহারেচ্ছয়া চ, শ্লেষাদকার প্রশ্লেষণাদাতুস্তে পরলোকে ভক্তিসুখ-ময়ং বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তিলক্ষণং পরং শ্রেয়ো ন ভাবি, কিন্তু তদ্বহির্মুখং কেবলং কৈবল্যমেব; অত্র চ সংশয়ঃ জীবনে সন্দেহঃ মরণমেবেত্যর্থঃ।

৩৩। **শ্রীজীব বৈ তো টীকানুবাদ** ঃ কি প্রকারে যাচ্না করলেন? এরই উত্তরে **দেহী** ইতি—আমাদিকে বস্ত্র দাও দেখি। **সমুচিতানি**—আমাদের পরিধান যোগ্য অর্থাৎ আমাদের নিজ নিজ বর্ণ ও আকার যোগ্য, (যথা কৃষ্ণের পীত বসন ও বলরামের নীল বস্ত্র)। **হে অঙ্গ**—হে রজক! এ কথাও বলতে পার না যে, আমরা এ বস্ত্রের যোগ্য নই, এই আশয়ে বলছেন, **অর্হতো ইতি**—আমরা এই বস্ত্র পরার যোগ্যপাত্র। মূল্য বিনা কি করে দেওয়া যাবে? এরূপ প্রশ্নের আশঙ্কায় বলছেন— **পরং শ্রেয়ঃ ভবিষ্যতি**—তোমাদের পরমমঙ্গল হবে, ইহাই তো মূল্য—'পরং' শব্দে ইহকালের ও পরকালের মঙ্গল, এ না হলে আর মঙ্গল বলা যাবে কি করে, এরূপ ভাব —এইরূপে যাচ্না করা হল, এই রজকের দৌরাত্ম প্রকাশ করার জন্য—যাতে নিজের রজক-মারণ কার্যটিরও একটা অজুহাত হয়। আর, যাতে কিঞ্চিৎ বিলম্বে অধিক মূল্য দেয় হয় ও পুণ্যও পরম হয়, এরূপ অর্থ। দুষ্টের প্রতি হলেও ঈদৃশ মধুর বাক্য নিজ সৌশীল্যবশেই এসে গিয়েছে এবং মারণ-কার্যরূপ অকীর্তি যা ভক্তজনের অসহ্য, তা পরিহার ইচ্ছায় এসেছে। অর্থান্তরে: 'শ্রেয়দাতুঃ' বাক্যের 'শ্রেয়' শব্দের 'অ'কার 'দাতুঃ' শব্দের সহিত সংযোগে অর্থ এরূপ আসে, যথা— আমার এই যাচ্না 'অদাতুঃ' পূরণ না করলে তোমার ভক্তিসুখময় বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তিরূপ মঙ্গল **ন ভবিষ্যতি**—হবে না, কিন্তু কেবল কৃষ্ণবহির্মুখ কৈবল্যই প্রাপ্তি হবে। এ তে **ন সংশয়ঃ**—জীবন সম্বন্ধে সন্দেহ নেই অর্থাৎ মৃত্যুই হবে। ॥ জী° ৩৩ ॥

ঈদৃশান্যেব বাসাংসি নিত্যং গিরিবনেচরাঃ ।
পরিধত্ত কিমুদ্বৃত্তা রাজদ্রব্যাণ্যভীপ্সথ ॥ ৩৫ ॥

৩৫ । **অন্বয় ঃ** [হে] উদ্ধৃত্তাঃ (রাজতো নিঃশঙ্ক চেষ্টাঃ !) [যতঃ] নিত্যং গিরিবনে চরাঃ [যূয়ং] ঈদৃশানি এব বাসাংসি কিং পরিধত্ত ? (পরিহিতবন্তঃ ?) [তর্হি] কিং (কথং) রাজদ্রব্যাণি অভীপ্সথ ।

৩৫ । **মূলানুবাদ ঃ** হে নিঃশঙ্কচিত্ত গিরিবনচারিগণ ! তোমরা নিত্য বনে বনে ঘুরে বেড়াও এরূপ বস্ত্র তোমরা কখনও পরেছ কি ? তবে কেন এই রাজকীয় বেশ চাইছ ?

---

৩৪ । **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** সর্ব্বতঃ পরিপূর্ণেনেতি কৌতুকাদেবেতি ভাবঃ । সুতুর্ম্মদত্বমুক্তং বৈষ্ণবে—'কংসস্য রজকঃ, সোঽথ প্রাসাদারূঢ়বিস্ময়ঃ' ইতি । সুতুর্ম্মুখ ইতি পাঠে পরম-তুর্ব্বচনঃ ; তদুক্তং শ্রীহরিবংশে—'প্রাপ্তাবিষ্টায় মূর্খায় সৃজতে বাঙ্ময়ং বিষম্' ইতি ॥

৩৪ । **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** 'সর্বতঃ পরিপূর্ণেন' ইতি—সর্বতোভাবে পরিপূর্ণ হয়েও কৃষ্ণ যে যাচ্না করলেন, তা কৌতুকবশেই । **সুদুর্ম্মদঃ**—এই সুতুর্মদতা 'বৈষ্ণবে' এরূপ উক্ত হয়েছে, "কংসের রজক ছাদ থেকে কৃষ্ণকে দেখে হাত পা ছুঁড়ে বহু গালাগালি করতে লাগল । 'সুতুর্মুখ' পাঠে অর্থ পরম তুর্বচন । শ্রীহরিবংশে—'প্রাপ্তাবিষ্টায়' ইত্যাদি অর্থাৎ ইষ্টপ্রাপ্তি করাবার জন্য মূর্খের জন্য বাঙ্ময় বিষ সৃজন করলেন ।"

৩৫ । **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** হে উদ্বৃত্তা রাজতো নিঃশঙ্কচেষ্টা যতো গিরিবনেচরাঃ, তাদৃশা যূয়মীদৃশান্যেব বাসাংসি পরিধত্ত, তর্হি কিং কথং রাজদ্রব্যাণ্যভীপ্সথ ? অত্র নাধিকলাভঃ, প্রত্যুতে-দানীং রাজপুরাগতানাং বো রাজাপরাধতো ভয়ঞ্চ ভবিষ্যতীতি ভাবঃ । অত্র যদ্যপি পরিধত্তেতি সোপহাসমেব, তত্র চ হেতুঃ—গিরিবনেচরা ইতি, তথাপি বঞ্চনার্থং সত্যমুদ্রয়ৈবাবদদিতি কিমভীপ্সথেত্যুক্তম্ । যদ্বা, ঈদৃশান্যেব বাসাংসি কিং পরিধত্ত, যেনোদ্বৃত্তাঃ সন্তো রাজদ্রব্যাণ্যভীপ্সথ ? বস্তুতো ন পরিধত্ত, ন চ তদভীপ্সা যোগ্যা, কিন্তূদ্বৃত্তত্বমেব যুষ্মাকমবশিষ্যত ইতি ভাবঃ । অত্র যদ্যপি 'পরিপূর্ণেন সর্ব্বতঃ' ইতি, 'শ্যামং হিরণ্যপরিধিম্' (শ্রীভা ১০।২৩।২২) ইত্যাদ্যুক্তানুসারেণ তদ্বস্ত্রান্ত সর্ব্বোৎকৃষ্টমেব ; তথোক্তং বৃন্দাবনবিহারে পরাশরেণাপি—'সুবর্ণাঞ্জনচূর্ণাভ্যাং তৌ তদা ভূষিতাম্বরৌ' ইতি, তথাপ্যাসুরদৃষ্ট্যা তৎসৌন্দর্য্যং ন চ দৃশ্যত ইতি তথোক্তম্ । সরস্বতী তু যথার্থমাহ—হে উৎকৃষ্টবৃত্তা নিত্যমেব শ্রীগোবর্দ্ধনবনবিহারিণো যূয়ং কিমীদৃশান্যেব বাসাংসি পরিধত্ত ? অপি তু পরমদিব্যানেব, রাজদ্রব্যাণি চ কিমভীপ্সথ ? অপি তু নৈবেত্যর্থঃ । তস্মাদ্ব্যাজমাত্রমেবেদং যাচনমিতি ভাবঃ ॥

৩৫ । **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ উদ্বৃত্তা**—[হে] উচ্ছৃঙ্খল বালকগণ—রাজা কংস সম্বন্ধে ভয়হীন ভাবে কথাবার্তায় রত । **গিরিবনে চরাঃ**—গিরি-বনে চরে বেড়িয়ে বেড়িয়ে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়েছ— **ঈদৃশান্যেব ইতি** তোমরা ঈদৃশ বস্ত্রই কি পরে থাক ? নিশ্চয়ই পর না । তা হলে কেন

রাজার দ্রব্য পাওয়ার ইচ্ছা করছ? এতে বিশেষ কিছু লাভ নেই; প্রত্যুত ইদানীং রাজপুরীতে আগত তোমাদের রাজ-অপরাধ থেকে ভয়-ভয় ভাব এসে যাবে, সচ্ছন্দে বেড়াতে পারবে না, এরূপ ভাব। এখানে 'এরূপ বস্ত্রই কি পরে থাক?' এই কথাটা যদিও উপহাসের সহিতই বলা হয়েছে, আর এতে হেতুও গিরিবনে ঘুরে বেড়ানো 'গরুর রাখাল' বুদ্ধি এদের সম্বন্ধে। তথাপি তাদের বঞ্চনার্থ মুখে-চোখে সত্য বলার ভাব ফুটিয়ে বলল, 'কিম্ অভীপ্সথ'। অথবা তোমরা কি বনে এরূপ রাজপোষাকই পরে থাক, যেহেতু দুর্বৃত্ত হয়ে রাজদ্রব্য চাইছ? বস্তুত তোমরা তো পর নি, আর এ বস্তু চাইবারও যোগ্য নও; কিন্তু উচ্ছৃঙ্খলতাই তোমাদিকে প্ররোচিত করেছে, এরূপ ভাব। যদিও এর পূর্ব শ্লোকেই উক্ত আছে, 'পরিপূর্ণেন সর্বতঃ' অর্থাৎ তিনি সর্বতো ভাবে পরিপূর্ণ, এবং 'নবঘন শ্যামবর্ণ পীতম্বরধারী, বনমালা-ময়ূর-পুচ্ছধারী' —(শ্রীভা° ১০।২৩।২২)। —ইত্যাদি উক্তি অনুসারে কৃষ্ণের বস্ত্রাদি সর্বোৎকৃষ্টই। শ্রীপরাশরও এরূপই বলেছেন—বৃন্দাবনবিহারে কৃষ্ণের পরিচ্ছদ সম্বন্ধে, যথা—"সুবর্ণ-কৃষ্ণবন চূর্ণে অলঙ্কৃত বস্ত্রে শোভিত রামকৃষ্ণ"। —রামকৃষ্ণাদির পরণে এত সুন্দর পোষাক থাকলেও অসুরদের চোখে উহা সুদৃশ্য হবে না, তাই রাজপোষাক যাচ্না করলেন। সরস্বতী কিন্তু যাথর্থ বলেছেন— হে স্বভাব-সুন্দর! নিত্যই ফুল কিশলয়ে সজ্জিত শ্রীগোবর্ধন বনবিহারী তোমরা কেন ঈদৃশ অন্য বস্ত্র পরিধান করবে? পরন্তু পরিধান করবে বৈকুণ্ঠীয় অন্য পোষাক। কেন যাচ্না করবে; পরন্তু করবেই না; এরূপ অর্থ। সুতরাং কপটতা মাত্রই এই যাচ্না, এরূপ ভাব। ॥ জী° ৩৫ ॥

৩৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ বৃত্তাৎ সৌশীল্যাৎ উদগতাঃ হে দুঃশীলা ইত্যর্থঃ। পরিধত্তেতি সম্ভাবনায়াং লোট্। সরস্বতী ত্বাহ হে উৎকৃষ্টচরিত্রা, গোবর্ধনগিরিচরা যূয়ং কিম্ ঈদৃশানি প্রাকৃতানি পরিধত্ত অপিতু নৈবেত্যর্থঃ। তস্মাৎ লীলয়াপি কিং রাজদ্রব্যাণ্যপবিত্রাণ্যভীপ্সথ। "বৃত্তং পদ্যে চরিত্রে চ ত্রিষ্বি"ত্যমরঃ। ॥ ৩৫ ॥

৩৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ উদ্বৃত্তা—'বৃত্তাৎ' সৌশীল্য থেকে [উদ্ = হন্ (দূরে গমন করা)] অর্থাৎ হে দুঃশীল বালকগণ। পরিধত্ত—তোমরা এরূপ বস্ত্র কোনদিন পরেছ কি? দেবী বরস্বতী কৃত অর্থ কিন্তু এর বিপরীত যথা— হে উৎকৃষ্ট চরিত্র বালকগণ! গোবর্ধন গিরিতটে ধেনু-চরানো তোমরা ঈদৃশ প্রাকৃত বস্তু পরিধান কর কি? কখনও-ই কর না। —সুতরাং খেলাচ্ছলেও কেন অপবিত্র রাজদ্রব্য পেতে ইচ্ছা করছ? [বৃত্ত, পদ্য, চরিত্র এই তিনটি সমপর্যায়ভুক্ত—অমর কোষ]। ॥ বি° ৩৫ ॥

যাতাশু বালিশা মৈবং প্রার্থ্যং যদি জিজীবিষা।
বধ্নন্তি ঘ্নন্তি লুম্পন্তি দৃপ্তং রাজকুলানি বৈ ॥ ৩৬ ॥

৩৬। **অন্বয়** ঃ [হে] বালিশাঃ (মূঢ়াঃ) আশু যাত (অপগচ্ছত) যদি **জিজীবিষা** (জীবনেচ্ছা বর্ততে তদা ইতঃ পরম্) এবং মা প্রার্থং, রাজকুলানি দৃপ্তং বধ্নন্তি ঘ্নন্তি (বিনাশয়ন্তি) লুম্পন্তি (নিস্বং কুর্বন্তি) বৈ (ইতিনিশ্চিতম্)।

৩৬। **মূলানুবাদ** ঃ হে মূর্খগণ! শীঘ্র এখান থেকে পালাও। পুনরায় কদাপি এরূপ প্রার্থনা কর না। করলে রাজপুরুষেরা প্রহার করবে। নিঃস্ব করে ছেড়ে দিবে।

৩৬। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা** ঃ হে বালিশা আশু যাত পলায়ধ্বমিত্যর্থঃ। মৈবং প্রার্থ্যং পুনঃ কদাপি প্রার্থনমীদৃশং ন কার্য্যং, ঘ্নন্তি প্রহরন্তি, লুম্পন্তি ছিন্দন্তি, হি যতঃ সম্প্রতি ত্বস্মাভির্বালিশত্বাদেব ক্ষান্তমিতি ভাবঃ। সরস্বতী ত্বাহ—হে যাতাশুবালিশাঃ, যাতঃ প্রাপ্ত আশুশ্চপলো বালিশো মূর্খশ্চায়ং রজকলক্ষণো যৈঃ তথাভূতাঃ, যদি জিজীবিষা জীবনধারনেচ্ছা তৎপ্রকটনেচ্ছা, তদা মৈবং প্রার্থ্যম। নন্থ শূরৈ রজকেঽপি কথং বলং বর্ণনীয়ম্? তত্রাহ—হি যতঃ রাজকুলানি রাজবংশা ভবদ্বিধা দৃপ্তং দর্পযুক্তং জনং বধ্নন্তীত্যাদি। 'জীব-বল-প্রাণধারণয়োঃ'॥

৩৬। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ** ঃ **বালিশা**—হে মূর্খ **আশুজাত**—জলদি পালাও। **মৈবংপ্রার্থ্যং**—পুনরায় কদাপি এরূপ প্রার্থনা কর না। করলে রাজপুরুষেরা **ঘ্নন্তি**—প্রহার করবে; **লুম্পন্তি**—কেটে ফেলবে। তোমরা বালক, তাই আমরা এখন ছেড়ে দিলাম। দেবী সরস্বতী কিন্তু এরূপ অর্থ প্রকাশ করেছেন—**যাতাশু বালিশা**—[যাতঃ=প্রাপ্ত। আশু=চপল। বালিশা=মূর্খ] এই রজকলক্ষণযুক্ত আমি যাদের সঙ্গে পড়ে চপলতা মূর্খতা প্রাপ্ত হলাম, সেই তোমাদের যদি **জিজীবিষা**—বল ধারণের ও যথাস্থানে উহা প্রকাশের ইচ্ছা থাকে তবে **মৈবং প্রার্থ্যং**—এরূপ প্রার্থনা করো না। —পূর্বপক্ষ, আমাদের মত বলবানের অল্পবল রজক সম্বন্ধে কি করে নিজ বলের উৎকর্ষতা পরীক্ষণীয় হতে পারে? কৃষ্ণের এরূপ প্রশ্নের আশঙ্কায় বলা হচ্ছে—যেহেতু **দৃপ্তং**—তোমাদের মতো গর্বিত জনদের বন্ধন ইত্যাদি **রাজকুলানি**—রাজবংশীয় আমাদের কর্তব্য। তাই আমাদেরই কর্ম-সূত্রে উহা হয়ে যাবে। —'জীব-বল-প্রাণ ধারণয়োঃ'। জী০ ৩৬।

৩৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ যাতেতি স্পষ্টং পক্ষে হে বালিশাঃ, বলি শ্যন্তি ত্রিপাদভূমিং প্রার্থ্য তনূ-কুর্বন্তীতি বালিশাঃ স্বার্থেঽণ্। বালিশা হে পরমেশ্বরাঃ যদি মে জিজীবিষাস্তি তর্হি মৈবং প্রার্থ্যম্। বলিরিব তুভ্যং যদি বাসাংসি দদামি। তর্হ্যদ্য মে জীবনং ন স্থাস্যতীত্যর্থঃ। কুতইত্যত আহ—বধ্নন্তীতি। রাজকুলানি অত্রত্যাঃ রাজকীয়াঃ পুরুষাঃ দৃপ্তং কংসরাজান্নিঃশঙ্কং জনং প্রথমং বধ্নন্তি, ততো রাজানং বিজ্ঞাপ্য ঘ্নন্তি ততো লুম্পন্তি তদগৃহং লুঠন্তি। ॥ ৩৬ ॥

এবং বিকত্থমানস্য কুপিতো দেবকীসুতঃ।
রজকস্য করাগ্রেণ শিরঃ কায়াদপাতয়ৎ ॥ ৩৭ ॥

৩৭। **অন্বয় ঃ** দেবকীসুতঃ কুপিতঃ [সন্] এবং বিকত্থমানস্য (বিরুদ্ধং আত্মশ্লাঘাপূর্বকমুচ্চৈঃ জল্পতঃ) রজকস্য শিরঃ (মস্তকং) করাগ্রেণ কায়াৎ অপাতয়ৎ।

৩৭। **মূলানুবাদ ঃ** দেবকীসুত কৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হয়ে করাগ্রের ঘা দিয়ে আত্মশ্লাঘাকারী রজকের মস্তক শরীর থেকে ছিঁড়ে দূরে ছুড়ে ফেলে দিলেন।

৩৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** 'যাত' ইতি এই শ্লোকের সাধারণ অর্থ স্পষ্ট। সরস্বতী পক্ষে অর্থ — হে বালিশা — [বলিং+শ্লিষ্টি], ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনাচ্ছলে বলিরাজার অঙ্গ অধিকার করলেন বামনরূপী ভগবান্ — এইরূপে 'বালিশ' শব্দে 'ভগবান্' শব্দ সিদ্ধ হচ্ছে। কাজেই 'হে বালিশা' হে ভগবন্। **যদি জিজীবিষা** — যদি আমার জীবনের ইচ্ছা থাকে **নৈবং প্রার্থ্যং** — তবে তোমাদের পক্ষে এরূপ প্রার্থনা করা সমীচীন হবে না। বলিরাজা যেমন দান করে বিপদে পড়েছিলেন, সেইরূপ। তোমাদের যদি আমি বস্ত্র দেই, তবে আর আজকে আমার জীবন থাকবে না — কেন? এর উত্তরে বললেন — বধ্নন্তি ইতি। **রাজকুলানি** — এখানকার রাজকর্মচারীগণ **দৃপ্তং** — কংসরাজ-ভয়শূন্য জনকে প্রথমে বাঁধবে, অতঃপর রাজাকে খবর দিয়ে বধ করবে, তৎপর তার ঘর লুঠ্ করবে। ॥ বি° ৩৬ ॥

৩৭। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** বিকত্থমানস্য বিরুদ্ধমাত্মশ্লাঘাপূর্ব্বকমুচ্চৈর্জল্পতঃ। অত্রাত্মশ্লাঘা চ এবন্তুতমহাশিল্পিরাজাত্মীয়সেবকোঽহমিতি ব্যঞ্জনয়া; সা চ স্পষ্টং দর্শিতা শ্রীবৈশম্পায়নেন — 'অহং কংসস্য বাসাংসি নানাদেশোদ্ভবানি বৈ। কামরাগাণি শতশো রঞ্জয়ামি বিশেষতঃ।' ইত্যাদৌ। কুপিতঃ কংসপক্ষপাতাদ্বিশেষতশ্চ বহুবচনেন তৎসাক্ষাদগ্রজাদীন্ প্রতি তুরুক্তিস্পর্শাৎ। অতএব খড়্গানুকারিণা করাগ্রেণৈকেনৈব তিষ্ঠত এব তস্য শিরঃ কায়াদপাহরৎ, ছিত্ত্বা দূরে চিক্ষেপেত্যর্থঃ। দেবকীসুত ইত্যত্র কংসেন ক্রিয়মাণয়া দৈবক্যা যাতনয়া কদর্থিতঃ সোঽয়ং তদীয়ানাং জনানাং কথমৌদ্ধত্যং সহতামিতি ভাবঃ; যদ্বা, যতো দুষ্টসংহারার্থং তস্যাং জাত ইত্যর্থঃ ॥

৩৭। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** **বিকত্থমানস্য রজকস্য** — আত্মশ্লাঘাপূর্বক চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে নানা বিরুদ্ধ জল্পনাকারী রজকের। এখানে আত্মশ্লাঘা, — আমি এক মহাশিল্পি, রাজার নিজ সেবক। শ্রীবৈশম্পায়ন ইহা স্পষ্টরূপেই দেখিয়েছেন, যথা — 'বিশেষতঃ আমি রাজার নানা দেশ জাত বস্ত্র সমূহ শত শত অনুরাগ সূচক রং-এ রাঙ্গিয়ে থাকি' ইত্যাদি কথায় আত্মপ্রশংসা। **কুপিতঃ** - কুপিত হলেন, এই রজক কংসপক্ষের লোক বলে, আরও বিশেষ করে বহুবচন প্রয়োগে কথা বলায় কৃষ্ণের সাক্ষাৎ অগ্রজ বলরামের গায়েও ঐ গালাগালি স্পর্শ করল, অতএব হুবহু খড়্গ-অনুকারী করাগ্রের দ্বারাই দাঁড়ান অবস্থাতেই ঐ রজকের মস্তক **কায়াদপাতয়ৎ** - শরীর থেকে ছিঁড়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলে

তস্যানুজীবিনঃ সর্বে বাসঃকোশান্ বিসৃজ্য বৈ।
দুদ্রুবুঃ সর্বতো মার্গং বাসাংসি জগৃহেঽচ্যুতঃ ॥ ৩৮ ॥

বসিত্বাত্মপ্রিয়ে বস্ত্রে কৃষ্ণঃ সঙ্কর্ষণস্তথা।
শেষাণ্যাদত্ত গোপেভ্যো বিসৃজ্য ভুবি কানিচিৎ ॥ ৩৯ ॥

৩৮। **অন্বয়ঃ** তস্য সর্বে অনুজীবনঃ (অনুচরাঃ) বাসঃকোশান্ (বস্ত্রপেটকান্) বিসৃজ্য বৈ (তত্রৈব) সর্বতঃ মার্গং(চতুর্দ্দিক্ষু) দুদ্রুবুঃ (পলায়িতাঃ বভূবুঃ অথ) অচ্যুতঃ (কৃষ্ণঃ) বাসাংসি জগৃহে।

৩৯। **অন্বয়ঃ কৃষ্ণঃ** তথা সঙ্কর্ষণঃ আত্মপ্রিয়ে বস্ত্রে বসিত্বা (পরিধায়) শেষাণি (অবশিষ্টানি) গোপেভ্যঃ আদত্ত কানিচিৎ ভুবি বিসৃজ্য [অগাৎ]।

৩৮। **মূলানুবাদঃ** এই প্রধান রজকের অনুচরগণ তখন বস্ত্রপেটিকা সমূহ ফেলে রেখে ইতস্ততঃ পথে পথে দৌড়ে পালাতে লাগল। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ ঐ সকল বস্ত্র গ্রহণ করলেন।

৩৯। **মূলানুবাদঃ** শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম নিজ নিজ প্রিয় বস্ত্র পরিধান করত অবশিষ্ট কিছু নিজ সখাদের বিতরণ করলেন — আর প্রয়োজনের অধিক কিছু মাটিতে ফেলে দিয়ে চলে গেলেন।

দিলেন। **দেবকীসুত** — এই শব্দের ধ্বনি হল, কংস কর্তৃক নিপীড়িত দেবকীর যাতনায় বিড়ম্বিত জন এই কৃষ্ণ কি করে কংসের জনদের ঔদ্ধত্য সহ্য করবে? অথবা, যেহেতু দুষ্ট সংহারের জন্য এই দেবকী থেকে তিনি জাত হয়েছেন। ॥ জী° ৩৭ ॥

৩৮। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** বৈ এব, চেতি পাঠেঽনুক্তসমুচ্চয়ঃ। তে গর্দ্দভাদীন্যপি সর্ব্বত ইতস্ততো মার্গং দুদ্রুবুঃ ; যদ্বা, মার্গস্য সর্ব্বা দিশো দুদ্রুবুঃ। অকার প্রশ্লেষেণ অমার্গমিতি বা ; মার্গং হিত্বা তদিতরস্থানং প্রতি দুদ্রুবুরিত্যর্থঃ। অচ্যুত ইতি তৎস্থানস্থিতিমপি ব্যঞ্জয়তি ॥

৩৮। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** বৈ এব। 'বৈ' স্থানে 'চ' পাঠে বস্ত্রপেটি ছাড়াও অন্য সমস্ত জিনিসও বুঝাচ্ছে। ঐ রজকের গর্দভ সকলও **সর্বতঃ** — ইতস্ততঃ **মার্গং** পথে পথে দৌড়িয়ে পালাতে লাগল। অথবা, পথের চতুর্দিকে দৌড়াতে লাগল, বা 'অ' কার যুক্ত করে **অমার্গম্** - চতুর্দিকে অপথে — অর্থাৎ পথ ছেড়ে দিয়ে তার থেকে খারাপ জঙ্গলময় স্থানের দিকে দৌড়িয়ে পালাতে লাগল। **অচ্যুতঃ** — [ন চ্যুতঃ] এই শব্দে কৃষ্ণের সেই স্থানে স্থিতিও প্রকাশ করা হল। ॥ জী° ৩৮ ॥

৩৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** বাসঃকোশান্ বস্ত্রসম্পুটান্। ॥ ৩৮ ॥

৩৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ বাসঃকোশান্** — বস্ত্রসম্পুটগুলি।

ততস্তু বায়কঃ প্রীতস্তয়োর্ব্বেষমকল্পয়ৎ ।
বিচিত্রবর্ণৈশ্চৈলেয়ৈরাকল্পৈরনুরূপতঃ ॥ ৪০ ॥

৪০। **অন্বয় ঃ** ততঃ তু বায়কঃ প্রীতঃ [সন্] বিচিত্রবর্ণৈঃ চৈলেয়ৈঃ (চেলবস্ত্রময়ৈঃ) আকল্পৈঃ (ভূষণৈঃ) অনুরূপতঃ (মল্ললীলায়াং তস্যৈবানুরূপাৎ) তয়োঃ (শ্রীরামকৃষ্ণয়ো) বেশং অকল্পয়ৎ (রচয়ামাস) ।

৪০। **মূলানুবাদ ঃ** অনন্তর কোনও তন্তুবায় (তাঁতী) রজক-বধে প্রীত হয়ে বিচিত্র বর্ণের নরম চেলীর কাপড় ও কটক-কুণ্ডলাদির দ্বারা শ্রীকৃষ্ণরামকে মল্লোচিত বেষ-ভূষায় সাজিয়ে দিলেন ।

৩৯। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** আত্মপ্রিয়ে পীতনীলবর্ণে বস্ত্রে পরিধানীয়োত্তরীয়ে আদত্ত আ সম্যক্ তত্তদিচ্ছাদ্যনুরূপং বস্ত্রং দত্তবান্, তদর্থং গৃহীতবানিতি বা । কানিচিদযোগ্যানি অধিকানি চ। অত্রায়মপি শ্রীভগবতোঽভিপ্রায়ঃ—নূনং কংসেন মহোৎসবে স্বপরিকরসুশোভার্থমেতান্যপূর্ব্বাণি বস্ত্রাণি ধাবয়িতুং দত্তানি, তস্মাত্তচ্ছোভাং নাশয়ংস্তৈরহমেব স্বপরিকরসুশোভাং কুর্ব্বন্ প্রথমতস্তদুৎসাহমুৎসাদয়ামীতি বস্তুতস্ত্বেতানি বস্ত্রাণি নরকহৃতকুমারীবত্তদীয়ান্যেব লীলা-সৌষ্ঠবায় লীলাশক্ত্যা তদ্দ্বারৈব তু মিলিতানীতি জ্ঞেয়ম্ ॥

৩৯। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ আত্মপ্রিয়ে**—নিজ নিজ প্রিয় পীত ও নীল-বর্ণ **বস্ত্রে**—[দ্বিবচন] অধোবাস ও গায়ে দেওয়ার উত্তরীয় —[শ্রীবলদেব —'বস্ত্র' শব্দের দ্বিবচন 'বস্ত্রে', নীচের ও উপরের বস্ত্র বলার অভিপ্রায়ে । **আদত্ত** 'আ' সম্যক্‌রূপে দিলেন অর্থাৎ সখাদের নিজ নিজ ইচ্ছা অনুসারে দিলেন। বা সখাদের প্রার্থনা অনুরূপ বস্ত্র গ্রহণ করলেন। **কানিচিৎ**—তাদের পরণের অযোগ্য বা প্রয়োজনের অধিক কিছু কিছু মাটিতে ফেলে দিলেন। এখানে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায় কংস-মহোৎসবে স্বপরিকর সুন্দর ভাবে শোভা পাওয়ার জন্য রজককে বস্ত্র ধুতে দিয়েছিলেন— সুতরাং সেই সেই শোভা প্রকাশের অভিপ্রায় নস্যাৎ করে দিয়ে, ঐসব বস্ত্রের দ্বারা আমিই স্বপরিকর সুশোভা বিস্তার করত প্রথমতঃ কংসের উৎসাহ ধ্বংস করে দিব। -- বস্তুতঃ এই বস্ত্রগুলি নরকহৃত কুমারীদের মতো - হরণ করল নরকাসুর, আর বিয়ে করে নিল কৃষ্ণ ; এখানেও বস্ত্রগুলি কংসের হলেও লীলা-সৌষ্ঠবের জন্য লীলাশক্তির কৌশলেই কৃষ্ণের হাতে পড়ে গেল, এরূপ বুঝতে হবে। ॥ জী° ৩৯ ॥

৪০। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** ইত্থং শিষ্টহর্ষার্থমেব দুষ্টনিগ্রহং কৃত্বা শিষ্টাননুজগ্রাহেতি বদন্নাদৌ বায়কানুগ্রহমাহ – ততস্ত্বিতি । ততস্তদবধাদ্বস্ত্রপরিধানাচ্চ বায়কঃ প্রীতঃ সন্ চৈলেয়ৈরেবাকল্পৈঃ কটককুণ্ডলাদিভিস্তয়োর্বেশং রচিতবান্ । আকল্পত্বমেব স্থাপয়তি—বিচিত্রবর্ণৈর্মণিজটিতসুবর্ণকল্পবদ্বিরচ্য স্বগৃহাদানীতৈরিত্যর্থঃ । ননুকুতস্তৌ নিজমণিময়ালঙ্কারং ত্যাক্তবন্তৌ ? কুতো বাসোঽপি চৈলেয়-

নানালক্ষণবেষাভ্যাং কৃষ্ণরামৌ বিরেজতুঃ।
স্বলঙ্কৃতৌ বালগজৌ পর্ব্বণীব সিতেতরৌ ॥ ৪১ ॥

৪১। **অন্বয়** ঃ পর্বণি স্বলঙ্কৃতৌ সিতেতরৌ (শুক্ল-কৃষ্ণৌ) বালগজৌ ইব নানা লক্ষণ বেষাভ্যাং কৃষ্ণরামৌ বিরেজতুঃ (শুশুভতুঃ)।

৪১। **মূলানুবাদ** ঃ বহুবিধ লক্ষণাক্রান্ত ছন্দে রচিত বেষে সুসজ্জিত হয়ে রামকৃষ্ণ উৎসবের সাদা-কাল হস্তীশাবকদ্বয়ের ন্যায় শোভা পেতে লাগলেন।

মেবালঙ্কারং দত্তবান্? তত্রাহ— অনুরূপতঃ মল্ললীলায়াং গাত্রতোদকত্বেন তস্যৈবানুরূপ্যাদিত্যর্থঃ। অনেন তয়োঃ স্বস্বানুরূপ্যমপি জ্ঞেয়ম্। ॥ জী° ৪০ ॥

৪০। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ** ঃ এইরূপে শিষ্টলোকের আনন্দের জন্য দুষ্টদমন করবার পর শিষ্টজনদের অনুগ্রহ করলেন, —এই প্রসঙ্গ করতে গিয়ে প্রথমে তন্তুবায়কে অনুগ্রহের কথা বলা হচ্ছে **ততস্তু** ইতি—রজক বধ ও তার বস্ত্র-পরিধান হেতু তন্তুবায় (তাঁতি) সন্তুষ্ট হয়ে **চৈলৈঃ**— পট্টবস্ত্র-নির্মিত **আকল্পৈঃ** বালা, কুণ্ডলাদি দ্বারা রামকৃষ্ণের বেশ রচনা করলেন। এইসব অলঙ্কারে ডিজাইন তোলা হয়েছে। —কিরূপ তাই বলা হচ্ছে **বিচিত্রবর্ণৈ** ইত্যাদি - বিচিত্রবর্ণের মণিখচিত সুবর্ণ অলঙ্কারের অনুরূপ রচনায়। এইসব অলঙ্কার নিজগৃহ থেকে আনিত। আচ্ছা, তারা নিজমণি-অলঙ্কার ত্যাগ করলেন কেন? আর কেনই বা পট্ট বস্ত্রে নির্মিত অলঙ্কারাদি দেওয়া হল— এরই উত্তরে, **অনুরূপতঃ**—মল্ললীলায় গাত্রমর্দনাদি ব্যাপারের উপযোগী এইরূপ নরম বেশই – আর এসব রামকৃষ্ণের গায়ের মাপেই আনা হয়েছিল, এরূপ বুঝতে হবে। ॥ জী° ৪০ ॥

৪০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ বায়কঃ বৈণবসৌচিক। আকল্পৈঃ কটককুণ্ডলকেয়ূরাদিভিশ্চৈলৈঃ কোমলচেলখণ্ডনির্মিতৈঃ। বিচিত্রবর্ণৈর্মনিজটিতস্বর্ণতুল্যবর্ণৈঃ। অনুরূপতঃ মল্ললীলায়াং গাত্রতোদকত্বেন চৈলেরালঙ্কারাণামিবৌচিত্যেনানুরূপ্যাৎ তয়োর্বর্ণানুরূপ্যাচ্চ। ॥ ৪০ ।

৪০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ **বায়কঃ** বাশের চোঁচ দিয়ে সূচিকর্মকারক। **আকল্পৈঃ**— কুণ্ডল কেয়ূরাদি অলঙ্কারে, এবং **বিচিত্রবর্ণৈ চৈলৈয়ঃ**—মণিজটিত স্বর্ণতুল্য বর্ণের কোমল পট্টবস্ত্র নির্মিত বসনে সাঁজিয়ে দিলেন রামকৃষ্ণকে। **অনুরূপতঃ**—অনুরূপ ভাবে অর্থাৎ মল্ললীলায় গাত্র মর্দনাদি হয়ে থাকে, তাই নরম পট্টবস্ত্রের বসন ভূষণই উপযুক্ত। ॥ বি০ ৪০ ॥

৪১। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা** ঃ নানা বহুবিধং লক্ষণং প্রকারো যয়োস্তাভ্যাং বেশাভ্যাং ছন্দাভ্যাম্। দ্বিত্বং তত্তদনুরূপত্বেন দ্বিধাভেদাৎ। বিরেজতুরিত্যত্র ভক্তসেবাস্বীকারাদিতি তত্ত্বম্। সিতেতরৌ শুক্লকৃষ্ণৌ বালগজাবিব দার্ষ্টান্তিক-বর্ণব্যতিক্রমেণ দৃষ্টান্তবর্ণোক্তিঃ কেবলমলঙ্কারকৃতশোভায়াং তাৎপর্য্যেণ পূর্ব্বাপরতাহনপেক্ষণাৎ ॥

তস্য প্রসন্নো ভগবান্ প্রাদাৎ সারূপ্যমাত্মনঃ।
শ্রিয়ঞ্চ পরমাং লোকে বলৈশ্বর্যস্মৃতীন্দ্রিয়ম্ ॥ ৪২ ॥

৪২। অন্বয়ঃ [ততঃ] ভগবান্ তস্য প্রসন্নঃ (তং প্রতি প্রীতঃ সন্) লোকে (ইহৈব লোকে) আত্মনঃ (শ্রীগোপালস্য) সারূপ্যং পরমাং শ্রিয়ং (সম্পদং) চ বলৈশ্বর্যস্মৃতীন্দ্রিয়ং প্রাদাৎ (দদৌ)।

৪২। মূলানুবাদঃ অতঃপর ভগবান্ প্রসন্ন হয়ে ইহলোকেই সেই তন্তুবায়কে গোপাল-স্বারূপ্য, পরমসম্পদ, বল, ঐশ্বর্য, স্মৃতি ও ইন্দ্রিয়-পটুতা প্রদান করলেন।

৪১। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ নানা লক্ষণবেষাভ্যাং—বহুবিধ লক্ষণাক্রান্ত ছন্দে রচিত বেষে (সুসজ্জিত হয়ে) বিরেজতুঃ—শোভা পেতে লাগলেন—ভক্ত তাঁতির সেবা স্বীকার হেতু, ইহাই তত্ত্ব। এখানে 'বেশাভ্যাং' দ্বিবচন থাকার কারণ কৃষ্ণ-রামের অঙ্গের অনুরূপভাবে দু প্রকার বেশ। —সিতেতরৌ— সাদা-কাল বালগজের মতো। —এই দৃষ্টান্ত দেওয়া হল, মূলের [কৃষ্ণরামৌ] কৃষ্ণরামের বর্ণের উপমায়, কাজেই 'কাল সাদার' পরিবর্তে দৃষ্টান্তে 'সিতেতরৌ' সাদা-কাল পদটি ব্যবহারে বর্ণব্যতিক্রম ঘটেছে—কেবল বেশভূষা কৃত শোভার তাৎপর্যে পূর্বাপরতা অনপেক্ষণ হেতু।

॥ জী° ৪১ ।

৪১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ নানাবিধং লক্ষণং যয়োস্তাভ্যাং দ্বিত্বং তত্তদনুরূপত্বেন দ্বিধা ভেদাৎ। পর্বণি উৎসবে সিতেতরৌ সিতশ্যামৌ। ॥ ৪১ ॥

৪১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ নানা লক্ষণবেষাভ্যাং—নানাবিধ লক্ষণ যার সেই বেষে— এখানে 'বেষাভ্যাং' দ্বিবচন থাকায় বুঝা যাচ্ছে, কৃষ্ণরাম দু-জনের গায়ের রং-এর সঙ্গে মানান-সই করে দু প্রকার রং এর পোষাকে সুসজ্জিত হলেন তারা পর্বণি- উৎসবে। সিতেতরৌ— শ্যাম ও শুভ্রবর্ণ (কৃষ্ণরাম)। ॥ বি° ৪১ ॥

৪২। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ তস্য তস্মৈ, প্রকর্ষেণাদাৎ। ষষ্ঠী পূর্ববত এব তস্য তদ্ভক্ত্যা সারূপ্যাদীনাং তৎস্বামিত্ববোধনার্থম্। লোক ইত্যত্রৈব লোকে, কিমুত পরত্রেত্যর্থঃ। যদ্বা, লোকে পশ্যত্যেবেত্যর্থঃ। প্র শব্দার্থমভিব্যঞ্জয়তি—আত্মনঃ শ্রীগোপালরূপস্যেতি। পরমাং ব্রহ্মাদি দুর্ল্লভাং শ্রিয়ং দ্রব্যাদি-সম্পদম্; পরমামিতি লিঙ্গাদি-ব্যত্যয়েনাগ্রেঽপি যোজ্যম্। চকারাদৈশ্বর্য্যং, প্রভুত্বং, দানঞ্চ। ত্রিবক্রাবত্তৎকালমেব জ্ঞেয়ম্। তৎসম্ভাবনার্থমাহ—ভগবানিতি ॥

৪২। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ তস্য—[তস্মৈ] স্বারূপ্যং প্রাদাৎ অর্থাৎ তাকে স্বারূপ্য প্রদান করলেন। কিন্তু 'তস্মৈ' না দিয়ে মূলে 'তস্য' দেওয়ার কারণ, পূর্ব থেকেই তার কৃষ্ণ-ভক্তি থাকাতে 'স্বারূপ্য-সামীপ্য' প্রভৃতি সম্বন্ধে সেই সেই অধিকার তার যে আছে, তা বুঝানোর জন্য। লোকে—ইহ লোকেই প্রদান করলেন, পরলোকের কথা আর বলবার কি আছে। অথবা 'লোকে' মথুরা-

ততঃ সুদাম্নো ভবনং মালাকারস্য জগ্মতুঃ।
তৌ দৃষ্ট্বা স সমুত্থায় ননাম শিরসা ভুবি ॥ ৪৩ ॥

৪৩। **অন্বয়** ঃ ততঃ সুদাম্নঃ মালাকারস্য ভবনং জগ্মতু (গতবন্তৌ) সঃ (সুদামা) তৌ (রামকৃষ্ণৌ) দৃষ্ট্বা সমুত্থায় শিরসা ভুবি (ভূতলে) ননাম।

৪৩। **মূলানুবাদ** ঃ অতঃপর সুদাম মালাকারের গৃহে শ্রীরামকৃষ্ণ গমন করলেন। তাঁদের দেখে সসম্ভ্রমে আসন ছেড়ে উঠে গিয়ে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলেন মালাকার।

বাসিগণের চোখের সামনেই প্রদান করলেন। 'প্রাদাৎ' এর 'প্র' শব্দের অর্থ প্রকাশ করা হচ্ছে, — **আত্মনঃ**—স্বকীয়, অর্থাৎ গোপালরূপের (সারূপ্য প্রদান করলেন)। **পরম্যাং**—ব্রহ্মাদি দুর্লভ **শ্রিয়ং**—দ্রব্যাদি সম্পদ — 'চ'কারে এছাড়া ঐশ্বর্য, প্রভুত্বও দান করলেন। —ত্রিবক্রা কুব্জাকে যেমন সঙ্গে সঙ্গেই দেওয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রেও সঙ্গে সঙ্গেই দেওয়া হল। **ভগবান্**—এখানে 'ভগবান্' শব্দটি দেওয়ার কারণ - ষড়্‌গুণ বিশিষ্ট বলে তাঁর পক্ষে ইহা সম্ভব। ।জী° ৪২॥

৪২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ ইন্দ্রিয়মিন্দ্রিয়পাটবম্। ॥ বি° ৪২ ॥

৪২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ **ইন্দ্রিয়ম্**—ইন্দ্রিয়ের পটুতা। ॥ বি° ৪২ ॥

৪৩। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ ততস্তদনন্তরমিতি চৈলেয়াকল্পানন্তরং পুষ্পমালানাম-পেক্ষাদিত্যর্থঃ। যদ্বা, বায়কানুগ্রহানন্তরং বায়কাদপি মালাকারং প্রত্যধিকানুগ্রহার্থমিত্যর্থঃ। সর্ব্ব-লোকবত্তস্য পূর্ব্বং স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণনিকটাপ্রয়াণং তু তত্পায়নার্থাপূর্ব্বমালারচনাভিনিবেশেনেতি জ্ঞেয়ম্; অগ্রে চ ব্যক্তং ভাবি। সম্যক্ সসম্ভ্রমমাসনত্যাগাদিপ্রকারেণোত্থায় শিরসা ভুবি ননাম। যথোক্তং বৈষ্ণবে— 'ভুবং বিষ্টভ্য হস্তাভ্যাং পস্পর্শ শিরসা মহীম্' ইতি। শ্রীভগবদ্দর্শনার্থং নিষ্ক্রান্তপরিকরস্য তন্মালানিবিষ্টদৃষ্টে-স্তস্য কৃপয়া সহসান্তিকসমাগমনেন দণ্ডবৎপ্রণামস্থানসঙ্কোচাপত্তেঃ, সম্ভ্রমেণ তদ্বিস্মরণাদ্বা ॥

৪৩। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ** ঃ **ততঃ** অতঃপর অর্থাৎ নরম রেশমীবস্ত্রে বেষ রচনার পর পুষ্পমালার অপেক্ষা থাকা হেতু মালাকারের গৃহে গমন। অথবা, তাঁকে অনুগ্রহ করার পর মালাকারের গৃহে গেলেন তাঁতী থেকেও তাঁকে বেশী অনুগ্রহ করার জন্য। অন্যসব লোকের মতো এই মালাকার নিজেই পূর্বে শ্রীকৃষ্ণের নিকট যে গেলেন না, তার কারণ কৃষ্ণকে উপহার দেওয়ার জন্য অপূর্ব এক মালা রচনায় অভিনিবেশ হেতু, এরূপ বুঝতে হবে। পরের শ্লোকে ইহা ব্যক্ত হবে। **সমুত্থায়**—[সম্যক্ + উত্থায়] সসম্ভ্রমে আসন-ত্যাগাদি করত উঠে গিয়ে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলেন (সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম নয়)। —যথা বৈষ্ণবে উক্ত হয়েছে, "দু হাতে ভূমি অবলম্বন করে ভূমিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলেন।" —যে মালা গাথছিলেন তাতে নিবিষ্ট দৃষ্টি, শ্রীভগবদ্দর্শনার্থ বহির্গমন, পরিকর সুদাম-মালাকারের প্রতি কৃপাবশে কৃষ্ণ নিকটে আগমন করলে দণ্ডবৎ প্রণামের স্থান সঙ্কোচ-প্রতিবন্ধকতা— এসব হেতু এরূপ প্রণাম, বা সম্ভ্রমে দণ্ডবৎ প্রণাম বিস্মরণ হেতু এরূপ প্রণাম। ॥ জী° ৪৩ ॥

তয়োরাসনমানীয় পাদ্যঞ্চার্ঘ্যাহর্ণাদিভিঃ।
পূজাং সানুগয়োশ্চক্রে স্রক্তাম্বূলানুলেপনৈঃ ॥ ৪৪ ॥

প্রাহ নঃ সার্থকং জন্ম পাবিতঞ্চ কুলং প্রভো।
পিতৃদেবর্ষয়ো মহ্যং তুষ্টা হ্যাগমনেন বাম্ ॥ ৪৫ ॥

৪৪। **অন্বয়** ঃ [ততঃ সঃ] তয়োঃ (রামকৃষ্ণয়োঃ) আসনং পাদ্যং চ আনীয় অর্ঘ্যাহর্ণাদিভিঃ তাম্বূলানুলেপনৈঃ সানুগয়োঃ পূজাং চক্রে (কৃতবান্)।

৪৫। **অন্বয়** ঃ [সঃ সুদামা] প্রাহ (উবাচ) হে প্রভো, বাং (যুবয়োঃ) আগমনেন নঃ (অস্মাকং) জন্ম সার্থকং কুলং চ পাবিতং পিতৃ দেবর্ষয়ঃ মহ্যং (মাং প্রতি) তুষ্টা হি।

৪৪। **মূলানুবাদ** ঃ অতঃপর মালাকার আসন ও পাদ্য (পা ধোয়ার জল) নিয়ে এসে রামকৃষ্ণকে নিবেদন করে 'অর্ঘ্য' গন্ধাদি দ্রব্য, 'অর্হণ' ধূপ-দীপ নৈবেদ্যাদি বিবিধ উপাচারে তাঁদের পূজা করলেন, বয়স্যগণের সহিত মিলে।

৪৫। **মূলানুবাদ** ঃ মালাকার প্রেমগদ্‌গদ্ কণ্ঠাদিতে সকাকু বলতে লাগলেন— হে প্রভো! আপনাদের দুজনের আগমনে আমাদের জন্ম সার্থক ও কুল পবিত্র হয়েছে— দেবঋষি ও পিতৃকুল আমার প্রতি তুষ্ট হয়েছেন।

৪৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ বস্ত্রালঙ্কার পরিধানানন্তরং মালা অপেক্ষ্যন্ত ইত্যত আহ,— তত ইতি। ॥ ৪৩ ॥

৪৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ বস্ত্র-অলঙ্কার পরিধান করবার পর মালা হলেই সজ্জা শেষ হয়, তাই বলা হচ্ছে, তত ইতি।

৪৪। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ অর্ঘ্যং গন্ধাদিদ্রব্যাষ্টকম্, অর্হণঞ্চান্যৎ পূজোপকরণং ধূপদীপনৈবেদ্যাদি। আদি-শব্দাচ্চামরবীজন-নীরাজনাদীনি। অর্হণ-শব্দেনাদি শব্দেন চ গৃহীতানামপি স্রগাদীনাং পৃথগুক্তিস্তৎপ্রাচুর্য্যস্য পুনঃপূজনস্য চাভিপ্রায়েণ ॥

৪৪। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ** ঃ অর্ঘ্যং—গন্ধাদি দ্রব্য অষ্টক। অর্হণম্ চ—অন্য-প্রকার পূজোপকরণ ধূপ-দীপ-নৈবেদ্যাদি। —আদি শব্দে চামর বীজন-আরতি প্রভৃতি। অর্হণ শব্দের সহিত 'আদি' শব্দ দেওয়াতে 'স্রক্' (মালা) গৃহীত হলেও স্রকাদির পৃথক উক্তি উহার প্রাচুর্যের ও পুনঃপূজনের অভিপ্রায়ে। ॥ জী° ৪৪ ॥

৪৫। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ অথ ভক্ত্যা স্তুতিশ্চ কৃতেত্যাহ—প্রাহেতি। প্রেম-গদ্গদাদিকাত্যুত্তম প্রকারেণাবদৎ। ন ইতি বহুত্বং তদগমনেনাত্মনো বহুমানাৎ, নিজপরিবারাদ্যপেক্ষয়া বা।

ভবন্তৌ কিল বিশ্বস্য জগতঃ কারণং পরম্ ।
অবতীর্ণাবিহাংশেন ক্ষেমায় চ ভবায় চ ॥ ৪৬ ॥

৪৬। **অন্বয় ঃ** ভবন্তৌ বিশ্বস্য পরং (প্রধানং) কারণং কিল (নিশ্চিতং) জগতঃ ক্ষেমায় চ (মঙ্গলায় তথা) ভবায় চ (উদ্ভবায় চ) ইহ (অত্র জগতি) অংশেন (জাতাবেকত্বং অংশৈর্গোপৈর্যাদবাদিভিঃ সহ) অবতীর্ণৌ (বভূবতুঃ) ।

৪৬। **মূলানুবাদ ঃ** নন্দগোপের ছেলে আমাদিকে কেন এরূপ স্তুতি করছেন, এরূপ কথার আশঙ্কায় মালাকার বলতে লাগলেন -

আপনারা নিখিল বিশ্বের মূলকারণ। ইহলোকে ও পরলোকে সাধুদের অভয় ও সমৃদ্ধির জন্য এই মথুরামণ্ডলে গোপ ও যাদবাদির সহিত অবতীর্ণ হয়েছেন। এ তো শাস্ত্রে প্রসিদ্ধই আছে।

আগমনেনেতি কৃপয়া স্ব-বাস্তু স্পর্শমাত্রেণ, কিমুত সাক্ষাদ্দর্শনদানেনেতি ভাবঃ। অহো কিং বক্তব্যং, যুষ্মদাগমনসৌভাগ্যবতাং যুবামেব সাক্ষাৎ পশ্যতামস্মাকং জন্ম সার্থকমিতি, অনেনৈব পূর্ব্বপুরুষাঃ সম্বন্ধিনশ্চ সর্ব্বে ভূতভবিষ্যা নিস্তীর্ণা ইত্যাহ—পাবিতঞ্চেতি। নিত্যপুজ্যানাং পিত্রাদীনাং প্রীত্যুৎপত্ত্যা সমাপ্তকৃত্যতা চ বৃত্তেত্যাশয়েনাহ— পিতৃদেবেতি। হীতি প্রমাণং দর্শয়তি, তথা চাক্রুরেণ বক্ষ্যতে—'অদ্যেশ ? নো বসতয়ঃ' (শ্রীভা ১০।৪৮।২৫) ইত্যাদি। তত্র সর্ব্বত্রৈব হেতুঃ – হে বিভো পরমেশ্বরেতি।

৪৫। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** অতঃপর ভক্তিভরে স্তুতিও করলেন, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, প্রাহ ইতি। — প্রেম গদ্‌গদ্-কণ্ঠাদিতে নিজ ভাগ্যের প্রশংসা মুখে বলতে লাগলেন। —হে প্রভো! **ন জন্ম**—আমাদের জন্ম কৃষ্ণের আগমনে নিজেকে বহুমানন হেতু বা নিজের পরিবারের বহুজন অপেক্ষায় 'ন' এই বহুবচন প্রয়োগ। **আগমনেণ**—কৃপায় নিজ বাস্তুভূমি স্পর্শমাত্রেই আমাদের জন্মাদি সার্থক হয়েছে, সাক্ষাৎ দর্শন দানের কথা আর বলবার কি আছে ?, এরূপ ভাব। তোমাদের আগমন জনিত সৌভাগ্যবানদের ও তোমাদিকে সাক্ষাৎ দেখতে থাকা আমাদের জন্ম সার্থক হল, —এর দ্বারাই পূর্বপুরুষগণ এবং আমাদের সম্পর্কিত ভূত ও ভাবীজনেরা সকলেই নিস্তার লাভ করল, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, **পাবিতঞ্চ কুলং**—কুল পবিত্র হলো। **পিতৃদেবর্ষয়ঃ ইতি**—নিত্যপূজ্য পিতামাতাদির প্রীতি-উৎপত্তিতে করণীয় সব কিছু কর্ম সমাপ্ত হল, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, **পিতৃদেব ইতি**—পিতৃলোক ও ঋষিগণ আমার প্রতি সন্তুষ্ট হলেন— হি—এ বিষয়ে প্রমাণ দেখাচ্ছেন— অক্রুরের দ্বারাও এরূপই উক্ত হয়েছে, যথা—"হে সর্বেশ্বর! ত্রিজগতের গুরু আপনি যে, আমাদের গৃহে প্রবেশ করলেন, এতে আমাদের গৃহ নিশ্চয়ই পবিত্র হল, আপনার চরণ-ধৌত জল ত্রিজগতকে পবিত্র করে থাকে।" এখানে সর্বত্রই হেতু **বিভো**—আপনি পরমেশ্বর।

। জী° ৪৫ ॥

নহি বাং বিষমা দৃষ্টিঃ সুহৃদোর্জগদাত্মনোঃ।
সময়োঃ সর্ব্বভূতেষু ভজন্তং ভজতোরপি ॥ ৪৭ ॥

৪৭। **অন্বয়** ঃ ভজন্তং ভজতোরপি (সেবনকারিণং অনুগৃহ্ণতোরপি) সর্বভূতেষু সময়োঃ (তুল্যয়োঃ) জগদাত্মনোঃ (জগতামাত্মস্বরূপয়োঃ) সুহৃদোঃ বাং (যুবয়োঃ) বিষমাদৃষ্টিঃ ন [অস্তি]।

৪৭। **মূলানুবাদ** ঃ ব্রাহ্মণ-চণ্ডালাদির মধ্যে যে কেউ আপনাদের আশ্রয় করে তাকেই কেবল সঙ্গে সঙ্গে আপনারা স্বয়ং সেবা করে থাকেন। এরূপ হলেও যাবতীয় চেতন-অচেতন জগতের আত্মস্বরূপ এবং সমগ্র জগতের নির্হেতুক হিতকারী আপনাদের কোথাও বিষমা দৃষ্টি নেই।

৪৬। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ ননু নন্দগোপসুতৌ[১] আবাং, কথমীদৃশী স্তুতিঃ ক্রিয়তে? তত্রাহ—ভবন্তাবিতি। কিলশাস্ত্রাদিপ্রসিদ্ধৌ, বিশ্বস্য সর্ব্বস্য জগতোঽস্থিরস্য মহদাদেঃ কারণং পুরুষরূপেণ কারণাবস্থাতঃ পরঞ্চ স্বয়ং ভগবদ্রূপত্বেন, ইহ মথুরায়াম্। অংশেনেতি—জাতাবেকত্বম্, অংশৈর্গোপযাদবাদিভিঃ সহেত্যর্থঃ; যদ্বা, অংশেন জগতঃ কারণমিত্যন্বয়ঃ; তথা চ বক্ষ্যতে—'যস্যাংশাংশাংশভাগে বিশ্বস্থিত্যপ্যয়োদ্ভবাঃ' (শ্রীভা ১০।৮৫।৩১) ইতি। চকারাভ্যাং দ্বয়োরপি প্রাধান্যং বোধ্যতে। তত্র ক্ষেমমিহামুত্র চাভয়ং, ভব উদ্ভবো বৃদ্ধির্বা ॥

৪৬। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ** ঃ যদি বলা হয়, নন্দ গোয়ালার ছেলে আমাদিকে কেন ঈদৃশী স্তুতি করছো, এরই উত্তরে বলা হচ্ছে, আপনারা বিশ্বের পরম কারণ ইত্যাদি। কিল—শাস্ত্রাদিতে ইহা প্রসিদ্ধ। বিশ্বস্য নিখিল জগতঃ—অস্থির মহদাদির কারণঃ পুরুষ রূপে কারণ-অবস্থা থেকে পরম্ চ—স্বয়ং ভগবৎরূপে ইহ—এই মথুরায় অবতীর্ণ অংশেন—'জাতৌ+একত্বং' জাতিগত ভাবে সকল গোপ যাদবদের 'এক' ধরে এখানে 'অংশেন' একবচন প্রয়োগ, অর্থাৎ 'অংশৈঃ' অংশভূত গোপ ও যাদবাদির সহিত অবতীর্ণ ভবন্তৌ আপনারা। এই শ্লোকের মতই পরেও উক্ত হয়েছে, "হে বিশ্বাত্মন্! যাঁহার অংশের (মায়ার) অংশ দ্বারা এ বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় হচ্ছে, আজ আমি সেই আপনার শরণাপন্ন হলাম। —শ্রীভা° ১০।৮৫।৩১ ক্ষেমায় চ ভবায় চ দু স্থানেই 'চ' কার দেওয়াতে দু-এরই প্রাধান্য বুঝা যাচ্ছে— ইহলোকে ও পরলোকে অভয় ও সমৃদ্ধির জন্য অবতীর্ণ।

॥ জী° ৪৬ ॥

৪৭। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** : জ্ঞানক্রিয়াশক্তিদাতৃত্বেনোপকারাৎ সুহৃদোরর্থাৎ সর্ব্বেষাঃ চেতনানাং মূলকারণত্বেন জগতঃ কৃৎস্নস্য চেতনস্যা-চেতনস্য চাত্মনোঃ, যদ্বা, জগৎ কৃৎস্নং ব্যাপ্য সুহৃদোঃ আত্মনোশ্চ। অপিরুক্তসমুচ্চয়ে। বিশেষতো ভজন্তং ব্রাহ্মণ-চণ্ডালাদীনামেকতরমাশ্রয়মাণমাত্রং ভজতোঃ স্বয়মাশ্রয়তোশ্চ। অতঃ সময়োর্যুবয়োর্ন বিষমা দৃষ্টিঃ; কিংবা সুহৃদোর্জগদাত্মনোশ্চ তাবন্ন বিষমা দৃষ্টিঃ।

১। 'বসুদেবসুতৌ' (গ)

তথা ভজন্তমেব ভজতোঃ কৃপয়তোরপি ন সা, যতঃ সময়োঃ প্রাকৃতে দুঃখে সুখে চ তুল্যয়োঃ ; সূর্য্যে তমস ইব, পেচকচক্ষুর্জ্যোতিষ ইব চ, তচ্চেতসি তস্য তস্য স্পর্শাসম্ভবাৎ। স্বরূপভূতাহ্লাদিনীশক্তি-বিলাসবিশেষ-রূপায়া ভক্তেরেব স্পর্শাদীতি ভাবঃ। তদুক্তং শ্রীগীতাসু (৯।২৯)—'সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ। যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্।' ইতি, নবমে (৪।৬৮) চ—'সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাংহৃদয়ন্ত্বহম্। মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি॥' ইতি ; উভয়ত্র ভক্ত্যৈব, ন ত্বন্যেন ; তচ্চিত্তং লিপ্তং ভবতীত্যর্থঃ। অন্যত্তৈঃ। অথবা ঈশ্বরয়োর্যুবয়োর্ভক্তিহীনাধমগৃহ আগমনং সর্ব্বত্র সমতয়ৈবেতি দৈন্যমাত্রাদাহ—ন হীতি। অয়মনুগ্রাহ্যঃ, অয়ঞ্চ নেতি বিষমা দৃষ্টির্নাস্তি ; যতঃ সুহৃদোর্নিরুপাধিকৃপাকরয়োঃ ; কিঞ্চ, জগদেবাত্মা প্রিয়ং যয়োঃ, কুতঃ ? ভজন্তং ভজতোরপি সর্ব্বভূতেষূত্তমাধমেষ্বপি সময়োর্জগন্নাথত্বাদ্দীনবাৎসল্যাচ্চেত্যর্থঃ। ॥ জী° ৪৭ ।

৪৭। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ সুহৃদোর্জগদাত্মনোঃ**—এই 'জগদাত্মনোঃ' পদটির বিচ্ছেদ দুভাবে করে দু রকম অর্থ আসে—'জগতঃ + আত্মনোঃ' এবং 'জগৎ+আত্মনোঃ'—জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি দাতা রূপে উপকারক বলে আপনারা সুহৃদ্ অর্থাৎ নির্হেতুক হিতকারী অর্থাৎ নিখিল চেতনার মূল কারণরূপে 'জগতঃ' চেতন-অচেতন নিখিল বস্তুর আত্মা আপনারা (আপনাদের বৈষম্য ভাব নেই)। কিম্বা 'জগৎ' নিখিল বস্তু জুড়িয়া কৃষ্ণের সৌহার্দ ও আত্মীয়ভাব, তাই বলা হল সুহৃদ্ ও আত্মীয় আপনাদের বৈষম্য নেই। **ভজন্তং ভজতোরপি**—এখানে 'অপি' উক্ত সমুচ্চয়ে বিশেষ করে 'ভজন্তং' ব্রাহ্মণ চণ্ডালাদির মধ্যে যে কোন একজন কৃষ্ণকে আশ্রয় করা মাত্র 'ভজতোঃ' তিনি স্বয়ং তাকে অনুগ্রহ করে থাকেন। অতএব সর্বভূতে **সময়োঃ ইত্যাদি**—সমভাবাপন্ন আপনাদের বিষমা দৃষ্টি নেই। কিম্বা সুহৃদ্ জগদাত্মা আপনাদের সাকুল্যেই বিষমা দৃষ্টি নেই। তথা ভজনকারিদের প্রতি কৃপাপরায়ণ হলেও বিষমা দৃষ্টি আছে বলা যাবেনা, কারণ **সময়োঃ**—প্রাকৃত দুঃখে ও সুখে তুল্য আপনাদের বৈষম্য ভাব নেই। কারণ সূর্যে যেমন অন্ধকার থাকে না, পেচক চক্ষু যেমন দিনের আলোয় দেখতে পায় না, সেইরূপ কৃষ্ণের চিত্তে প্রাকৃত সুখ দুঃখের স্পর্শ অসম্ভব, —স্বরূপভূতা হ্লাদিনী শক্তির বিলাসরূপা ভক্তিরই স্পর্শাদি হয়, এরূপ ভাব। গীতাতেও এই কথাই বলা হয়েছে, যথা— "আমি সর্বভূতে সমান, কিন্তু যে আমাকে প্রেম ভরে সেবা করে সে আমাতে যেরূপ আসক্ত হয়ে বর্তমান থাকে, আমিও তাতে সেইরূপ আসক্ত হয়ে বর্তমান থাকি, অর্থাৎ প্রেমিকজনের সর্ব সমাধান আমি করে থাকি।" —(গীতা ৯।২৯)। —"সাধুগণ আমার হৃদয়, আমিও সাধুদিগের হৃদয়। তাঁরা আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে জানে না, আমিও তাঁদের ছাড়া অন্য কাউকে জানি না।" —(শ্রীভা° ৯।৪।৬৮)। — উভয় শ্লোক থেকেই বুঝা যাচ্ছে প্রেমভক্তিতেই হয়, অন্য কিছুতে নয়। [শ্রীধরস্বামিপাদ—রজকের বধে ও তাঁতীর প্রতি অনুগ্রহে বিষমা দৃষ্টি লক্ষণে আপনাদের অনীশ্বরতা আশঙ্কা করা ঠিক নয়, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, —'ন হি বা' ইতি অর্থাৎ আপনাদের বৈষম্য ভাব নেই। এখানে হেতু **সময়োঃ**—আপনারা সর্বভূতে সমভাবাপন্ন—এ বিষয়েও হেতুদ্বয়—আপনারা জগতের সুহৃদ্ ও আত্মস্বরূপ]।

তাবাজ্ঞাপয়তং ভৃত্যং কিমহং করবাণি বাম্ ।
পুংসোঽত্যনুগ্রহো হ্যেষ ভবদ্ভির্যন্নিযুজ্যতে ॥ ৪৮ ॥

৪৮ । **অন্বয়ঃ** অহং বাং (যুবয়োঃ) কিং করবাণি তৌ (যুবাং) ভৃত্যং [মাং তৎ] আজ্ঞাপয়তম্ ভবদ্ভিঃ যৎ নিযুজ্যতে এষঃ [নিয়োগঃ] হি পুংসঃ অনুগ্রহং তু ।

৪৮ । **মূলানুবাদ ঃ** আপনারা বিষমদৃষ্টি রহিত হলেও এই ভৃত্যকে আদেশ করুন — মদীয় আজ্ঞা-তো বেদরূপে নিত্যকালই রয়েছে, এরূপ কথার আশঙ্কায় সুদামা বলছেন—

আপনারা এই ভৃত্যকে আদেশ করুন, আমি আপনাদের কি সেবা করতে পারি। আপনাদের দ্বারা যে সেবায় নিযুক্ত হওয়া, উহাই জীবের প্রতি আপনাদের পরমানুগ্রহদায়ীভাব।

অথবা, ঈশ্বর আপনাদের ভক্তিহীন অধমের গৃহে আগমন সর্বত্র সমতার দরুণই হয়ে থাকে, এই আশয়ে দৈন্য মাত্রের থেকেই বললেন, 'ন হি বাং' ইতি, এ অনুগ্রাহ্য, এ নয় —এরূপ বিষমা দৃষ্টি আপনাদের নেই ; কারণ আপনারা **সুহৃদ্**—নিরুপাধি কৃপাকারী. আরও **জগদাত্মনোঃ**— জগতই 'আত্মা' প্রিয় যাঁদের সেই আপনাদের। **কি করে ?** **ভজন্তং ভজতোরপি**—ভজনকারীকে কৃপা করলেও **সর্বভূতেষু**—কুলশীল-আশ্রমাদিতে-উত্তম-অধমে আপনাদের সমভাব, জগন্নাথ ও দীনবৎসল হওয়া হেতু, এরূপ অর্থ। ॥ জী° ৪৭ ॥

৪৭ । **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** ভজন্তং ভজতোরপীতি। "সমোঽহং সর্বভূতে'ষিত্যত্র "যে ভজন্তি চ মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহ"মিতি তদুক্তেঃ, বস্তুতস্তু বিপ্র-শ্বপচাদিষু সংকর্মকুকর্মবৎস্বপি মধ্যে যঃ কোঽপি ত্বাং ভজতি তমেব ত্বং ভজসীতি ন তব জাত্যাদিবৈষম্যং যতোঽত্রত্যেষ্বপি মধ্যে ভজন্তং বায়কং মালাকারঞ্চ মাং কৃতার্থয়সীতি ভাবঃ। ॥ ৪৭ ॥

৪৭ । **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** ভজন্তং ভজতোরপি ইতি — সর্বভূতে সমভাব থাকলেও সেবকের প্রতি বিশেষ কৃপাশীল, ইহাই এই শ্লোকের বক্তব্য। — এ সম্বন্ধে গীতার ৯।২৯ শ্লোকই প্রমাণ, যথা শ্রীকৃষ্ণ বলছেন —"আমি সর্বভূতে সমান কিন্তু যে আমাকে প্রেমভক্তিতে সেবা করে সে আমাতে যেরূপ আসক্ত হয়ে বর্তমান থাকে, আমিও তাতে সেইরূপ অসক্ত হয়ে বর্তমান থাকি। অর্থাৎ ভক্তের সব সমাধান আমিই করে থাকি।" —বস্তুতঃ পক্ষে বিপ্র-চণ্ডালগণের মধ্যে সৎকর্ম-কুকর্ম পরায়ণদের মধ্যেও যে কোনও জন আপনাকে সেবা করে থাকে, তাকেই তাকেই আপনি অনুগ্রহ করে থাকেন, আপনার জাত্যাদি বৈষম্য নেই। যেহেতু এই মথুরার জনদের মধ্যে সেবাপরায়ণ তাঁতীকে ও মালাকার আমাকে কৃতার্থ করে দিলেন, এরূপ ভাব। ॥ বি° ৪৭ ॥

৪৮ । **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** তৌ বিষমদৃষ্টিরহিতাবপি। নন্নু মদাজ্ঞা বেদরূপাস্ত্যেব, তত্রাহ—কিমিতি সাক্ষাদাগতয়োর্যুবয়োরধুনা কিং কার্য্যম্ ? তদিত্যর্থঃ। নন্বাজ্ঞাং বিনাপি পূর্ব্বমাতিথ্যেন

ইত্যভিপ্রেত্য রাজেন্দ্র সুদামা প্রীত মানসঃ।
শস্তৈঃ সুগন্ধৈঃ কুসুমৈর্মালাং বিরচিতাং দদৌ ॥ ৪৯ ॥

৪৯। **অন্বয় ঃ** [হে] রাজেন্দ্র। প্রীতমানসঃ সুদামা ইতি অভিপ্রেত্য (তন্মতং জ্ঞাত্বা) শস্তৈঃ (প্রশস্তৈঃ সুগন্ধৈঃ কুসুমৈঃ বিরচিতা মালা তাভ্যাং দদৌ।

৪৯। **মূলানুবাদ ঃ** হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! মালাকার ঐরূপ বলবার পর রামকৃষ্ণের অভিপ্রায় জ্ঞাত হয়ে সন্তুষ্ট চিত্তে সুগন্ধী, নানাবর্ণের কোমল ফুলে বিশেষভাবে রচিত মালাটি কৃষ্ণকে প্রদান করলেন।

স্বয়ং তৎকৃতমেব, তত্রাহ—পুংস ইতি। হি যস্মাদ্ভবদ্ভির্যন্নিযুজ্যতে। হি এব। এষ এব পুংসো জীবস্য নিজজনস্য বা অনুগ্রহঃ পরমানুগ্রাহ্যত্বমিতি। পুংসস্ত্বিতি পাঠে অনুগ্রহস্ত্বেষ ইত্যন্বয়ঃ। ভবদ্ভিরিতি বহুত্বং তদীয়াপেক্ষয়া। অতোঽধুনা ভবদাজ্ঞয়া কিঞ্চিচ্চিকীর্ষামীতি ভাবঃ। ॥ জী০ ৪৮ ॥

৪৮। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ** আপনারা বিষমদৃষ্টি রহিত হলেও (এই ভৃত্যকে আদেশ করুন) যদি কৃষ্ণ বলেন মদীয় আজ্ঞাতো বেদরূপে নিত্যকালই বিদ্যমান রয়েছে, এরই উত্তরে **কিম্ ইতি**—এই সম্মুখে আগত আপনাদের কি করতে পারি, তাই বলুন — যদি কৃষ্ণ বলেন, আমার আজ্ঞাবিনাও পূর্বেই আতিথ্যের দ্বারা স্বয়ং তা করেই ফেলেছ, এরই উত্তরে, **ভবদ্ভির্যন্নিযুজ্যতে**—আপনাদের দ্বারা যে, কর্মে নিযুক্ত হওয়া, ইহাই **পুংসঃ**—জীবের বা নিজগণের প্রতি **অনুগ্রহঃ**—আপনাদের পরমানুগ্রহদায়ী ভাব। পুংসঃ তু ইতি পাঠে 'অনুগ্রহ তু এষ' এরূপ অন্বয় — অর্থাৎ পুরুষের প্রতি ইহাই অনুগ্রহ। 'ভবদ্ভিঃ' বহুবচন প্রয়োগ তদীয় জনদের অপেক্ষায়। অতএব আপনার আজ্ঞা অনুসারেই কিঞ্চিৎ কাজ করতে ইচ্ছা করছি, এরূপ ভাব। ॥ জী০ ৪৮ ॥

৪৯। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা ঃ** অভিপ্রেত্যেতি লজ্জাদিনা তাভ্যাং সাক্ষাদনুক্তমপি মালাকারস্য স্বস্য গৃহাগমনেন শ্রীকৃষ্ণস্যাসম্পূর্ণরচিত-মালাবিশেষবিষয়দৃষ্ট্যা চ সম্ভাব্যেত্যর্থঃ। হে রাজেন্দ্রেতি—মহারাজস্যাপি তা দুর্ল্লভা ইতি সূচয়তি। যদ্বা, তদ্ভাগ্যবিশেষং বোধয়তি, ন সম্বোধয়তি। শস্তৈঃ সদ্বর্ণসৌকুমার্য্যাদি-গুণৈ-র্মঙ্গলকরত্বান্মঙ্গলৈরিতি বা। বিরচিতাং রাজাদিযোগ্যাভ্যঃ পূর্ব্বাভ্যো বিশেষেণ ভবদ্যোগ্যতয়া রচিতাং সতীং দদৌ; অতএব তথাভূত মালামেকামেব দদাবিত্যর্থঃ। সা চ অন্যাশ্চ তা ইত্যেকশেষঃ। ততস্তাভিরিতি তয়া অন্যাভিশ্চ, ততো ন্যূনাভিঃ, পূর্ব্বাভ্যস্তু শ্রেষ্ঠাভিস্তদ্দত্তাভিরিত্যর্থঃ। এতদ্দৃষ্ট্যৈব পূর্ব্বত্র মালা বিরচিতা ইতি কেচিদ্বহুবচনং মন্যন্তে বিরচিতা ইতি—যাসু নিজকুটুম্বৈঃ সহ স্বয়ং বিশেষেণ রচ্যমানাসু তৌ সহসৈবানুগতৌ, তা বিরচিতাঃ সতীদদাবিত্যর্থঃ। পূজায়াস্তু শৈথ্র্যেণ পূর্ব্বসিদ্ধ্যা রাজাদিযোগ্যা এব দদাবিতি ভাবঃ। অন্যথা বিরচিতা ইতি ব্যর্থম্। প্রীতমানসত্বেন দানপ্রকারস্তু শ্রীপরাশরেণোক্তঃ—'ততঃ প্রহৃষ্টবদনস্তয়োঃ পুষ্পাণি কামতঃ। চারুণ্যেতানি চৈতানি প্রদদৌ স বিলোভয়ন্।' ইতি ॥

৪৯। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ অভিপ্রেত্য**—লজ্জাদি হেতু রামকৃষ্ণ সাক্ষাৎ ভাবে কিছু না বললেও তার গৃহে আগমন হেতু এবং অসম্পূর্ণ রচিত মালাবিশেষ বিষয়ে কৃষ্ণের দৃষ্টিপাত হেতু, তাঁর মনোভাব বুঝে নিয়ে (মালাকার মালা দিলেন)। **হে রাজেন্দ্র!** — হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, এ মালা যে মহারাজের পক্ষেও দুর্লভ, তাই সূচিত হল এই সম্বোধনে। অথবা, এই মালাকারের 'ভাগ্য বিশেষের' বোধ জন্মাল এই রাজেন্দ্র ধ্বনিটি, ইহা কাউকে সম্বোধন নহে, ধ্বনি মাত্র। **শস্তৈঃ** - সুবর্ণ-সুকোমলাদিগুণ-বিশিষ্ট বা মঙ্গলকর হওয়া হেতু মঙ্গলজনক কুসুম দ্বারা **বিরচিতাং**— (একবচনে) পূর্বকথিত রাজাদি যোগ্য মালাগুলির থেকেও যা 'বি' বিশেষভাবে কৃষ্ণযোগ্যরূপে রচিত হচ্ছে, শেষ হয়নি, সেই মালা **দদৌ**— অতএব তথাভূত মালা একটিই, উহা প্রদান করলেন। (পাঠ দু প্রকার দেখা যায়, যথা 'মালাং বিরচিতাং' এক বচনে ; এবং মালা বিরচিতা' বহুবচনে)। বহু বচন পাঠে অর্থ এরূপ — ভিন্ন প্রকার আরও অনেক মালা গাঁথা হয়েছিল — কিন্তু সেগুলি পূর্বকথিত বিশেষ মালাটি থেকে ন্যূন ছিল — পূর্বের ঐ শ্রেষ্ঠটিই প্রদান করলেন। এই দৃষ্টিতেই কেউ কেউ 'মালা বিরচিতা' এই বহুবচনের পাঠ মাননা করেন। **বিরচিতা ইতি**—নিজ কুটুম্বের সহিত স্বয়ং যা বিশেষভাবে রচনা করেছিলেন, কিন্তু শেষ হয়নি, এ অবস্থায় কৃষ্ণবলরাম সহসা এসে পড়লে উহা রচনা সমাপ্তিতে পরেই দিলেন —কিন্তু পূজার ব্যস্ততায় পূর্বে শেষ করা রাজাদি-যোগ্য বিশেষ মালাটিই আগে অলক্ষিত ভাবে পড়িয়ে দিলেন। — অন্যথা 'বিরচিতা' কথাটি ব্যর্থ হয়ে যায়। মালাকার প্রীতমনা বলে এই দানের রীতি কি, তা পরাশর বলেছেন, যথা—"অতঃপর অতিশয় হৃষ্টবদন মালাকার কৃষ্ণরামের বিশেষ লোভ জাগিয়ে অতি সুন্দর এত এত পুষ্প যথেচ্ছ দিলেন।" ॥ জী° ৪৯ ॥

৪৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** ভো সুদামন্, যস্তবাভিপ্রায়স্তমেব কুর্বিত্যেষৈবাবয়োরাজ্ঞেতি চেৎ ভদ্রং ভদ্রমিত্যাহ, - ইত্যভিপ্রেত্যেতি। এবং স্বাভিপ্রেতং কৃত্যং প্রাপ্যেত্যর্থঃ। তর্হি মালা দীয়ন্তামিত্য-ভিপ্রায়েণৈবাজ্ঞাং জ্ঞাত্বেতি ভাবঃ। শস্তৈঃ সৌরভাসৌরূপ্যসৌকুমার্যশৈত্যাতিশয়বদ্ভিঃ মালামিত্যেকবচনেন ভ্রাতৃভ্যাং তুল্যতয়ৈব দীয়মানাস্বপি মালাসু মধ্যে এবালক্ষিতং কৃষ্ণায় সর্বশ্রেষ্ঠামেকাং মালাং দদাবিত্যর্থঃ॥

৪৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** হে সুদাম, তোমার যা অভিপ্রায় তাই কর — উহাই আমাদের আজ্ঞা। তাই যদি হয় ভাল ভাল। — এই আশয়ে বলা হল — 'ইতি অভিপ্রেত্য'- শ্লোকটি। এইরূপে মালাকার নিজ অভিপ্রেত কাজ পেয়ে তখন মালা দেও, এই অভিপ্রায় সূচক আজ্ঞা জেনে, এরূপ ভাব। **শস্তৈঃ**—প্রশস্ত - অতিশয় সুগন্ধী, নয়ন-লোভন, কোমল ও স্নিগ্ধ কুসুমে বিরচিত **মালা**—এখানে এক বচন প্রয়োগে বুঝা যাচ্ছে, দুই ভাইকে তুল্য ভাবেই দিতে গেলেও অলক্ষিত ভাবেই মালা সমূহের মধ্যে যেটি সর্বশ্রেষ্ঠ সেই মালাটি কৃষ্ণকে দেওয়া হয়ে গেল। ॥ বি° ৪৯ ॥

তাভিঃ স্বলঙ্কৃতৌ প্রীতৌ কৃষ্ণরামৌ সহানুগৌ।
প্রণতায় প্রপন্নায় দদতুর্বরদৌ বরান্ ॥ ৫০ ॥

সোঽভিবব্রেঽচলাং ভক্তিং তস্মিন্নেবাখিলাত্মনি।
তদ্ভক্তেষু চ সৌহার্দ্দং ভূতেষু চ দয়াং পরাম্ ॥ ৫১ ॥

৫০। **অন্বয়** ঃ অভিঃ (মালাভিঃ) সহানুগৌ সুশোভিতৌ প্রীতৌ বরদৌ কৃষ্ণরামৌ প্রণতায় প্রপন্নায় বরান্ দদতু (বরদান অভিলাষং চক্রতুঃ)।

৫১। **অন্বয়** ঃ সোঽপি (শ্রীসুদামাপি) অখিলাত্মনি (শ্রীসঙ্কর্ষণাদীনাং স্বাংশানাং 'আত্মনি' মূলস্বরূপে অংশিনি) তস্মিন্ (শ্রীকৃষ্ণ এব) অচলাং ভক্তিং তদ্ভক্তেষু সৌহার্দ্দং চ ভূতেষু (সর্বেষু প্রাণিষু) পরাং দয়াং বব্রে (প্রার্থয়ামাস)।

৫০। **মূলানুবাদ** ঃ অতিসুন্দর মালায় সুন্দররূপে অলঙ্কৃত, সুপ্রসন্ন, বরপ্রদ কৃষ্ণরাম বয়স্য-গণে পরিবৃত হয়ে প্রণত শরণাগত ভক্ত সুদাম মালাকারকে তার অভিলষিত বর প্রদানে ইচ্ছা করলেন।

৫১। **মূলানুবাদ** ঃ তেই সব বর পরম একান্তী সুদামা গ্রহণ করলেন কি করলেন না, এরই উত্তরে বলা হচ্ছে,—

সুদাম মালাকারও সঙ্কর্ষণাদি নিখিল অংশ সমূহের মূলস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে অচলা ভক্তি, তদীয় ভক্তজনের প্রতি সৌহার্দ, আর ভক্তজন ও সাধারণ জীবের প্রতি তাঁর নিরুপাধি দয়া প্রার্থনা করলেন।

৫০। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা** ঃ প্রণতায় মালাদানানন্তরং কৃতাষ্টাঙ্গপ্রণামায় প্রপন্নায় রক্ষ রক্ষেত্যাদি-প্রকারেণ শরণাগতায়; যদ্বা, প্রথমত এব ভক্তায়। ॥ জী০ ৫০ ॥

৫০। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ** ঃ প্রণতায়—মালাদানের পর কৃত-অষ্টাঙ্গ প্রণাম ও প্রপন্নায়—'রক্ষ রক্ষ' ইত্যাদি প্রকারে শরণাগত মালাকারকে। অথবা, পূর্ব থেকেই ভক্ত মালাকারকে বরদানে ইচ্ছা করলেন। ॥ জী০ ৫০ ॥

৫১। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা** ঃ নন্বু কে তে বরাঃ? তাংশ্চ পরমৈকান্তী সুদামা স্বয়ং বৃতবান্, ন বা? তত্রাহ—সোঽপীতি। তস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণ এব। নন্বু কথং পূর্ব্বভক্তিরীত্যা শ্রীসঙ্কর্ষণেঽপি ন বৃতবান্? তত্রাহ—অখিলানাং শ্রীসঙ্কর্ষণাদীনাং স্বাংশানামাত্মনি মূলস্বরূপেঽংশিনীত্যর্থঃ। তেন সা চ সিধ্যেদিতি বিবিক্তপুরুষার্থতয়েতি ভাবঃ। পূর্ব্বন্তু সমযুগ্মতা বর্ণনং তদগ্রজতয়া তস্যাপি গৌরবলীলাসারা-দেকমেব দ্বিধা প্রকাশমানং তত্তত্ত্বমেকপরমৈশ্বর্য্যাস্যাশ্রয়যোগ্যং ভবত্যেবেতি প্রশংসাতাৎপর্য্যেণেতি ভাবঃ। পরাং শ্রেষ্ঠাং নিরুপাধিদয়াম্। আদ্যশ্চকারস্ত্বর্থে, দ্বিতীয় উক্তসমুচ্চয়ে। ॥ জী০ ৫১ ॥

৫১। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ** ঃ আচ্ছা, সেই সব বর কি? সেই সব বর পরম একান্তী সুদামা প্রার্থনা করলেন, কি করলেন না? এর উত্তরে 'সোঽপি ইতি' প্রার্থনা করলেন। তস্মিন্—শ্রীকৃষ্ণেই

ইতি তস্মৈ বরং দত্ত্বা শ্রিয়ঞ্চান্বয়বর্দ্ধিনীম্ ।
বলমায়ুর্যশঃ কান্তিং নির্জগাম সহাগ্রজঃ ॥ ৫২ ॥

৫২ । **অন্বয়** ঃ সহাগ্রজঃ [শ্রীকৃষ্ণ] তস্মৈ (সুদাম্নে) ইতি (তৎপ্রার্থিতং) বরং দত্ত্বা চ [তেনাপ্রার্থিতং] অন্বয়বর্দ্ধিনীং (বংশবৃদ্ধি মতীং) শ্রিয়ং বলং আয়ুঃ যশঃ কান্তিং দত্ত্বা] নির্জগাম ।

৫২ । **মূলানুবাদ** ঃ শ্রীরামের সহিত মিলিত শ্রীকৃষ্ণ সুদাম মালাকারকে তৎপ্রার্থিত বর প্রদানপূর্বক তৎকর্তৃক অপ্রার্থিত বংশবৃদ্ধিকারী শ্রী, বল, আয়ুঃ যশঃ ও কান্তি প্রদান করত সেই স্থান থেকে নির্গত হলেন ।

(অচলাভক্তি) । পূর্বপক্ষ, আচ্ছা পূর্বভক্তিরীতিতে শ্রীসঙ্কর্ষণেও কেন-না ভক্তি প্রার্থনা করা হল ? এরই উত্তরে, **অখিলাত্মনি**—শ্রীসঙ্কর্ষণাদি স্বাংশগণের 'আত্মনি' মূলস্বরূপ অংশী (শ্রীকৃষ্ণ)—শ্রীকৃষ্ণভক্তিদ্বারাই শ্রীসঙ্কর্ষণ-ভক্তি সিদ্ধ হয়, — পৃথক্ পুরুষার্থ রূপে, এরূপ ভাব । পূর্বে শ্লোকে সমমর্যাদায় যুগলবন্দী করত কৃষ্ণরামকে স্তুতি পূজা করা হয়েছে, কারণ কৃষ্ণাগ্রজ হওয়ায় রামেও সেই গৌরবলীলাসার বর্তায়, কারণ দ্বিধা প্রকাশমান সেই একতত্ত্বই আশ্রয়-যোগ্য হয়ে থাকে, প্রশংসা তাৎপর্যের দ্বারা, এরূপ ভাব । **পরাং দয়াং**—শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ নিরুপাধি দয়া । প্রথম 'চ' কারটি 'তু' 'কিন্তু' অর্থে, দ্বিতীয় 'চ'কার উক্ত সমুচ্চয়ে অর্থাৎ এই ভক্তজন ও সাধারণ জীব সকলের প্রতিই দয়া । ॥ জী০ ৫১ ॥

৫২ । **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা** ঃ ইতি এতদপ্রার্থিতান্ । নন্বু কথং বদান্যশিরোমণিরসৌ স্বয়মন্যান্ বরান্ ন দদৌ ? তত্রাহ - শ্রিয়ঞ্চেত্যাদি । দ্বিতীয়চকারোক্তং সমুচ্চিনোতি ! অন্যত্তৈঃ । অন্বয়বর্দ্ধিনীমিতীনন্তপাঠ এব তেষাং সম্মতঃ, মতুপা ব্যাখ্যাতত্বাৎ । বর্দ্ধনং বর্দ্ধঃ অন্বয়বর্দ্ধোঽস্তীতি । তত্র বংশ ইতি সপ্তম্যন্তা সমাসে অযুক্ত সমস্ত পাঠে তদ্বংশেঽনবচ্ছিন্নাং শ্রিয়মিত্যর্থঃ । সমস্ত পাঠে বংশবৃদ্ধিঞ্চেত্যর্থঃ । তদুক্তং শ্রীপরাশরেণ—'বলহানির্ন তে সৌম্য ধনহানিরথাপি বা । যাবদ্দিনানি তাবচ্চ ন বিনঙ্ক্ষ্যতি সন্ততিঃ ।। ভুক্ত্বা চ বিপুলান্ ভোগাংস্ত্বমন্তে মৎপ্রসাদতঃ । মমানুস্মরণং প্রাপ্য দিব্যলোকমবাপ্স্যসি ॥ ধর্ম্মে মনশ্চ তে ভদ্র সর্ব্বকালং ভবিষ্যতি । যুষ্মৎসন্ততিজাতানামায়ুর্দীর্ঘং ভবিষ্যতি ।। নোপসর্গাদিকং দোষং যুষ্মৎসন্ততিসম্ভবঃ । অবাপ্স্যতি মহাভাগ যাবৎ সূর্য্যো ভবিষ্যতি ।' ইতি বলমায়ুরিতি পাঠে চ তত্তৎ সর্ব্বং শ্রাদ্ধান্তর্ভূতমবজ্ঞেয়ম্ ; অগ্রজেন সহ বরান্ দত্ত্বা তেনৈব সহ নির্জগামেত্যর্থঃ ।।

৫২ । **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ** ঃ **ইতি**—মালাকারের কৃষ্ণভক্তি প্রভৃতি প্রার্থিত সকল (দান-পূর্বক) । বদান্যশিরোমণি কৃষ্ণ কেন-না নিজের থেকে অন্য বর দিলেন ? এরই উত্তরে **শ্রিয়ঞ্চ ইত্যাদি**—বংশবৃদ্ধিকারী ঐশ্বর্য প্রভৃতি যা মালাকারের অপ্রার্থিত বস্তু, তাও দিলেন । দ্বিতীয় 'চ'কার উক্ত সব কিছু একত্র ভাবে দিলেন । [শ্রীধর — **অন্বয়বর্দ্ধিনীং**—বংশবৃদ্ধিমতী **শ্রিয়ং**—অপ্রার্থিত ঐশ্বর্য প্রভৃতি দিয়ে তৎপর মালাকারের ঘর থেকে বেড়িয়ে গেলেন] । এই শ্লোকের

পাঠ ভেদ দেখা যায়, এক তো 'অন্বয়বর্দ্ধিনীম্', আর 'অন্বয়বর্দ্ধনং'। শ্রীধরের ব্যাখ্যা থেকে বোঝা যাচ্ছে 'অন্বয়বর্দ্ধিনীং' পাঠই তাঁর সম্মত। —'অন্বয়বর্দ্ধনং' পাঠে অর্থ এরূপ—[বর্দ্ধ = বৃধ্ (বৃদ্ধি পাওয়া)+অ (ভ০)] 'বংশবৃদ্ধিকারক' — এই পদের 'বংশ' শব্দের সপ্তমীঅন্ত 'সমাসে অযুক্ত' পাঠে [তদ্বংশে+বৃদ্ধিকারক] অর্থ এরূপ, যথা - তদ্বংশে অনবচ্ছিন্না শ্রী দান করলেন — আর 'সমাসবদ্ধ' পাঠে তাকে শ্রী, বংশ বৃদ্ধি, বল প্রভৃতি দান করলেন। এ বিষয়ে ঐ শ্রীপরাশরের গ্রন্থে কৃষ্ণ-উক্তি এরূপ, যথা— "হে সৌম্য! যতদিন তুমি এই পৃথিবীতে থাকবে ততদিন তোমার বলহানি হবে না, ধনহানি হবে না এবং তোমার সন্ততিও বিনষ্ট হবে না। তুমি বিপুল ভোগ ভোগের পর শেষে আমার প্রসাদে নিরন্তর আমার স্মরণ করতে করতে দিব্যলোক প্রাপ্ত হবে। হে ভদ্র তোমার সব সময় ধর্মে মতি থাকবে। তোমার জাত সন্ততির আয়ু দীর্ঘ হবে। তোমার সন্ততির কোনও উপসর্গাদি দোষ উপস্থিত হবে না। হে মহাভাগ! তোমার সন্ততিগণ যাবৎসূর্য আয়ু পাবে।" ইতি। 'বলমায়ুঃ' পাঠেও সেই সেই সবকিছু শ্রীপ্রভৃতির অন্তর্ভূত বলে জানতে হবে। অগ্রজের সহিত বর দান করত তাঁর সহিত মালাকার-গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন। ॥ জী০ ৫২ ॥

৫২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** শ্রিয়ঞ্চেতি শ্রীবলদেবাদীনাং তস্য গ্রহীতুমনপেক্ষ্যত্বেঽপি স্বস্য দাতুমপেক্ষত্বাদ্দদাবিতি। তস্য ভক্তবাৎসল্যমেবং সর্বত্রৈব প্রায় ইতি জ্ঞেয়ম্। । ৫২ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
একচত্বারিশকোঽয়ং দশমেঽজনি সঙ্গতঃ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একচত্বারিংশাধ্যায়স্য শ্রীবিশ্বনাথ
চক্রবর্তিঠক্কুরকৃতা সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

৫২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** শ্রিয়ঞ্চেতি মালাকারের ঐশ্বর্য বলাদি-গ্রহণ-ইচ্ছার অপেক্ষাও না করে দান করলেন, নিজের দানের আগ্রহ অপেক্ষাতেই। ॥ বি০ ৫২ ॥

ইতি শ্রীরাধাচরণনূপুরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বাদনেচ্ছু দীনমণি কৃত দশমে
একোনচত্বারিংশো অধ্যায়ে বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।